بسم الله الرحمن الرحيم

জয়েন্ট ফ্যামিলি

নাদভী

প্রকাশক

নিলুফার ইয়াসমীন

নাদভী প্রকাশনী

প্রফেসর নাদভী রেসিডেন্স, বুলবুলী পাড়া
(আইআইইউসি গেইটের সামনে)
কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৮১৯-৫৪৮০৯৩

জয়েন্ট ফ্যামিলি

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৯
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

শব্দ বিন্যাস :

নাদভী কম্পিউটার্স
বাড়ি নং- ৮১ রোড নং-৭, ৪র্থ তলা
ও. আর. নিজাম
জিইসি, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণ : মাকতাবা দারুচ্ছুন্নাহ্
ইসলামী টাওয়ার, আন্ডার গ্রাউন্ড
১১/১, বাংলাবাজার। ঢাকা

প্রাপ্তিস্থান : আযাদ বুক্স
১৯, শাহী জামে মাসজিদ মার্কেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

Joint family

By
Professor Nadwi
Phone : 01819-548093
E-mail : ataurrahmannadwi@gmail.com

Published in Bangladesh By Nadwi Prokashoni
Professor Nadwi Residence
Bulbuly Para (in front of IIUC Gate)
Kumira, Sitakundo, Chittagong
BANGLADESH

Price : 300 Taka only

মাগফিরাত কামনায়

আম্মা
মেহের আফজুন বেগম (রাহি.)
ও
দীর্ঘায়ুর আশায়
শ্রদ্ধেয় আব্বা
এ. বি. এম. আব্দুর রায্যাক্ব মাস্টার
যাঁদের দো'য়ায় আমি আজ ধন্য,
এবং
জীবন সফরের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গিনী
নিলুফার ইয়াসমীন
আমার পারিবারিক বাগান সাজিয়ে
দুন্ইয়া ও আখেরাতের মুক্তির চিন্তায় কাটে যার দিবা-রজনী।
আলোচ্য বইটি তাই পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম।

নাদভী

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথন	৫
কেন এই বই?	৮
জয়েন্ট ফ্যামিলিতে নারীর জীবন	১৭
মা-বাবার খেদমাত করা ছেলের কর্তব্য	২৪
সন্তানের জীবনে মা কী জিনিস জানেন?	৩৫
Joint family প্রবক্তারা কী বলবেন?	৪০
সন্তানের দ্রুত বিয়ে ও পরবর্তী করনীয়	৪৯
জয়েন্ট ফ্যামিলি সিস্টেম হায়া-শরমের কবরস্থান	৬১
মডার্ন সেজে কী হারিয়েছেন?	৬৯
যৌথ ফ্যামিলি গুনাহ্ সৃষ্টির কারখানা	৮৫
স্ত্রীকে ঘরের বাইরে স্বল্প বসনায় দেখতে চান?	১১১
সব ফ্যামিলিতে নারীর পর্দা ফার্য	১২০
পর্দাহীন নারী চারজন পুরুষকে জাহান্নামে নেবে	১৩৫
১৮ বছরের মেয়েটি জয়েন্ট ফ্যামিলির পুত্রবধূ	১৪১
জয়েন্ট ফ্যামিলিতে স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টির উপায়	১৪৯
যৌথ পরিবারে দেয়া টাকার হিসাব নেবেন না	১৬৩
যৌথ পরিবারে কলহ সৃষ্টির কারণ কী?	১৮২
ভদ্রলোকদের সংসারে স্ত্রীর মূল্যায়ন	১৮৬
ভদ্রলোকেরা কখনো স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে না	১৯৬

প্রকাশকের কথা

প্রফেসর নাদভী একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ইসলামিক লেখক। তার পরিচয় দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি একজন স্বভাবজাত লেখক। আরবী-বাংলা ও উর্দুতে তার কলম সারাক্ষণ চলে। বাংলাদেশের আলেম সমাজ এবং বিশেষ করে ইসলামী লেখকদের মাঝে তিনি একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। বর্তমান যুগের পরিবার ও পারিবারিক জীবন নিয়ে যে কয়েকজন কলম ধরেছেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। তার কলমের সাবলীলতা ও সুপরিচিত পদ্ধতি পাঠক মহলকে বইয়ের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত একটি বিশেষ আকর্ষণে আটকে রাখে। উম্মাহ্‌র ইতিহাস ও মনীষীদের জীবনী তার প্রিয় বিষয়। এর পাশাপাশি তার বড় কৃতিত্ব হলো, তিনি Young generation এর দাম্পত্য জীবনকে ইসলামের রঙ্গে রাঙিয়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর। তিনি লেখালেখির পাশাপাশি বিশ্ব রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং বিশ্ব পরিস্থিতির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন। দৈনন্দিন ঘটে যাওয়া সব বিষয়ে তার কলম চলে প্রতিদিন। তাঁর একাডেমিক ও সাহিত্যিক কৃতিত্ব অনেক এবং এই গ্রন্থটিও তার সেই কৃতিত্বের সাক্ষর।

প্রফেসর নাদভীর রচনাবলি শুধু তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শুধু নয়; ইতোমধ্যে সুধীজনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর রচনাবলিকে পাঠকরা এক বাক্যে গবেষণাধর্মী ও অসাধারণ স্বীকার করে বলেছেন, এ ধরনের জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ে খুব বেশি লেখালেখি হয়নি শুধু তাই নয়; এটির প্রয়োজনও অনুভব করেনি কেউ। এমন অদ্ভুত পরিবেশে তিনি জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়গুলোর সকল অসঙ্গতিকে ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে অত্যন্ত সুচারুরূপে সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। যা একটি সুচ্ছৃঙ্খল পরিবার গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেকের বইয়ের চাহিদা দেখে আমাদের মনে হয় দাম্পত্য জীবনে যারা প্রবেশ করবে তারা অবুঝ ও শিশু। এখনো দুধ খায়, তাই কিছুই বুঝে না। স্ত্রীর সাথে কি আচরণ করতে হবে বা তার সাথে সংসার কীভাবে করতে হবে তা

তারা জানে না। সবেমাত্র আকাশ হতে দুন্ইয়ায় নেমে এসেছে। তাই তারা পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে কিছুই জানে না।

অথচ বাচ্চা জন্ম হওয়ার সাথে সাথে মায়ের দুধ কোথায় আছে, এবং সেই দুধ কীভাবে পান করতে হবে তা জন্মগতভাবেই প্রত্যেক মানব সন্তান শুধু নয়; জলে-স্থলের প্রতিটি প্রাণীও জানে। তবুও এই সব স্বঘোষিত সাধুরা নাকি বিয়ের পরে দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কিছুই জানে না। জীবন ও যৌবনের ২৫/৩০ বছর পার করে বহু ঘাটের পানি খেয়ে ইলেক্ট্রনিক আর প্রিন্টিং জগতের শত পৃষ্ঠা নয়; বরং হাজার পৃষ্ঠা পড়ে রাত-দুপুরে সচিত্র প্রতিবেদন দেখে বন্ধুমহলে ১২ বছর বয়স হতে গল্প করে নারী-পুরুষের Physical relationship এর রসালো কাহিনি শুনে আসার পরও নাকি তারা স্বামী-স্ত্রী হয়ে কীভাবে সংসার করতে হবে এবং সংসার কীভাবে টিকিয়ে রাখতে হবে তা জানে না!! তাই ফেসবুকে লিখে **'বিয়ে করতে যাচ্ছি কি করতে হবে পরামর্শ চাই'** বাহ্ কত বড় ফেরেশ্তা! কি করতে হবে কিছুই জানে না!! অতঃপর বন্ধুদেরকে লিখে জানায়, বিয়ে সংক্রান্ত বই সাজেস্ট করুন। অথবা বন্ধুর বিয়ে তাই গিফ্ট করার জন্য কোন্ বই দেয়া যায়?

যা পড়ে মনে হয়, এরা শুধু ফেরেশ্তা চরিত্রের নয়; বরং মানব আকৃতিতে তাদেরকে মানব সমাজে ফেরেশ্তা বললেও কম বলা হবে। এধরনের ফেরেশ্তারাই শুধু এমন বইয়ের প্রয়োজন অনুভব করবে আর তাদের মা-বাবারা অতীতেও যেমন পারিবারিক ঐতিহ্য এবং সামাজিকতার নামে কুসংস্কারে ডুবে ছিলো আগামীতেও মৃত্যু পর্যন্ত ডুবে থাকবে। তাদের পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই। আখেরাতে এই সম্পর্কে তারা কখনো জিজ্ঞাসিত হবে না। বাহ্ কত চমৎকার আত্মতৃপ্তি নিয়ে তারা নাক ডেকে ঘুমিয়ে জীবন পার করে দিচ্ছে!

প্রফেসর নাদভীর বই তরুণ-তরুণীদের আগে তাদের দাদা-দাদি এবং মা-বাবা এবং ভাই-ভাবিকে পড়তে হবে। সমাজের মুরুব্বী শ্রেণীর তথাকথিত মোড়লদের কাছে শারী'য়াতের সঠিক বক্তব্য পৌঁছতে হবে। কুসংস্কারমুক্ত জীবনই হলো ঈমানী জীবন, তাদেরকে এটি বোঝাতে হবে। সুখি সংসার গড়তে হলে সবার আগে তাদের সংশোধন হতে

হবে। তারা সংশোধন হলেই সমাজে বিয়ে সহজ এবং কুসংস্কারমুক্ত হবে। মা-বাবাসহ সমাজের তথাকথিত মুরুব্বীরা সামাজিকতার নামে বিয়ে-শাদীতে পারিবারিক গণ্ডিতে অনুষ্ঠিত প্রোগামে নারী-পুরুষ সংক্রান্ত সকল কুসংস্কারের চাদর যখনই ছুঁড়ে ফেলে দেবে তখনই সমাজ সকল অন্যায় ও পাপাচার হতে মুক্ত হয়ে পরস্পরের প্রতি দায়-দায়িত্ব পালনের মানসিকতা সৃষ্টি হবে। আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। মূলত উপরিউক্ত কুসংস্কারের প্রবক্তাদের কারণেই উঁচু-নিচু সকল শ্রেণীর নর-নারীর দাম্পত্য জীবন আজ জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। **'জয়েন্ট ফ্যামিলি'** ও এর বাইরে থাকছে না। পুত্রবধূদের সাথে শ্বশুর বাড়ির লোকজনের দূরত্ব সৃষ্টির পেছনে **'জয়েন্ট ফ্যামিলি'** সিস্টেমের প্রবক্তাদের ভূমিকা বেশি বললে ভুল হবে না। তাই প্রফেসর নাদভীর বই সকল শ্রেণীর জন্যই লেখা হয়েছে। তাই আমরা তাঁর রচনাবলিকে সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে **নাদভী প্রকাশনীর** সকল প্রকাশনাকে পাঠক স্বাগত জানিয়ে আসছে। **প্রফেসর নাদভীর** লিখিত বই কখন তাদের হাতে পৌঁছবে তারা সেই জন্য মুখিয়ে থাকেন সারাক্ষণ। কারণ সমাজে ঘটে যাওয়া দৈনন্দিনের ঘটনাবলিকে কলমের শক্তিতে উপস্থানের তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা দেখে পাঠক বিস্মিত। কারণ তিনি মুসলিম উম্মাহ্‌র পারিবারিক জীবন নিয়ে যে ভাবে ভাবেন, তার সিকি ভাগ ছোঁয়াও যদি মুসলিম উম্মাহ্‌র পরিবারে লাগে তাহলে যে কোনো মানুষের পারিবারিক জীবন সুন্দর হতে বাধ্য হবে। অতএব আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস **'জয়েন্ট ফ্যামিলি'** নামক আলোচ্য বইটিও পাঠকদের হৃদয়ে স্থান করে নেবে **ইন্ শা আল্লাহ্**। মহান আল্লাহ্‌র কাছে আমরা তাঁর সু-স্বাস্থ্য কামনা করে তাঁকে উম্মাহ্‌র আরো খেদমাত করার তাওফীক্ব দানের দো'য়া করছি, **আ-মী-ন**।

নীল

ও আর নিজাম, রোড নং-৭
বাড়ি নং-৮১ জিইসি, চট্টগ্রাম।
১৬ আগষ্ট ২০১৯

কেন এই বই?

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ والصَّلَاةُ و السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأَمِينِ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

ভারতের উত্তর প্রদেশের রাজধানী লাক্ষ্ণৌতে ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত নাদওয়াতুল উলামার আল্লামাহ্ সৈয়্যদ সোলাইমান নাদভী হলের ২১১ রুমে আমি দীর্ঘ ১১ বছর কাটিয়েছি। ক্লাস এইট হতে মাস্টার্স পর্যন্ত প্রভোস্ট আল্ উস্তায আব্দুল আযীয ভাটকলী নাদভীর তত্ত্বাবধানে থেকেছি। হলের ছাত্ররা ঘুমানোর পূর্বে অনেকেই বই পড়তো। আমিও ঘুম না আসা পর্যন্ত বই পড়াতাম। তারই ধারাবাহিকতায় ঘুমানোর পূর্বে একদিন আমার সরাসরি উস্তায আল্লামাহ্ আবুল হাসান আলী নাদভীর (রাহি.) লিখিত إذا هَبَّتْ رِيْحُ الإِيْمَان **'ঈমান যখন জাগলো'** বইটি পড়ছিলাম।

হঠাৎ করে প্রভোস্ট আমার রুমে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে আমি বিছানা হতে উঠে নিচে নেমে দাঁড়ালাম। তখন তিনি কি পড়ছি এবং কেন পড়ছি তা জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাঁকে বইটি দেখালাম এবং ঘুমানোর আগে এভাবে প্রতি রাতে বই পড়ার কথাও তাঁকে বললাম। বই পড়তে পড়তে কোনো এক সময় ঘুম চলে আসে এবং ঘুমিয়ে পড়ার কথাও সরল মনে জানালাম।

আমি ভাবছিলাম, তিনি যেহেতু আমাকে তাঁর হলের ভালো ও মেধাবী এবং পরিশ্রমী একজন ছাত্র হিসেবে জানেন, তাই আজ তার একটি নমুনা পেয়ে আমাকে আগের চেয়ে আরো বেশি করে ভালোবাসবেন। না! তা হলো না। ফলাফল সম্পূর্ণ উল্টো হলো। আমার মুখে এমন উত্তর শুনে তিনি রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। আমাকে অনেক বকাঝকা করলেন। তাঁকে এমন দেখে রুমের সবাই ভয় পেয়ে গেলো। অতঃপর বললেন, লেখকরা পাঠকদের ঘুম ভাঙানোর জন্য রাত জেগে বই লিখে, আর তোমরা সেই বইগুলো পড় ঘুমানোর জন্য। কোনো

লেখক যদি এটি দেখেন এবং জানেন যে, পাঠকরা তার বই ঘুমানোর জন্য পড়ে, তাহলে তিনি কলম ভেঙ্গে ফেলবেন। আর কখনো লেখার জন্য কলম হাতে নেবেন না। তাঁর এই বক্তব্য শোনার পর আমি খুব লজ্জা পেলাম। এরপর আর কোনোদিন আমি ঘুমানোর সময় বই পড়িনি। এমন কি সে দিন হতে আমার রুমের অন্য কোনো ছাত্রকেও এভাবে বই পড়তে দেখিনি।

তবে এইযুগে এসে দেখলাম আরো উল্টো কিছু। কেন যেন মানুষ বই পড়তে চায় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর লাইব্রেরি সকাল সন্ধ্যা তৃষ্ণার্ত কাকের মতো পাঠকের অপেক্ষায় থাকে। বইয়ের শিরোনাম দেখে মানুষ মনে করে এটি তার দরকার নেই। ইসলামী বই হলে তো কথাই নেই। নিজেই অনেক পণ্ডিত। অথবা মহা সাধু। তাই অনেকে গিফ্‌ট হিসেবে বই পেয়ে ফেলেও দেয়। গুরুত্বহীন ভেবে এখানে সেখানে রেখে চলে যায়। কষ্টের সাথে বলতে হচ্ছে, কোনো কাজে না আসলে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে গাড়িতে সীট ধরার কাজে হলেও ব্যবহার করে! তাও আবার লেখকের সামনে। সামান্যতম সৌজন্যতাও তারা দেখাতে পারে না। কত নির্লজ্জ হলে এমন আচরণ করতে পারে?

আরো এক আশ্চর্যের কথা শুনেছি! তা হলো, ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো জ্ঞান ও নৈতিকতা চর্চার জায়গায়ও নাকি ক্বোরআন-হাদীসের রেফারেন্স যুক্ত বইগুলোকে মোরালিটির প্রবক্তারা অনেকে এখানে সেখানে বা টেবিলের নিচে পায়ের কাছে অবজ্ঞা ও অবহেলায় ফেলে রাখে। এভাবে দীর্ঘদিন পড়ে থাকার পর কোনো একদিন অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে দৈনিক পত্রিকার সাথে বিক্রি করে দেয়ার জন্য ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে লেখা বইগুলোকে পিয়নের হাতে তুলে দেয় **নাউযুবিল্লাহে মিন যালিক**।

এসব দেখে এবং শুনে কি বলবো তা বুঝে না আসলেও তবে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতেও যে **ইল্‌মী ইন্‌হেত্বাত** বা জ্ঞানের অধঃপতনের ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে তা বুঝতে আর বাকি থাকে না। অনেকে পড়লেও লেখকের ভুল ধরার জন্য পড়ে। আর তাই বাকস্বাধীনতার প্রবক্তারাই লেখকের স্বাধীনতার টুটি চেপে ধরে। ভারতের মোদী যেমন

তার দেশের মুসলিম নাগরিকরা কী খেতে পারবে আর কি পারবে না তা নির্ধারণ করে, আমাদের দেশের সকল আঙিনার ক্ষমতাধররা লেখকরা কী লিখতে পারবে আর কী পারবে না, তা নির্ণয় করে দেয়। এটি শুধু সরকার করে বললে ভুল হবে। যদিও এই নিয়ে সরকারকে গাল-মন্দ করতে পারলে আমরা নিজেকে বাহাদুর মনে করি। সরকার বিরোধীরাও বাহবা দেয়।

নিজের আঙিনার কারো দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম ও অন্যায় সম্পর্কে লিখে দেখুন, অফিস হতে বাসায় ফিরার আগেই চাকুরি চলে যাবে। সরকার তো আপনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সময় নেয়, এরা সময়ও নেবে না। যদিও এরা ইসলামের একক ঠিকাদার হওয়ার দাবি করে। তাই তাদের চেলাচামুন্ডারাও ইসলামের শত্রু বলে আপনাকে গাল-মন্দ করতে থাকবে। এরা ভারতের মোদীর সমালোচনায় **ইসলাম গেলো ইসলাম গেলো** বলে মুখে ফেনা তুলে ফেললেও নিজেদের বেলায় মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে।

সরকারের বিরুদ্ধে লিখলে এরা খুশি। নিজেদের বিরুদ্ধে লিখলে বেজার। তবুও লেখকদের কলম ঠিকই চলছে। লেখকরা লিখে যায়। কারণ লেখক, কবি, সাহিত্যিক ও গায়করা সাধারণত বেহায়া প্রকৃতির হয়ে থাকে। অর্থাৎ অন্যদের তুলনায় তাদের ধৈর্য বেশি। অনেক সময় পাঠক ও শ্রোতারা তাদের প্রশংসার পরিবর্তে গালিও দেয়। যেমন গায়কদের গান শুনে শ্রোতারা আনন্দে নেচে উঠে হাততালি না দিয়ে ভর্ৎসনা দেয়। ঠিক একই ভাবে ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গেলেই কারণ দর্শাও লেটার নিয়ে বাসায় ফিরতে হয়। তদন্তে কী সিদ্ধান্ত দিতে হবে তাও তারাই নির্ধারণ করে দেয়। আর হালুয়া রুটির ভাগ পাওয়ার জন্য স্বার্থান্বেষী নামক তদন্ত কমিটির সদস্যরাও তাদের মত করে রিপোর্ট দেয়। তারপরও তারা আদালতের বদনাম করে নিজেরা সাধু সাজে।

ইসলামিক ও অনৈসলামিক সকল আঙিনায় প্রতিটি লেখকের জীবন এমনই কাটছে। তারা লেখককে জেলে ভরতে না পারলেও তার প্রমোশন কিন্তু আটকে রাখে। আমিও এর বাইরে নই। মুসলিম

রেনেসাঁর কবি কাজী নজরুল ইসলামকেও তার লেখার কারণে জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছিলো। তার লেখার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলো বৃটিশ সরকার। ঢুকিয়েছিল জেলে। যেহেতু তিনি একজন লেখক। তাই তিনি জেলে বসেই বন্দিজীবন নিয়ে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখলেন **'রাজবন্দীর জবান বন্দী'**।

তবে এভাবে ক্ষোভ বা আবেগ বইতে লেখার আগ্রহ আমার কখনো ছিলো না। কিন্তু কি করবো? এটিই হলো উপরিউক্ত ব্যক্তিদের সাথে কথা বলার একমাত্র মাধ্যম। একজন উর্দু কবি বলেছিলেন:

শাওক্ব নেহী হায় মোজ্হে সারে আম
আপনে জাযবাত লিখনে কা,
মাগার কেয়া কারোঁ আব যারীয়াহ্ এহী হায়
তোম্সে বাত করনে কা।

এ প্রসঙ্গে আমার জীবনের শিক্ষনীয় একটি ঘটনা মনে পড়েছে। নাদওয়ার ছাত্র থাকাকালে আমি নাদওয়ার আরবী পাক্ষিক **'আল্ রায়েদ'** পত্রিকায় নিয়মিত লিখতাম। আরবী পত্রিকার লেখক হওয়ার পেছনে আমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। তা হলো, সে যুগে কম্পিউটার ছিলো না। ভালো-মন্দ, উপযুক্ত-অনুপযুক্ত সব লেখাই হাতে লিখতে হতো। সারারাত জেগে একটি প্রবন্ধ হাতে লিখে সকালে সম্পাদকের টেবিলে রেখে আসতে পারলে আনন্দের সীমা থাকতো না। যদিও বিকালে গিয়ে সেটিকে সম্পাদকের ডাস্টবিনে দেখতে পেতাম। নিজের কষ্টের লেখাটিকে এভাবে ডাস্টবিনে দেখে খুব খারাপ লাগতো তাই সেটিকে ডাস্টবিন হতে তুলে নিয়ে আবারও সম্পাদকের টেবিলে রেখে দিতাম।

বিষয়টি একবার সম্পাদকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সম্পাদক ছিলেন আমার সরাসরি উস্তায ওয়াদ্বেহ্ রাশীদ নাদভী (রাহি.)। তিনি একদিন আমাকে ডেকে বললেন **'তোমার কাজ হলো লেখা, আর সম্পাদকের কাজ হলো সেটি ফেলে দেয়া। এটি করতে পারলে এবং ধৈর্যসহকারে এই ময়দানে টিকে থেকে লেখা চালিয়ে যেতে পারলে একদিন তুমিও লেখক এবং পত্রিকার সম্পাদক হবে ইন্ শা আল্লাহ্।'**

কর্মজীবনে পা রেখে তাঁর পরামর্শটির ১০০% সত্যতা খুঁজে পেয়েছি। আমার কর্মজীবন শুরু হয়েছিলো IIRO (International Islamic Relife Organization) এর তত্ত্বাবধান ও অর্থায়নে ঢাকার বনানী হতে প্রকাশিত মাসিক আরবী **'আস্ সাহ্ওয়াহ্'** পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে। তখন বুঝতে পারলাম, উপরিউক্ত পরামর্শটি আমার প্রতি তার অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ছিলো না; বরং এটি তাঁর দো'য়া ছিলো। **আস্ সাহ্ওয়াহ্** পত্রিকার চিফ এডিটর ছিলেন মাওলানা কামাল উদ্দীন জাফরী। সম্পাদক ছিলেন ড. প্রফেসর কাজি দ্বীন মোহাম্মাদ। আর আমি ছিলাম নির্বাহী সম্পাদক।

এই জগতে এসে দেখলাম সম্পাদকরা আমার লেখা ফেলে না দিলেও এখন পাঠকদের অনেকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে আমার বই ফেলে দেয়। কারণ হিসেবে আমি যা খুঁজে পেয়েছি তা হলো, অনেকের কর্মের ক্ষত চিহ্নের উপর কলম রেখে তাদের পারিবারিক জীবনে অশান্তির পয়েন্ট চিহ্নিত করার অপরাধে অপরাধী। তাই তারা আমার লেখায় ত্যক্ত বিরক্ত। সমাজের অসঙ্গতিগুলো নিয়ে যেহেতু আমি কাজ করি, তাই আমি যা বুঝেছি তা হলো, শিক্ষিত সমাজের মাঝে ভয়ানক এক রোগ বাসা বেঁধেছে।

তা হলো, ক্বোরআন-সুন্নাহ্র আলোকে বর্তমান সমাজে বিয়ে এবং দাম্পত্য জীবন সম্পর্কীয় বই বিবাহিতরা পড়ে না। তারা মনে করে আমরা এই পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছি তাই এটি দিয়ে আমরা কি করবো? কিন্তু বিয়ে করতে গিয়ে শারী'য়াতকে কোথায় কোথায় গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ে কাবীরাহ্ গুনাহ্ করেছে সেটি জানা ও বোঝার যেমন প্রয়োজন মনে করে না তেমন সেসব গুনাহের জন্য তাদের কোনো অনুশোচনার দরকার আছে বলেও মনে করে না।

অন্যদিকে নারী সম্পর্কীয় বইকে মনে করে এটি শুধু নারীদের জন্য লেখা হয়েছে। সে তো পুরুষ! তাই হাতে নিতে লজ্জা করে! এই বই দিয়ে তার কী লাভ? তবে নিজের ঘরে মা-বোন, স্ত্রী-কন্যার অবস্থানসহ সে নিজে কারো বাবা ও স্বামী, ভাই ও সন্তান হিসেবে তাদের সাথে তার ব্যবহার কেমন হওয়া দরকার? তবে হচ্ছে কেমন? এবং তাদের হক্ব

কোথায় কোথায় কার কার মাধ্যমে নষ্ট হচ্ছে তা জানারও কোনো আগ্রহ নেই। অথচ মা-বাবার অবহেলা ও অজ্ঞতার কারণে তারা দ্বীন ও শারী'য়াত হতে দূরে সরে যাচ্ছে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুধাবন করতেও তারা অক্ষম।

সংসার ও দাম্পত্য জীবনসহ জয়েন্ট ফ্যামিলি সম্পর্কীয় বই হলে মনে করে এটি নব বিবাহিতদের জন্য লিখা হয়েছে। তবে তারা নিজেরা কীভাবে সংসার করে চলছে এবং এই চলার পথে কোথায় কোথায় ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তার উপশমের জন্য ঔষধ হাতের নাগালে পাওয়ার পরও সেগুলো ব্যবহার না করে একই রোগ মৃত্যু পর্যন্ত পারিবারিক জীবনে বয়ে চলতেও তারা কোনো সমস্যা মনে করে না। অনেকে নিজের পারিবারিক জীবনে রাফীকে সফর ও শারীকে হায়াত এবং কন্যার সাথে হিংস্রপ্রাণী ও দানবের মতো আচরণ করে। তাই এই সব বই পড়লে বা বাসায় নিয়ে গেলে নিজের অপরাধ নিজের কাছে যেমন পরিষ্কার হয়ে যাবে, তেমনিভাবে নিজের বউ-বাচ্চাদের কাছেও ভদ্রতার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাবে। তাই এই ভয়ে এসব বইতে তারা হাত লাগাতে চায় না। বাসায়ও নিতে চায় না।

এমন মানুষের সন্ধানের জন্য দূরে কোথাও যেতে হবে না। নিজেদের চারপাশে তাকালে তাদেরকে দেখতে পাবেন। তারা নিজেকে অনেক নীতিবান দাবি করে এবং অতি শিক্ষিত ও গবেষক বলেও অহংকার করে। তারাই আবার নীতির অভাবে পারিবারিক জীবনে জাহান্নামের কষ্ট ভোগ করছে। তাই বউ এক জায়গায় আর নিজে এক জায়গায় ঘুমিয়ে রাতের পর রাত পার করছে। এরা বাইরে কারো সাথে হাসি মুখে কথা বলতে পারে না। স্ত্রীর বাবা-ভাইকে নিজের বাসায় আসতে দেয় না। স্ত্রীর সাথে দাসী-বাঁদীর মত আচরণ করে। স্ত্রী কখনো স্বামীর দাসী-বাঁদী নয় এটি তাদের গবেষণায় ধরা পড়ে না।

এই ধরনের তথাকথিত নীতির ঠিকাদার ও উচ্চ শিক্ষার দাবীদাররা নিজেদের উপযুক্ত ছেলে-মেয়েদের সামনে স্ত্রীর সাথে সারাক্ষণ ঝগড়া করে শুধু তাই নয়; তাকে ত্বালাক্ব দেয়ার ধমকি দিয়ে তার ভাইকে এসে নিয়ে যাওয়ার জন্য সময়ও নির্ধারণ করে দেয়। তাই আমার

প্রতিটি বই তাদের জন্যই লেখা হয়েছে। মোটকথা, প্রতিটি পরিবারের প্রধান পুরুষটিই আমার মূল টার্গেট। কারণ তারা কোথায় কোথায় ভুল করে চলছেন তা সংশোধনের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই আমার এই প্রয়াস।

এ প্রসঙ্গে আমার রাফীকে সফর ও শারীকে হায়াত **নিলুফার ইয়াসমীন** (এম. এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এর কথা হলো, তোমার প্রতিটি লেখায় নিজস্ব একটা স্টাইল থাকে। থাকে হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার মতো সূক্ষ্ম একটি ইসলামী ম্যাসেজ। গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় ভাষায় শারী'য়াতের বক্তব্য উপস্থাপনের পারদর্শিতা এবং নির্মল ও স্বচ্ছ সমাজ গঠনের একটি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় প্রতিটি কথায় ও যুক্তিতে। প্রতিনিয়ত ঘটনাবলিকে নিজস্ব চেতনায় ক্বোরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে সাজিয়ে দিয়ে সব বয়সের পাঠককে খুব সহজেই তুমি ধরে রাখতে পার। তাই তোমার লেখা পাঠকরাও খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ে।

উল্লেখ্য যে, আমি আমার স্পাউজের সাথে পরামর্শ না করে কোনো কাজই করি না। তাই বইয়ের নামের ব্যাপারেও তাঁর সাথে পরামর্শ করলাম। **'জয়েন্ট ফ্যামিলি'** নাম দেয়ার কথা তাঁকে জানালেও কিন্তু কার **'জয়েন্ট ফ্যামিলি'** তা তাঁকে কখনো বলিনি। বইটি একটি ধাঁধার মত। বিষয়গুলো এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যেন প্রত্যেক পাঠক নিজের **'জয়েন্ট ফ্যামিলি'** ভাবতে পারেন। পুরুষ যেমন নিজের **'জয়েন্ট ফ্যামিলি'** মনে করতে পারে, নারীও তার বাপ-চাচা ও ভাইদের **'জয়েন্ট ফ্যামিলি'** মনে করতে পারে। এভাবে প্রত্যেক ভাই-বোনও এখানে তার জীবনকাহিনি খুঁজে পাবে।

ভাই ভাবতে পারেন বইয়ের কাহিনি হয়ত **'জয়েন্ট ফ্যামিলি'** তে তার বোনের সহ্য করা এবং না বলা কাহিনি। ঠিক বোনও হিসাব মেলাতে পারেন তার ভাইদের **'জয়েন্ট ফ্যামিলি'** তে তারই মতো আরেকটি মেয়ের লাঞ্ছিতের কাহিনি। এভাবে পুরো গল্পটিকে পাঠক কখনো নিজের, আবার কখনো পারিবারিক ও সামাজিক কাহিনি ভেবে যদি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন, তাহলে শুধু কাকতালীয়ভাবে নয়, বাস্তবেও মিলে যেতে পারে নিজের **জয়েন্ট ফ্যামিলি**র মধ্যে রাত-দুপুরে

ঘটে যাওয়া সকল অপ্রকাশিত ঘটনার সাথে। এখানে আরো একটি কথা বলে রাখতে চাই, আমি যখনই একটি কথা শুরু করেছি তখনই আগে পরে ক্বোরআন হাদীসের আলোকে সমাজের প্রচলিত অন্য চরিত্রগুলোর সাথে তুলনামূলক আলোচনা করে পুরো বিষয়টিকে পাঠকদের বোধগম্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

আমার প্রতিটি বই ও লেখা আমার জীবনের মধুরতম অধ্যায় মনে করে আমি এর পেছনে রাত-দিন এক করে ফেলি। তাই বইটিকে তথ্যবহুল এবং অথেন্টিক করতে বহুঘাটে রাত-দুপুরে আমার তরী ভিড়াতে হয়েছে। শোনা শোনা কথাকে বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে পাঠকদেরকে বুঝানোর জন্য বহু উদাহরণ দিয়েছি। আমাকে এসব ঘষামাজা করতে হয়েছে দিনের পর দিন ও রাতের পর রাত। স্ত্রী-সন্তানের যথেষ্ট হক্বও নষ্ট হয়েছে। তবুও পাঠকদের কাছে অনেক কিছু অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। তবে মনোযোগ দিয়ে পড়লে এই বইতে অনেক কিছু পেয়ে যাবেন এবং লেখকের পুরো দর্শন পাঠকদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

পাঠকদেরকে এখানে আরো একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তা হলো, আমি কাউকে আঘাত দিয়ে বা নির্দিষ্ট কোনো ফ্যামিলির কথা বলিনি। অথবা কোনো এক পক্ষের হয়েও আমার কলম চলেনি। এটি আমার স্বভাবও নয়। সমাজের **'জয়েন্ট ফ্যামিলি'**র বাস্তব চিত্রগুলো তুলে ধরেছি মাত্র। আমার আলোচনা যদি নাটকীয়ভাবে কারো নিজ বাড়ি বা শ্বশুরবাড়ির জয়েন্ট ফ্যামিলির সাথে মিলে যায়, তাহলে হয়ত তার জীবনের গতিপথ পাল্টে যেতে পারে। আমি মনে করি সমাজের নারী-পুরুষ বইটি যদি একবার পড়ে নিজেদের জীবনে ঘটে যাওয়া বিষয়গুলোর সাথে মিলিয়ে দেখেন এবং জয়েন্ট ফ্যামিলিতে একটি নারীর সমস্যাগুলো নিয়ে একটু ভাবেন তাহলে দাম্পত্য জীবনের কলহের কফিনে রীতিমত পেরেক ঠুকে যাবে **ইন্ শা আল্লাহ্**।

বইটি প্রকাশের পেছনে অনেক আপন জনের ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে আমার এক শুভানুধ্যায়ী, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর **সেন্টার ফর জেনারেল এডুকেশন** (সিজিইডি)-এর বাংলার

ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষিকা, **মাসনুনা আক্তার** বইটির আদ্যোপান্ত পড়ে Composing mistakes এবং বাংলা একাডেমির বানান নীতি সম্পর্কে আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে থেকে যাওয়া ভুলগুলো এক এক করে খুঁজে বের করে শুদ্ধ করে দিয়ে আমার উপর এক বড় এহসান করেছেন। তিনি তাঁর শত ব্যস্ততার মাঝেও অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে বইটির বানানগত ত্রুটিগুলো শুদ্ধ করে দিয়ে আমাকে সম্মানিত করার সাথে সাথে বইটিতে এমন এক উজ্জলতা এনে দিয়েছেন যা কখনো ম্লান হবার নয়। তাই বইটি প্রেসে পাঠানোর প্রাক্কালে অন্তরের অন্তস্থল হতে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তারপরও যদি কোনো ত্রুটি রয়ে যায় সে দায় তাঁর নয়, সেটি আমার।

আমার প্রতিটি বই প্রকাশের পেছনে আমার শারীকে হায়াতের অবদান কোনো ভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। মূলত আমার সকল কাজের পেছনে তাঁর হাত থাকে। **আল্ হামদুলিল্লাহ্** তাই আমি লাভবানও বটে। তাকে **রাফীকে সফর** হিসেবে আমার জীবনতরীতে তুলে নেয়ার পর হতেই বুঝতে পারলাম, দুন্ইয়াতে কিছু লোককে আল্লাহ্ সহযোগিতা করার জন্য আর কাউকে সহযোগিতা নেয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন। যারা সহযোগিতা নেয় আমি তাদের একজন। তাই আমি প্রতিটি লেখা রেডি করে প্রথমে তাঁর হাতেই তুলে দেই। চুম্বকাংশ ফেসবুকের মাধ্যমে প্রকাশ করে শুভাকাঙ্ক্ষীদের মতামতেরও অপেক্ষা করি। এভাবে লেখার মাঝে অসংগতিসহ Printing mistake গুলো খুঁজে পাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করি। তারাও আমার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আমাকে সামনে চলার পথ দেখিয়ে দেন। এটিই আমার লেখার মূল সম্বল এবং এই জগতের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। আল্লাহ্ আমার শ্রমকে ক্বাবুল করে পাঠকদেরকে সত্য উপলব্দি করার তাওফীক্ব দিন। **আ-মী-ন।**

নাদভী

বাড়ি নং-৮১, রোড নং-৭,
ও আর নিযাম, চট্টগ্রাম।
১ সেপ্টেম্বর ২০১৯

জয়েন্ট ফ্যামিলিতে নারীর জীবন

আমাদের মুসলিম অমুসলিম, ইসলামিক অনৈসলামিক সব সমাজে যুগ যুগ ধরে Joint family System বা যৌথ পরিবার পদ্ধতি মর্যাদার প্রতীক হিসেবে চলে আসছে। যেহেতু আমাদের বাপ-চাচারা তাদের দাদা-দাদী ও বাপ-চাচাদেরকে এভাবে থাকতে দেখেছেন এবং আমরাও আমাদের বাপ-চাচাদেরকে এমন পদ্ধতির অভ্যস্ত পেয়েছি, তাই এখন এই প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলার হিম্মাত পাব কোথায়? তবে আমরা এর লাভ-ক্ষতি বুঝি না বিষয়টি এমন নয়। কেউ নিজের স্বার্থে বোঝে, আর কেউ বোঝে দ্বীন ও ধর্মের স্বার্থে। তবে বুঝে সবাই। কিন্তু বুঝলেও সমাজ ও পরিবারের ভয়ে মুখ খুলে কথা বলার সাহস রাখে কয় জনে?

তাছাড়া এই নিয়ে কথা বললে তখন চারিদিক থেকে মা-বাবা, ভাই-বোনের জন্য তথাকথিত অসংখ্য দরদী আপন জনের হৃদয় কেঁদে ওঠে। যদিও এর আগে ঐ সব দরদীদেরকে কখনো খুঁজে পাওয়া যেতো না। মা-বাবা ভাই-বোনদের কথা তখন কারো মনে ছিলো না। যখন দ্বীন ও শারী'য়াতের কথা আসে তখন তারা অতিদরদী সেজে আবির্ভূত হয়।

তবে আজকের সমাজের উপরতলা ও নিচতলার বাস্তবতা হলো, যে উদ্দেশ্যে ৩/৪ ছেলের বউ এবং তাদের সন্তানদেরকে নিয়ে যৌথ পরিবারে থাকা হচ্ছে তার ফলাফল কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টোই হচ্ছে। এটি দেখেও অনেকে না দেখার ভান করে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, অনেক পরিবারের বড় বউকে শাশুড়ি নিজেও ছোট বউদেরকে বলেন আমার অবর্তমানে বড় বউই হবে তোমাদের শাশুড়ি। অন্যরাও তাকে শাশুড়ির মর্যাদায় রাখে। যারা আত্মকেন্দ্রিক তারা কিন্তু এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের সাধ পূরণের জন্য আখের গোছানোতে ব্যস্ত থাকে। যদিও এটি শ্বাশুড়ির একার কথা নয়; বরং যৌথ পরিবারের অন্যরাও

ছোট বউদেরকে বলেন, ঘরের বড় বউই হলো তোমাদের শ্বাশুড়ি। তার কথার বাইরে কোনো কাজ না করার জন্য তারা নির্দেশনাও দেন। আমি মনে করি এটি শুধু একটি পাগলা কথা নয়; বরং অসভ্যও বটে। কারণ এক বউ আরেক বউয়ের জা হতে পারে, শাশুড়ি হয় কিভাবে? এসব অনর্থক ও অবাস্তব কথাই Joint family System এ অশান্তির মূল কারণ। যৌথ পরিবারের গন্ডগোল কিন্তু এখানেই শুরু। যেদিন এখান থেকে সেই আবেগ ও কাল্পনিক শাশুড়িকে বের হয়ে পৃথক হতে হলো, সেদিন একবাক্যে সবাই বড় বউকেই দোষারোপ করলো। কোন্ দিন তিনি কী করেছেন, কাকে কী বলেছেন, কার আত্মীয়কে কী খাইয়েছেন যেন আজ সবার মুখস্থ। এখন সুযোগ পেয়ে দাড়ি কমাসহ সব শুনিয়ে দেয়া হচ্ছে। টেপরেকর্ডের মত First to last & Top to bottom নির্ভুল বাজতে থাকে।

যারা এমন করেন তাদেরকে বলছি, সম্পর্ক ছিন্ন করারও কিছু শিষ্টাচার রক্ষা করতে হয়। আগামী জীবনে সুখে থাকতে হলে যৌথ পরিবার হতে বের হয়ে আসার সময় প্রথমেই নিজেদের গোপন বিষয়গুলোকে দাফন করে ফেলতে হবে। ভাই-ভাই, বা ভাই-ভাবি সম্পর্কে অপমান সূচক ভাষা-পরিভাষা শব্দ ও ইশারা-ইঙ্গিত পরিহার করতে হবে। আল্লাহ্ একজন মু'মেনের ভাষা কেমন হবে তা ক্বোরআনের মধ্যে স্পষ্ট করে এভাবে বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾[১]

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ ঠিকঠাক করে দেবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দেবেন।'

রাসূল (স.) এর হাদীসের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই যে, তিনি অশ্লীল ও অশ্রাব্য কথা বলতে নিষেধ করেছেন। এই সম্পর্কে রাসূল (স.) পরিষ্কার বলেছেন:

১- সূরাতুল আহ্যাব, আয়াত নং- ৭০-৭১

(عَبدُ اللهِ بنِ مَسعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ المؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الفَاحِشِ وَلَا البَذِيءِ.) [২]

'আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন: ঈমানদার ব্যক্তি ঠাট্টা-বিদ্রুপকারী, ভর্ৎসনাকারী, অভিশম্পাতকারী, অশ্লীলভাষী ও বদমেজাযী হতে পারে না।'

অথচ আমাদের মধ্যে উপরিউক্ত সব রোগ রয়েছে। আমরা কখন কার সাথে কি আচরণ করছি তা বুঝতেই পারছি না। আর তাই নিজ রক্তের সব ভাই দীর্ঘ দিন একসাথে থেকে যখন যৌথ পরিবার হতে বের হয়ে আসে তখন হাড়ি-পাতিল, থালা-বাসন-কুশন, কাপ-চামুচ-গ্লাস নিয়েও তাদের বউদের মাঝে তুমুল ঝগড়া হচ্ছে। কোথাও কোথাও এমন ঝগড়ায় এক ভাই অন্য ভাইয়ের মাথাও ফাটিয়ে দিচ্ছে। বউ-বউয়ের মাঝে হাতাহাতি-চুলাচুলি এবং মারামারি পর্যন্ত গড়াচ্ছে। আর তা না হলেও কান্নাকাটি করে পৃথক হওয়া এখন স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। তবে এই কান্না মা-বাবাকে একা একা রেখে ভাই-ভাই পৃথক হওয়ার বেদনার কান্না নয়; বরং এই কান্না যৌথ পরিবারে কারো দীর্ঘদিনের কোরবানীর স্বীকৃতি না পাওয়ার কান্না। আর কারো সেই যৌথ পরিবারের জালে আটকা না থেকে অসহায়ত্ব প্রকাশের সুযোগ পাওয়ার কান্না।

অতঃপর অসভ্যতার সীমা ছাড়িয়ে কেউ কাউকে কোনো খোঁটা দিতে ভুলে গেলে অন্য বউ তা মনে করিয়ে দিয়ে আগুনের মধ্যে যেন ঘি ঢেলে দেয়। এভাবে একে অপরকে অতীতের সকল এহসান মনে করিয়ে দিয়ে অতীতের সকল পাওয়াকে অস্বীকার করে অকৃতজ্ঞ হয়ে ঝগড়ার মাধ্যমে যৌথ পরিবারের উপকারিতা ষোলআনা বুঝিয়ে দিয়ে কারো বউ নিজ স্বামীকে ধমকাতে ধমকাতে ২/৪ দিনের জন্য বাপের বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নেয়, আর কারো বউ মুখ ফুলিয়ে রান্নাবান্না না করে ঘরের দরজা বন্ধ করে ছেলে-মেয়ে নিয়ে না খেয়ে পড়ে থাকে।

২- رواه الترمذي، والإمام النبوي في رياض الصالحين، رقم الحيث ١٧٣٤

যারা এমন করছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, শারী'য়াত ও নৈতিকতা বিরোধী এবং নিজেদের চারিত্রিক অধঃপতন ঘটিয়ে দুটি পরিবারের মা-বাবার মুখে চুন-কালি মেখে দিয়ে সুখের ঢেকুর তোলা বোকামি নয় কি? আর তখন বেচারা বুড়ো মা-বাবা পড়ে যান মহা এক চিন্তায়। কখনো ভাবতে থাকেন নিজেদের কী হবে? আবার কখনো ভাবতে থাকেন সন্তানদেরকে কী ভাবছিলেন আর এখন কী দেখলেন? তাদেরকে কী বানালেন আর তারা কী হলো? মা-বাবা এভাবে যৌথ পরিবারের উপকারিতার হিসাব এখন এমন এক সময় মেলাতে থাকেন যখন চারিদিকে ঘোর অন্ধকার নেমে আসে। আর এই কারণেই শারীরিক ভাবে সুস্থ বাবা তখন রেগে গিয়ে ক্ষোভে দুঃখে সব ছেলেকে বাড়ি ছাড়া করার হুমকি দিতে থাকেন। সম্পত্তি হতে মাহরূম করার ধমকি যেই সেই যখন তখন দিতে থাকে।

এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সমস্যায় পড়ে যারা Depression এ ভোগে এক সময় আত্মহত্যার পথ ধরতে চায় তাদেরকে বলছি, সমস্যাহীন জীবন শুধু স্বপ্নে দেখা দেয় বাস্তবে নয়। তাই ধৈর্য ধরুন। মনে রাখবেন ইনসান ধৈর্য ধরতে শিখে গেলে তার উপর কৃত সকল যুল্‌ম অত্যাচারের জাওয়াব আরশে আযীম হতে আসতে থাকে। অতএব জীবনের কোনো বাঁকে ও মোড়ে অধৈর্য হবেন না। তাই বলছিলাম, জীবনও অনেক সময় অনেক বড় পরীক্ষা নিয়ে নেয়। এটি আমি তখন বুঝতে পারলাম, যখন হাতের বাদামটি টিপ দিয়ে ভেঙে দেখি ভেতরে সব ফাঁকা।

যৌথ পরিবারে ভাই-ভাই এবং বউ-বউয়ের ঝগড়া দেখে আমার মত বেরসিকরা হিসেব মিলিয়ে দেখতে পেলো, এতদিন যৌথ পরিবারে থাকার একটিই লাভ ছিলো, অর্থাৎ এখানে লুডু খেলার সাথী খোঁজার যেমন প্রয়োজন পড়েনি, তেমন খাবার টেবিলে খাওয়ার লোকেরও কখনো অভাব হয়নি। তাছাড়া এখানে এক এক জনের এক এক সময় এক এক জিনিস খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। আর সেই ইচ্ছা পূরণ করে যৌথ পরিবারে সবার মন জয়ের মাধ্যমে নৈকট্য লাভের পরিবর্তে শুধু দূরত্বই সৃষ্টি করেছে। যেই দূরত্ব কখনো শেষ হবে বলেও মনে

হচ্ছে না। তাই বলছিলাম, সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পর মূল্যায়ন করলে এটিকে মূল্যায়ন বলে না; বরং এটিকে আফসোস বলে।

তবে তিক্ত হলেও সত্য, যৌথ পরিবারে সবার নিজ নিজ ইচ্ছা যদি নিজের পরিশ্রম এবং আয়ের মাধ্যমে পূরণ হতো, তাহলে জন্মের আগেই এমন ইচ্ছার মৃত্যু ঘটতো। তার কবরও খুঁজে পাওয়া যেতো না। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, এখানে সবার জন্য রান্না যেমন একজনকেই করতে হয়, তেমনিভাবে সবার ইচ্ছা পূরণও সেই একজনের মাধ্যমেই হয়। আর সে হলো কারো স্ত্রী, কারো জান্নাত, কারো ইয্যাত, কারো গায়রাত, কারো বোন, কারো রাহ্মাত।

এখানে কয় দিন পর পরই বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছে করে। তাই যৌথপরিবারে বিরিয়ানি খাওয়ার আয়োজন দেখে আমি মনে করি বিরিয়ানিকে জাতীয় খাবার ঘোষণা করা উচিৎ। কারণ এখানে বিয়েতে বিরিয়ানি খেতে হয়। আত্মীয়-স্বজন আসলে বিরিয়ানির ব্যবস্থা হয়। বন্ধুরা আসলে বিরিয়ানি, এমন কি কেউ মারা গেলেও বিরিয়ানি খাওয়ার আয়োজন মিস হয় না।

আপনি স্বীকার করুন বা না করুন Joint family System এ যার স্ত্রী কষ্ট করে বিভিন্ন উপলক্ষে হরেক রকমের সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করে, সেই খাবারের কোনো কিছু সঠিক ভাবে নিজ স্ত্রীর মুখ পর্যন্ত স্বামীর পৌঁছানো পৃথিবীর এক ভয়ানক Smuggling বললেও কম বলা হবে। তাই দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এমন এক অসভ্য সমাজে আমাদের বাস, যে সমাজে স্ত্রী তার স্বামীর মন জয় করে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে, প্রথম অপবাদ হলো মনে হয় যাদু করেছে।

এমন পরিবেশে স্ত্রীকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে খাইয়ে দেয়ার স্বপ্ন দেখলেও কাবীরাহ্ গুনাহ্ মনে করা হয়। অতঃপর নিজ ভাই-বোনদের মধ্য হতে কেউ বলে উঠবে আমার ভাই বউ ছাড়া কিছুই বোঝে না। যেখানে যাক না কেন, সাথে বউ থাকবেই।

মোটকথা, যৌথ পরিবারে ভাই-বোন ও ভাবিদের ব্যবহার কতক্ষণ পর্যন্ত সুন্দর থাকবে এটি সময় বলে দেবে। কারণ যৌথ ফ্যামিলিতে শুধু নিজে

খাই। নিজের ছেলে-মেয়েদের খাওয়াই। এমন মানসিকতা মোটামুটি শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই পোষণ করে। এখানে সরলতা দেখালে নিজেদেরকে ছেলে-মেয়ে নিয়ে না খেয়েই থাকতে হবে। তবে এটিও সত্য, শুধু নিজেরা খাই এমন চিন্তা থাকায় যৌথ পরিবারে কারো কখনো পেট ভরে না। অপরদিকে সবার জন্য রেখে এবং সবার মাঝে বন্টন করে খাওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হলে সবার পেট যেমন ভরে, তেমন পুরো পরিবারে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশও বজায় থাকে।

আপনাকে বুঝতে হবে, যারা রান্না করে তাদের অংশ যারা নিশ্চিত করতে পারে তারাই মূলত ভদ্রলোক। এমন করতে পারলে যৌথ পরিবারে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার একটি সফ্‌ট কর্ণার তৈরি হয়। তবে এমন পরিবেশ আপনি কয়টি পরিবারে খুঁজে পাবেন? কয়জন ভাই-ভাবি ও বোন এই সম্পর্কে সচেতন? যদিও আপনি সবার আগে খেয়ে আপনার বউকে নিয়ে প্রেমের নদীতে সাঁতার কাটছেন। তখনও কিন্তু ঘরের অন্য বউ ধোয়া-মোছার কাজে ব্যস্ত। তার স্বামীও তাকে কাছে পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে আছে। তাই সব দম্পতি আপনার মত সুখে নেই। খবর নিয়ে দেখুন, রাতে এসব নিয়েও সব জায়গায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হচ্ছে। নিজেদের মাঝে মান-অভিমানও চলছে রাতের পর রাত, দিনের পর দিন।

অতএব সাধু না সেজে রাতে বউয়ের সাথে কথা বলে দেখুন, তখন সে বিয়ের পর হতে যৌথ পরিবারে তার সাথে ঘটে যাওয়া এমন সব অজানা কাহিনি আপনাকে শুনাবে যা কল্পনাকেও হার মানাবে। এসব অপ্রত্যাশিত কাহিনি শুনে তখন আপনার মন চাইবে কাউকে মারতে আর কাউকে এখনই গিয়ে জিজ্ঞেস করতে।

এত কিছুর পরও সব সহ্য করে সন্তান জন্ম দিয়ে একজন মা যখন তার বাচ্চাকে বেশি সময় দিয়ে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কথা, তখন আমাদের সমাজের মায়েরা তথাকথিত পারিবারিক ঐতিহ্যের নামে শ্বশুর বাড়ির জয়েন্ট ফ্যামিলির কামলা খেটে জীবন পার করে দিচ্ছে। আর অন্যরা রান্নাঘরে সকাল-সন্ধ্যা পুত্রবধূকে কামলা খাটিয়ে ফুলের মত পবিত্র বলে নিজেদের ভাব দেখিয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে নারীকে এভাবে কামলা খেটে সবাইকে সন্তুষ্ট রাখতে গিয়ে স্বামী-সন্তান নিয়ে নিজেদের আনন্দ উপভোগ যেমন ভুলতে হচ্ছে, তেমন দেবর-ভাসুরসহ যে সব আত্মীয়-স্বজন হতে শারী'য়াতে পর্দা করতে বলা হয়েছে, তাদের সামনে বে-পর্দা হওয়ার কারণে গুনাহের হিসাবও বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিনিয়ত, **ইল্লা মার রাহেমা রাব্বুহা** বা যার প্রতি তার আল্লাহ্ রহম করে ঈমানী শক্তি ও সাহস দিয়েছেন তিনি ছাড়া। বাকি সবার কথা আর বলতে হচ্ছে না।

তাই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, শারীরিক অসুস্থতা ডাক্তারের Prescription এর আলোকে পরহেয করতে পারলে বা চলতে পারলে যেমন দূর হয়ে যায় তেমনিভাবে রূহের অসুস্থতাও ক্বোরআন-সুন্নাহর আলোকে পরহেযগারীর মাধ্যমে দূর হয়ে যায়। এসব বললে আমাদের সমাজের তথাকথিত মা-বাবার সেবকদের গায়ে আগুন ধরে। তারা ভুলে যায় যে, একজন নারীর ইয্যাত রক্ষার দায়িত্ব নেয়া এবং একজন পুরুষের আনুগত্যের নাম হলো বিয়ে। আর মানব জীবনে বিয়ে হলো মানবতা রক্ষা ও প্রতিপালনের উত্তম একটি আসমানি ব্যবস্থা। তারপরও শারী'য়াত বিসর্জন দিয়ে হলেও তারা যৌথ পরিবারে থাকতে চায়। কারণ অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলা সহজ। বউকে দিয়ে মা-বাবার খেদমাত করিয়ে এবং উপযুক্ত দেবর-ভাসুর ও ননদদের জামাইদের মেহমানদারির মাধ্যমে ফরমাবরদার সন্তানের পরিচয় দিতে চায়।

যারা এমন করতে চায় তাদেরকে বলছি মনে রাখবেন, শারীরিক সৌন্দর্যের ঘাটতি চারিত্রিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে পূরণ হলেও চারিত্রিক অধঃপতনের দুর্গন্ধ কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে কখনো পূরণ হবে না। অতএব নিজ স্ত্রীকে কখনো বেপর্দায় রাখবেন না। কারণ নারী বেপর্দায় থাকলেই চারিত্রিক অধঃপতনের সূচনা হয়। যার দায়িত্ব আপনাকেই বহন করতে হবে। আর নারীকে বলবো আপনার পর্দার প্রতি কারো অসভ্য আচরণে কখনো ঘাবড়াবেন না। সে তো তার নিজের পরিচয় দিয়েই ফেলেছে। এখন তার পরিচয় পেয়ে আপনি এগিয়ে যান এখানেই কল্যাণ রয়েছে।

মা-বাবার খেদমাত করা ছেলের কর্তব্য

মা ছাড়া সন্তানের জন্য ঘর বিরান হলে বাবা ছাড়া সন্তানের জন্য পুরো পৃথিবীটাই বিরান। তবে দুঃখের সাথে আমরা লক্ষ্য করছি, এখন মা-বাবার খেদমত বা তাদের কথা সন্তানের কোনো উপলক্ষেই শুধু মনে পড়ে। রৌদ্রে বাবা এবং চুলায় মা জ্বলে পুড়ে নিজেদের জীবন বিসর্জনের পরিণতিতে সন্তান মানুষ হয়ে অতঃপর সেই সন্তান নিজেকে **'আমি'** মনে করে অমানুষ হয়েছে বলেই মা-বাবার কথা কোনো উপলক্ষে মনে পড়ে বলে আমি মনে করি। এই ধরনের অপদার্থরাই **মা দিবস ও বাবা দিবস জন্ম দিয়েছে।**

অথচ মা-বাবার সন্তান হয়ে কোনো দিবসে শুধু নয়; বরং উভয়কে সব সময় নিজের জীবনে গুরুত্ব দিতে হবে। আগের যুগে কখনো Father's Day উদযাপিত হতো না। কারণ বাবা যখনই সন্তানের ভবিষ্যত গড়ার কাজ করতেন তখনই জুতা দিয়ে পিটিয়ে বুঝিয়ে দিতেন, আমি তোর **'বাপ'**। আর যারা বাবার কঠোর শাসনে থেকে যখন তখন জুতার বারি খেয়ে মানুষ হয়েছে এখন তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বাবা দিবস পালিত হচ্ছে। তাই বলছিলাম, মা-বাবার দায়িত্ব পালন করা ছেলের কর্তব্য, তার স্ত্রীর নয়।

এই কথাটি কেন যেন আমাদের সমাজের কেউ বুঝতে চায় না। এমন কি ইসলামিক ফ্যামিলিতেও মা-বাবার দায়িত্ব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছেলের বউয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায়। অথচ এটি সম্পূর্ণ শারী'য়াত বিরোধী একটি চিন্তাধারা। কারণ শারী'য়াত মা-বাবার দায়িত্ব ছেলের উপর দিয়েছে। এখন ছেলে সেই দায়িত্ব কীভাবে পালন করবে এটি তার বিষয়। তার বউয়ের নয়। কিন্তু কিছু ছেলে মা-বাবার প্রতি ভক্তি দেখাতে এবং নিজেকে বাধ্য ও নেক সন্তান বুঝাতে গিয়ে নিজ স্ত্রীকে যৌথ পরিবারে কামলা খাটতে বাধ্য করে। অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার সময় তারা যুক্তি দিয়ে বলে, মা-বাবার একমাত্র সন্তান চাকরির

খাতিরে বাড়ি হতে কয়েকশ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করে এমন পরিস্থিতিতে সে কীভাবে পৃথক ফ্যামিলি রেখে মা-বাবার যত্ন নেবে?

যারা এমন যুক্তি দিচ্ছেন তাদেরকে বলছি শুনুন! আপনার মা-বাবার সেবার কথা মনে পড়েছে বিয়ের পরে? আগে মনে ছিলো না? এতদিন কোথায় ছিলেন? ছাত্রজীবনে মনে পড়লো না কেন? যখন গ্রাম ছেড়ে, বাসা ছেড়ে কলেজ-ভার্সিটিতে পড়ার জন্য দূর-দূরান্তে বের হয়ে পড়েছিলেন তখনও কিন্তু আপনার বিয়ের বয়স হয়েছিলো। সেদিন বিয়ে না করার কারণে কী পরিমাণ গুনাহ্ করেছেন তার হিসাব রেখেছেন? আপনাকে দেখে রাত-দুপুরে পথে-ঘাটে ভয়ে কত নারীর অন্তর কেঁপেছে, সেই কথা মনে পড়ছে? চলন্ত পথের কত ছাত্রী আপনার মধ্যে আর কুকুরের মধ্যে কোনো তফাৎ মনে করতো না, সেটি ভুলে গেছেন? তখন মা-বাবার সেবার কথা মনে ছিলো না?

বিয়ের বাজারের কোনো পাত্র একবারের জন্যও কি বলেছে যে, আমি সেই মেয়েকে বিয়ে করবো যে আমার মা-বাবার সেবা যত্ন করতে পারবে। এই শর্ত মেনে নিলে আমি বিয়ে করবো, না হলে করবো না। মা-বাবার সেবা করতে রাজি হলে কালো বা গরীবের মেয়ে হলেও আমার কোনো আপত্তি নেই। এমন কথা বলার সাহস দেখাতে পেরেছে কোনো ছেলে? উল্টো এখানে বিয়ে করে হেরে যাচ্ছে কিনা বার বার ভেবেছে। কারণ নিজেকে বিয়ের বাজারের রাজপুত্র ভেবেছে। আপনি যখন একের পর এক মেয়ে দেখে মাকে বলেছেন, মেয়ে পছন্দ হচ্ছে না তাই বিয়ে করছি না। আমার বিয়ের জন্য আরো সুন্দর এবং শিক্ষিত মেয়ে দেখার জন্য বলার আগে খবর নিয়ে দেখুন, পর্দার আড়ালে থাকা আপনার অশিক্ষিত ও কালো বোনটি নিজ ভাইয়ের মুখে এসব শুনে ভয় পেয়ে গেছে।

কয়জন পুরুষ নিজের বিয়ের সময় মা-বাবার খেদমাত নিয়ে ভাবে? বরং সবার চাহিদা থাকে পাত্রী বিশ্বসুন্দরী হতে হবে। মা নিজেও তখন নিজের মেয়ের কথা ভুলে গিয়ে কন্যা নজরকাড়া সুন্দরী নয় বলে ছেলেকে বিয়ে করানোর জন্য না রাজি হয়ে বছরের পর বছর পার করে দেয়। অতঃপর কোরবানীর গরুর হাটে গরু দেখার মত বার বার

এখানে সেখানে গিয়ে মেয়ে দেখে ফিরে আসছে মা-বাবা। তবে মনে রাখবেন! পাগল করার মত নারীর প্রকাশ্য সৌন্দর্য তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা দোষ ত্রুটি হতেও নিকৃষ্ট। একজন মা-বাবার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও বিষাক্ত ভাষা কি জানেন? নিজ ছেলের জন্য পাত্রী দেখতে গিয়ে তার বাবার ডাইনিং এ বসে হরেক রকম খাবার খেয়ে ভুড়িভোজ করে এসে কয়দিন পর জানিয়ে দেয়া যে, পাত্রী পছন্দ হয়নি।

সত্য কথা হলো, যারা এখন মা-বাবার খেদমাতের কথা বলে মায়া কান্না করছে এবং নিজের বউকে দিয়ে মা-বাবার সেবা করাতে চায় তাদের পুরো জীবনই এখন Facebook এর প্রভাবে প্রভাবিত! আল্লাহ্ তাদের জোড়া ও সময় নির্ধারণ করে রাখার পরও তারা ভালোবাসার কাশকুল বা ভিক্ষার বাটি নিয়ে সারা রাত নিজ চরিত্রের কাউকে খুঁজে মরছে। তখন কিন্তু মা-বাবার ইয্যাত, সম্মান ও খেদমাতের কথা মনে পড়ছে না। আপনি খবর নিলে জানতে পারবেন, আজকের Young Generation এই চিন্তায় নির্ঘুম রাত কাটিয়ে দিচ্ছে যে, নিজের বিয়ের দিনে তার Facebook টি কে চালাবে?

আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, ছাত্রজীবন শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর নামে আরো দশ বছর যখন বিয়ে না করে বসেছিলেন, তৃষ্ণার্ত কাকের মত রাস্তা-ঘাটের চলন্ত নারীর দিকে চেয়েছিলেন, এমন কি পর্দার মধ্যে থাকা নারীকে দেখেও যখন মা শা আল্লাহ্ বলে চোখের যেনা করেছিলেন তখন মা-বাবার প্রতি এই মমতা কোথায় ছিলো? তখন আজকের দ্বীনদার হওয়ার দাবিদার আপনার মা-বাবাও তাদের সেবার প্রয়োজন অনুভব করলেন না কেন? আসলে অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার মজাই আলাদা।

এখন একজন নারীকে বউ বানিয়ে Joint family System এর শিকলে আবদ্ধ করে কেন মা-বাবার হক্ব আদায় করতে চান? আপনার মা-বাবার হক্ব আদায় আপনাকেই করতে হবে আপনার বউকে নয়। হ্যাঁ! তাকে দিয়ে যদি নিজের মা-বাবার খিদমাত করাতে পারেন তাহলে প্রেম-ভালোবাসার চাদরে তাকে সারাক্ষণ ঢেকে রেখে পুষিয়ে দিতে হবে। স্ত্রী যদি তার স্বামীর মা-বাবা অর্থাৎ নিজের শ্বশুর-শাশুড়ির

খেদমাত করে তাহলে তাকে মায়া-মমতা, প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে তার সকল চাহিদা পূরণে স্বামীকে শুধু সচেষ্ট থাকলে চলবে না; বরং এক কদম এগিয়েও থাকতে হবে। স্ত্রী হেঁটে আসতে বললে স্বামীকে দৌড়ে যেতে হবে। এমন করতে পারলে দাম্পত্য জীবন হবে স্বর্গীয় জীবন। মা-বাবাও থাকবে জান্নাতি সুখে। ছোট ভাই-বোনরাও মা-বাবার অবর্তমানে পেয়ে যাবে একজন বিশ্বস্ত অভিভাবক। তাই কি হচ্ছে? কয়টি পরিবারে এমন করা হচ্ছে? এখনও বহু পরিবারে ছেলের বিয়ে দিচ্ছে মায়ের বয়স হয়েছে তাই। অথবা বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, মা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এখন ঘরে কাজের লোকের (বুয়ার) দরকার, তাই ছেলের বিয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ছেলের বয়স হয়েছে বিয়ে না করলে যিনা ব্যভিচার ও কাবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত হবে এবং মা-বাবা হিসেবে আখেরাতে সমস্যা হবে এটি ভাবে কয়জনে?

মা-বাবার খেদমাত করা শুধু সাওয়াবের কাজ নয়; বরং এটি সন্তানের দায়িত্বও বটে। সন্তান নিজ মা-বাবার খেদমাত করতে বাধ্য। না করলে আখিরাতে মহা সমস্যায় পড়তে হবে। আল্লাহ্ ক্বোরআনের মধ্যে শুধু মা-বাবার খেদমাতের কথা বলেন নি, সাথে আত্মীয়-স্বজন ছাড়া আরো অনেকের প্রতি সদয় হওয়ার জন্যও বান্দাকে এভাবে হুকুম দিয়েছেন। ক্বোরআন সেটিকে এভাবে রেকর্ড করেছে:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا * الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾৩

‘আর তোমরা সবাই আল্লাহ্র ইবাদাত করো। তাঁর সাথে কাউকে শারীক করো না। বাপ-মা’র সাথে ভালো ব্যবহার করো। নিকট আত্মীয় ও ইয়াতীম, মিসকিনদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। আত্মীয়

৩- সুরাতুন নিসা, আয়াত নং-৩৬-৩৭

প্রতিবেশী অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্বসাথী মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন বাদী ও গোলামদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো। নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ্ এমন কোনো ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না, যে আত্মঅহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করে এবং নিজের বড়াই করে। আর আল্লাহ্ এমন লোকদেরকেও পছন্দ করেন না, যারা কৃপণতা করে, অন্যদেরকেও কৃপণতা করার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন সেগুলো গোপন করে।'

অনেকে আবার বৃদ্ধ মা-বাবার সেবা যত্নের নামে ওয়াইফের হক্ব নষ্ট করে সুফল খুঁজে বেড়ায়। অথচ একজনের হক্ব নষ্ট করে আরেক জনের হক্ব আদায় করা আর ভাঙা ডুলায় মাছ রাখা সমান কথা। মা-বাবার যত্ন নিতে গিয়ে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়া বিবেক বিবর্জিত কাজ এটি বুঝতে তারা অক্ষম। এটিকে উসিলা বানিয়ে স্ত্রীর হক্ব নষ্ট করে চলছে যুগের পর যুগ। অথচ এটি কাবীরাহ্ গুনাহ্। আমরা মনে করি যিনি মা-বাবার সেবা-যত্ন করেন তিনি তার স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কেও সচেতন থাকেন। স্ত্রীর হক্ব অনাদায়ে আখেরাতে স্বামীকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এটি মনে রাখতে হবে।

অন্যদিকে পরিবার ও সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা মা-বাবার খবর না রেখে তাহাজ্জুদ পড়ে রাত কাটায়। যারা এমন করে আখেরাতে পার পেয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন তাদেরকে বলছি, মনে রাখবেন, কারো হক্ব ও আয়েশ-আরাম ছিনিয়ে নেয়ার কাফ্ফারা ইবাদাতের মাধ্যমে আদায় হবে না। যার যেখানে অবস্থান হোক না কেন মা-বাবার দায়িত্ব পুত্র সন্তানকে পালন করতেই হবে। তোমার মায়ের খেদমাত করা তোমার দায়িত্ব তোমার বউয়ের নয়। তবে যারা মনে করে যৌথ পরিবারে না থাকলে মা-বাবার সেবা করা সম্ভব নয়, তারা মূলত সেবা করতে চায় না। তাই এসব ফালতু কথা বলে বেড়ায়।

এমন চিন্তা চেতনার যুবককে বলছি শোনো! মাকে খুশি রাখা তোমার কাজ আর তোমাকে খুশি রাখা তোমার বউয়ের কাজ। বুঝতে ভুল করলে কোনোটিই পাবে না। ঘরে তরুণী বউ থাকার পরও সুখ পাখিটি তোমাকে ছেড়ে অজানা কোনো ডালে তোমার নাগালের বাইরে গিয়ে

বসে থাকবে। আর তাকে আঘাত করে নিচে নামিয়ে এনে পিঞ্জিরায় বন্দি করার চেষ্টা যতই করো না কেন, ততই সে দূরে বহু দূরে কোথাও উড়াল দেবে। বউকে দিয়ে মা-বাবার খেদমাত করাতে হবে বিষয়টি এমন নয়। এমন মানসিকতা পুরুষকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে। মা-বাবাকেও পুত্রবধূর খেদমাত পাওয়ার এমন চিন্তা বাদ দিতে হবে। হ্যাঁ, ছেলের বউ স্বেচ্ছায় করলে আখেরাতে তিনি উত্তম জাযা পাবেন। দুন্ইয়াতেও তিনি প্রশংসিত হবেন।

মনে রাখবেন, শার'ঈ নিয়মে স্বামীর মা-বাবার খেদমাত করা স্ত্রীর কর্তব্য নয়। সন্তানের কর্তব্য হলো মা-বাবার জীবনকে সহজ করা। যে সন্তান এটি করতে পারবে আল্লাহ্ তার জীবনকে সহজ করবেন। এটি না করে আজকের সন্তান নিজের বউয়ের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। সামাজিক রীতি-নীতি হলো স্বামীর মা-বাবাকে নিজের মা-বাবার মত সম্মান করা স্ত্রীর কাছে সবার কাম্য। অতএব মা-বাবাকে সাথে রাখুন। কোনো কারণে রাখতে না পারলে বা তারা থাকতে না চাইলে যেমন অনেক মা-বাবা গ্রামের বাড়ি ছেড়ে শহরে বন্দরে গিয়ে ছেলেদের বাসায় থাকতে চান না। এমতাবস্থায় তারা যেখানে থাকেন সেখানে তাদের সেবা যত্নের ব্যবস্থা করতে হবে।

বউয়ের দোষ দিয়ে মা-বাবাকে দূরে রাখার শায়তানী পরিকল্পনা ত্যাগ করুন। আপনি মা-বাবার সেবা-যত্ন নিতে চাইলে এবং তাদেরকে টাকা পয়সা দিতে চাইলে, ঈদে-চান্দে তাদের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে চাইলে আপনাকে বাধা দেয়ার ওয়াইফের কোনো অধিকার নেই। তারপরও যদি ওয়াইফ আপনাকে এসব করতে না দেয়, তাহলে তাকে সোজা তার বাবার বাসায় পাঠিয়ে দিয়ে কয়দিন অপেক্ষা করে আপনার মনোভাব প্রকাশ করুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। এমন কি আপনার শ্বশুর নিজেই তাকে নিয়ে এসে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করবে।

যৌথ ফ্যামিলির সমস্যা তুলে ধরে আমি মা-বাবা এবং ছোট ছোট ভাই-বোনকে অসহায় রেখে বউ-বাচ্চা নিয়ে গ্রামের বাড়ি ছেড়ে শহরে বা অন্য কোথাও পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি না। তারপরও যৌথ

ফ্যামিলির বিরোধিতার কথা শুনে দ্বীন-ধর্ম ও শারী'য়াতের বিধি-বিধান সম্পর্কে যারা উদাসীন তাদের গায়ে আগুন ধরে। অথচ কয়জন বউ নিয়ে বাড়িতে থাকে? এটি তারা ভাবছে না। আপনিই নিজেও কয় দিন থাকবেন? এমন প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর দিতে পারবেন না। এই নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই। ইসলামের কথা বলায় আপনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন?

আমি কিন্তু মা-বাবা, ভাই-বোনকে ছেড়ে বউ-বাচ্চা নিয়ে আপনাকে পৃথক থাকার বা পৃথক হয়ে যাওয়ার কথা বলছি না। আমি কেন বলবো? ইসলামও এমন কথা বলেনি। তাই মা-বাবাকে সাথে রেখে হোক, বা না রেখে হোক, যেভাবে সন্তান মনে করবে তার মা-বাবার খেদমাতও হচ্ছে ষোলআনা এবং স্ত্রীরও হক্ব আদায়ের সাথে সাথে তার ইয্যাতের মূল্যায়নও হচ্ছে সঠিকভাবে এটিই আমার কথা। ইসলামও শুধু এই কথাটিই বলেছে। মা-বাবার খেদমাত করা এবং ভাই-বোনদের দায়-দায়িত্ব পরিবারের বড় সন্তানকেই নিতে হবে। অনেক পরিবারে বড়ভাই বিভিন্ন কারণে এটি করতে পারে না। অনেকে শুধু নিজের কথাই ভাবে। নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। শুধু নিজে খাই আর নিজের বউ-বাচ্চারা সুখে থাকুক এই চিন্তায় থাকে। মূলত এরাই সবচেয়ে বেশি অসুখী। বিশ্বাস না হলে খবর নিয়ে দেখুন। ১০০% সত্যতা খুঁজে পাবেন।

যারা এমন চেতনা লালন করে তাদেরকে বলছি শুনুন! ভাই-ভাই ও ভাই-বোনের মাঝের রক্তের সম্পর্ক এবং আত্মীয়তার বন্ধনের মাঝের অনুভূতি মরে গেলে তখন পরিবার ও সমাজ জীবিত লাশের কবরস্থানে পরিণত হবে। আর এর বিপরীতে মানুষ যখন নিজের চরকায় তৈল দিতে শিখে যায় তখন সে আত্মীয়-স্বজনদের দুঃখ-কষ্ট অনুধাবনসহ তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব বুঝতে শিখে। তাই বলছিলাম, বড় ভাই কোনো কারণে বা আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় মা-বাবা ও ভাই-বোনের দায়িত্ব নিতে না পারলে যে ভাই পারবে তাকে নিতে হবে। বড়ভাই বা অন্য কোনো ভাই করছে না বলে অন্যজনও করবে না এমন করার সুযোগ নেই। মা-বাবা এবং ছোট-ভাই-বোনের

বিষয়ে ঠেলাঠেলি করার সুযোগ নেই। নিজ মা-বাবার দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে বোনদের বিয়ে দেয়াও তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিয়ের পরেও বোনদের খবর নেয়া তাদের সুখে দুঃখে পাশে দাঁড়ানো তার দায়িত্ব। এখানে যৌথ পরিবার বা পৃথক পরিবার কখনো অন্তরায় হতে পারে না। হাদীসের মধ্যে শুধু মা-বাবার খেদমাত নয়; তাদের অবর্তমানে তাদের বন্ধুদের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে এবং ভালো অচরণ করতে বলা হয়েছে। রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَن عَبد الله بنِ عُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَبَرَّ البِرِّ صِلَةُ الرَّجُل أَهْلَ وُدِّ أَبِيه) ٤

'ইবনু উমার (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হলো পিতার বন্ধুর সাথে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা।'

এখানেই শেষ নয়; বরং বাবা না থাকলে তাঁর ভাইদের সাথেও ভালো ব্যবহার করার জন্য রাসূল (স.) বলেছেন। তিনি বলেছেন:

(عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أحبَّ أن يَصِلَ أباهُ في قبرِهِ، فلْيَصِلْ إخوانَ أبيهِ منْ بعدِهِ) ٥

'কেউ যদি বাবার সাথে কবরে ভালো ব্যবহার করতে চায়, তাহলে সে যেন বাবার অবর্তমানে তাঁর ভাইদের সাথে ভালো ব্যবহার করে।'

আমরা লক্ষ্য করছি প্রতিটি পরিবারের কেউ না কেউ কর্মস্থলে বাসা ভাড়া করে বউ বাচ্চা নিয়ে থাকে। শুধু দেশে নয়; বিদেশেও বউ-বাচ্চা নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। অগণিত মানুষ এখন দেশের বাইরে বউ বাচ্চা নিয়ে থাকছে। আমি বলাতেই দোষ হয়ে গেলো। তা না হলে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীও এখন বউ নিয়ে শহরে থাকতে চায়। আর্থিক সামর্থ্য থাকলে একজন পুরুষও বউকে বাড়িতে রেখে সে ডিম-ডাল ও আলু ভর্তা খেয়ে ব্যাচেলর জীবন কাটাতো না। কারণ প্রত্যেক পুরুষ

٤- رواه مسلم، رقم الحديث: ٢٥٥٢

٥- قال المحدث الألباني : (صحيح) صحيح الجامع، رقم الحديث : ٥٩٦٠

বউ বাচ্চাকে কাছে রাখতে এবং দেখতে চায়। ঘুমিয়ে থাকলেও একে অপরকে কাছে পেতে চায়।

বিশেষ করে স্ত্রী কখনো স্বামী ছাড়া অন্য কিছু কল্পনা করুক তা কখনো মানতে চায় না। রাতে স্বামী ঘুমের মধ্যে মোবাইল দেখলেও স্ত্রীর কষ্ট হয়। এমন পরিস্থিতিতে স্বামীও মনে করে ঘুমও নিজস্ব কিছু তামাশা দেখায়। গভীর রাতে একটু চোখ খুলে মোবাইল দেখলে স্ত্রী রাগ করে মায়ের বাসায় চলে যায়। কারণ সে নিজ স্বামীর সম্পর্কে অন্য কিছু ভাবতে থাকে। স্ত্রী মনে করে তাকে ঘুমে রেখে স্বামী অন্য কারো সাথে কথা বলছে। তাই স্বামী মনে করে ঘুমটা না ভাঙলেই ভালো হতো।

এখানে আরো একটি তিক্ত কথা বলতে হচ্ছে, বিদেশে ডিগ্রির জন্য পাড়ি দেয়ার সময় যারা স্ত্রীকে নিজ মা-বাবার কাছে রেখে যাচ্ছেন তারা নিজেদের দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেলার এবং স্ত্রীর চোখে মা-বাবার সম্মান ভেঙ্গে চুরমার করার জন্য নিজেই ভিত্তিপ্রস্তর রেখে যাচ্ছেন, স্ত্রীকে নয়। কারণ আযাবের মধ্যে থেকে কেউ কারো কথা ভাবতে পারে না। তারা ডিগ্রির প্রয়োজনীয়তা বুঝলেন, কিন্তু স্ত্রীর অধিকারের কথা বুঝলেন না।

মনে রাখবেন, অনেক সময় নারীর শারীরিক চাহিদার চেয়েও মানসিক চাহিদা প্রকট আকার ধারণ করে। তাই স্ত্রীকে আপনার কাছেই রাখতে হবে। এটি তার অধিকার। এই জন্যই সে আপনার বউ হয়ে এসেছে। আপনার মা-বাবার কাছে থাকার জন্য আসেনি। আপনি লন্ডনে থেকে তাকে গ্রামের কুঁড়ে ঘরে ফেলে রাখবেন জানলে কপালে বউ জুটতো না। আপনার বিয়ের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যেতো।

যৌথ পরিবারে নারীর কষ্টের কাহিনি এখানেই শেষ নয়; স্ত্রীর জন্য দামি লেহাঙ্গা এবং নিত্য ব্যবহৃত কোনো প্রসাধনী কেনে তাকে সাজিয়ে দিনে-দুপুরে শুধু নয়, রাতের গভীরেও তার বুকে মাথা রেখে ঘ্রাণ নিয়ে শরীর ও মনকে সতেজ করার স্বপ্ন রাজমহলের রাজকন্যার কাছে সুইপারের প্রেমের চিঠি পৌঁছানোর চেয়েও ভয়ংঙ্কর স্বপ্ন বলে আমি মনে করি। এরপরও কিছু গর্দভ গর্বের সাথে বলে বেড়ায় যৌথ ফ্যামিলির মজাই আলাদা। তবে এরা হয় অবিবাহিত, না হয় শারীরিক প্রতিবন্ধী।

তাই নিজের শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি বুঝতে অক্ষম এবং স্ত্রীর হক্ব সম্পর্কে গাফেল। Joint family System এ স্বামী-স্ত্রী নিজের মত করে একে অপরকে কাছে না পাওয়ার মানসিক যন্ত্রণা অবিবাহিত এবং মানসিক প্রতিবন্ধীরা কি করে বুঝবে?

এমন কি তারা স্বামী-স্ত্রী বাসায় চুপচাপ বসে থাকলেও সমস্যা। স্বামীকে এভাবে নিরুত্তাপ দেখে স্ত্রী ভাবতে থাকে সমস্যা কি? আমার সাথে কথা বলছে না কেন? আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো ছাকীনাকে নিয়ে ভাবছে? আমি মোটা হয়ে পড়েছি? আমার প্রতি তার আগ্রহ কমে যাচ্ছে? এধরণের আরো কত কী চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। অথচ স্বামী বেচারা ভাবতে থাকে এখন স্ত্রীর সাথে একটু ভাব দেখালেই টাকা চেয়ে বসবে। আমার কাছে এখন এক পয়সাও নেই। এই মাস সংসার কীভাবে চালাবো?

যারা এভাবে নিরুত্তাপ থাকছেন তাদেরকে বলছি, স্বামী-স্ত্রীকে বুঝতে হবে, জীবনে হাসতে শিখতে হয়। কান্না তো জন্ম হতেই শুরু হয়। কান্না দুর্বলের পরিচয় বহন করে। আর হাসি সবলের প্রতীক। তাই আমি সব সময় হাসিখুশি থাকতে পছন্দ করি। অফিসে যাওয়ার জন্য ভার্সিটির গাড়িতে উঠলে আমার সালামের আওয়াজে সবাই টের পায় যে, আমি উঠেছি। অনেকে আমাকে বলে আপনি না থাকলে গাড়ি ঠান্ডা ঠান্ডা মনে হয়। কারণ আমি যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ হৈ-হুল্লোড় করে সবাইকে মাতিয়ে রাখি।

আমি মনে করি আনন্দ ভাগাভাগি না করলে কোনো এক সময় দুঃখ এসে জ্যাম সৃষ্টি করবে। আর তাই আমি গাড়ি হতে নেমে যাওয়ার সময়ও সবাইকে সালাম দিয়ে নেমে পড়ি। আমার সালাম শুনে সবাই বুঝতে পারে, এখন আমি নেমে যাচ্ছি। অফিসেও আমি সবার সাথে কথা বলি এবং সবার সাথে মিশি। সবাইকে সালাম দেয়ার চেষ্টা করি। তাই সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আমার সাথে কথা বলে। দূরে থাকলে কাছে এসে সালাম দেয়। একবার আমার এক কলিগ গাড়িতে পাশে বসে কানে কানে জিজ্ঞেস করলো স্যার! আপনাকে সব সময় হাসিখুশি দেখি। সব সময় আপনার হাসিখুশি থাকার রহস্য কি? শুনেছি

অফিস হতে নাকি Show cause notice ও পেয়েছেন। কিন্তু আপনাকে দেখলে তো মনে হয় না যে, আপনার জীবনে এমন কিছু ঘটেছে।

আমি বললাম, মৃত্যুর জন্য বিষ সামান্য যথেষ্ট হলেও বেঁচে থাকার জন্য সেই বিষ গ্লাস ভরে ভরে পান করতে হয়। তাছাড়া সময়, মউসূম, ও মানুষ সবার নেচার এক। কখন কোথায় এবং কীভাবে পাল্টে যায় তা বোঝা যায় না। প্রত্যেক আচরণের উত্তম জাওয়াব হলো একটি মুচকি হাসি। কারণ আপনি তো সবাইকে গুলি করতে পারবেন না। আমি এটি পারি তাই আমাকে দেখলে সমস্যায় আছি বলে বোঝা যায় না।

তবে আমি মনে করি যার যেমন মুড, চারপাশের দৃশ্যও তার কাছে তেমন। মওসূম তো মানুষের হৃদয়ে থাকে। এখানেই জন্ম নেয় সব মওসূম। এটির উপর নির্ভর করে মানব জীবনের বসন্তকাল। এটিই আমার সুখে থাকার রহস্য। আরো একটি সত্য কথা হলো, অসহনীয় বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও মানব হৃদয়ে তখন প্রশান্তি লাভ হয়, যখন কিছু মানুষের আসল রূপ প্রকাশ পায়।

তাই নারীকে বলবো আপনি বউ হয়ে নিজ জামাইয়ের বাড়িতে এসে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা যত্ন করে তাদের পড়ন্ত বেলায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজে সবল হওয়ার পরিচয় দিন। এটি করতে পারলে পড়ন্ত বেলায় আপনার প্রতিও কেউ সহযোগিতার হাত বাড়াবে। যাকে বলে যেমন কর্ম তেমন ফল।

অনেকে প্রশ্ন করে আমার কাছে জানতে চায়, আপনি তাহলে যৌথ ফ্যামিলি ভেঙ্গে সিঙ্গেল ফ্যামিলি গড়ার অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন। যারা এমন প্রশ্ন করে তাদেরকে বলছি হ্যাঁ। কারণ, যে প্রশান্তি পাওয়ার আশায় আপনি বিয়ে করে বউ এনেছেন, এখন সেই প্রশান্তি শুধু আপনার কারণেই আপনার আঙিনায় থাকতে পারছে না। আপনার সঠিক অনুভূতির অভাবে রাত-দুপুরে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। তাই আপনার সুখের জন্যই আমি এমন পরামর্শ দিচ্ছি। মনে রাখবেন আপনি কখনো মানুষের হৃদয় পরিষ্কার করতে পারবেন না, তবে আপনার নিজের হৃদয় পরিষ্কার রাখা আপনার ক্ষমতা মধ্যে রয়েছে। এটি করতে পারলেই আপনি সফল।

মা কি জিনিস জানেন?

সন্তানের জীবনে মা কি জিনিস জানেন? না জানলে শুনুন। আমার সরাসরি উস্তায আল্লামাহ্ আবুল হাসান আলী নাদভী (রাহি.) তাঁর লিখিত গ্রন্থ 'যিকরে খায়ের' এর মধ্যে লিখেছেন: 'আমার আম্মার সব চেয়ে বড় ইচ্ছা ছিলো আমার মাধ্যমে যেন দ্বীনের খিদমাত হয়। তাই তিনি কখনো কখনো আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, আলী তোমার হাতে কি কখনো কেউ মুসলমান হয়েছে? উত্তরে আমি বলতাম হ্যাঁ মা! একজন দুইজন আমার হাতে মুসলমান হয়েছে। এটি শুনে তিনি বলতেন আমার ইচ্ছা হলো, তোমার হাতে দলে দলে যেন মানুষ শাহাদাহ্ পাঠ করে মুসলমান হয়ে যাক।

একদিন তিনি বিষয়টি নিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস নিচ্ছিলেন। তখন আমার ছোট বোন তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আম্মা! আপনি আসলে কি চান? আপনি কি চান, আলী নাবী হয়ে যাক? এটি শুনে মা বললেন, তুমি এটি কি বলছো? আমি জানি না নাবুয়্যাত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমার ইচ্ছা হলো আলীর হাতে দলে দলে যেন মানুষ শাহাদাহ্ পাঠ করে ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় নেয় এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে যেন তার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে।' [৬]

এখন খোঁজ নিয়ে দেখুন, আল্লামাহ্ নাদভী দ্বীনের দা'ওয়াত নিয়ে যান নি বিশ্বের এমন কোনো জায়গা নেই। তাঁর কিতাব নেই এমন কোনো লাইব্রেরিও নেই। তাঁকে চেনে না বা তাঁর সম্পর্কে জানে না এবং তাঁর কিতাব পড়েনি এমন কোনো শিক্ষিত ও সচেতন মানুষ নেই। তাই বলছিলাম! মনে রাখবেন, মায়ের দো'য়া এবং আরশে আযীমের মাঝে কোনো পর্দা নেই। নিজের মাকে চিনে রাখুন। এই সম্পদ হারানোর আগে নিজের জন্য দো'য়া করিয়ে নিন। আপনার মায়ের দো'য়া আপনার দুন্ইয়া ও আখেরাত উভয়টি পাল্টে দেবে।

৬- যিকরে খায়ের, পৃষ্ঠা নং-৭০ লেখক: আল্লামাহ্ আবুল হাসান আলী নাদভী

মা কি জিনিস তা বোঝার জন্য এখানে আরো একটি ঘটনা না বলে পারছি না। আমার এক ছাত্রী সুমাইয়্যাহ্ মুতাদায়্যিানাহ্ আজ তার হোস্টেল জীবন নিয়ে একটি পোস্ট দিয়েছে। সেটি পড়ে আমার অতীত জীবন মনে পড়ে গেলো। আর তা হলো, আমি ছিলাম আমার মায়ের কাম চোর ও পড়া চোর ছেলে। পড়া ফাঁকি দেয়া আর মাদরাসায় যাওয়ার পথে অন্যদেরকে নিয়ে দল বেঁধে চুরি করে রাস্তার ধারে মানুষের গাছের আম, জাম, লিচু ও ক্ষেতের মিষ্টি আলু তুলে খাওয়া ছিলো আমার কাম। তাছাড়া বাড়িতে যখনই কোনো কাজ শুরু হতো তখনই আমার পড়া শুরু হতো। কাজ যখন শেষ, আমার পড়াও তখন শেষ।

এখানেই শেষ নয়, শৈশবে আমি আরো যা কষ্ট পেয়েছি তা হলো, সারা রাত বৃষ্টি আর বৃষ্টি হতো। তখন আমি মনে মনে খুব খুশি হতাম। কারণ সকালে আমাকে আর মাদরাসায় যেতে হবে না। কিন্তু কষ্টের কথা হলো, সকালে যখনই মাদরাসায় যাওয়ার সময় হতো, তখনই কড়া রৌদ্রের দেখা মিলতো। আর তখন দুঃখে আমার মনটা ভারী হয়ে উঠতো। বৃষ্টি শেষে রোদ্রের তাপে চাষীরা খুশী হলেও আমার হৃদয়টা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো। এসবই আমার মরহুমা আম্মা মেহের আফজুন বেগম বুঝতেন। তাই আমার ভবিষ্যৎ চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে যেতেন। দুহাত তুলে আল্লাহ্র কাছে আমার জন্য দো'য়া করে বলতেন ইয়া আল্লাহ্! আমার ছেলেটাকে তুমি মানুষ কর। আর তাই অথৈ সাগরে ভাসমান আমার জীবনতরী আম্মার সেই দো'য়ার বরকতে আজ নিরাপদে ডাঙ্গায় পৌঁছে গেছে **আল্ হামদু লিল্লাহ্!**

মায়ের দো'য়ার কারণেই এখন আমার লেখা পড়ে পাঠক মন্তব্য করে বলে কলমে যাদু আছে। বিদেশীরা আমার সাথে আরবীতে কথা বলে এবং আমার বাচ্চাদের জন্ম হতে পিতৃভাষা আরবী শুনে অবাক হয়ে যায়। আমার বাচ্চারা জন্ম হতে এখন পর্যন্ত আমার সাথে আরবীতে কথা বলছে শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠে। তারা যে যেই discipline এ পড়ুক না কেন তাদের সাথে আমার কথা চলে আরবীতে। হিফয করা ও ক্বোরআন পড়া বাধ্যতামূলক। বড় ছেলে সাঈদ আতা আল্ ফাত্তাহ্

(জারীর) ক্বোরআনে হাফেয। মাদরাসাহ্ হতে দাখিল পাশ করে কলেজ হতে ইন্টারের সনদ নিয়ে আন্তর্জাতিক ইসলামিক ইউনিভার্সিটি হতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এখন ব্যবসা করছে।

ছোট ছেলে রাশীদ আতা আল্ ফাত্তাহ্ (জালীস) ইংলিশ মিডিয়ামে cambridge curriculum এ ক্লাস ফোর এ পড়ার সাথে সাথে সে ক্বোরআনও হিফয করছে। আল্ হাম্দু লিল্লাহ্! বর্তমানে সে ১৫ পারা হিফয শেষ করেছে। বড় মেয়ে নাদেরাহ্ বাদ্র নাদভী (নাবেগাহ্) ও লেভেল এ লেভেল শেষ করে ভার্সিটিতে ইইই বিভাগে পড়ছে। ছোট মেয়ে নাফেয়াহ্ বাদ্র নাদভী (নাদিজাহ্) ও লেভেল শেষ করে এ লেভেল এ পড়ছে। কিন্তু যে যাই পড়ুক না কেন, নিয়মিত ক্বোরআন পড়া ও পর্দা করার ব্যাপারে কোনো শৈথিল্য বা Relaxation নেই। তাই তারাও শেষ চার পারাসহ ক্বোরআনের বহু অংশ হিফ্য করেছে। আমি মনে করি এটিই আমার সফলতা।

সেদিন ঢাকায় ফিলিস্তিন রাষ্ট্রদূত আমাদের সাথে অনেক্ষণ কথা বললেন। শুরুতে আমরা আরবী জানি ও বুঝি কিনা তিনি তা জিজ্ঞেস করলেন। আমাদের আরবী শুনে তিনি খুব খুশি হলেন। অতঃপর আমাদের সাথে কথা বললেন এবং কয়েকটি ছবিও উঠালেন। নিজ হাতে নাস্তার প্লেট তুলে দিলেন। একটি বই হাতে তুলে দেয়ার সময়ও আমার সাথে ছবি তুললেন। আমি মনে করি এসবই আমার মায়ের দো'য়ার প্রতিফলন, আল্ হামদু লিল্লাহ্।

কিন্তু এখন দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, সেই নিরাপদ তরীতে আম্মাকে নিয়ে আনন্দ ভ্রমনে যেতে পারলাম না। এই দুঃখটি আমার সব দুঃখের উপরে বড় দুঃখ। মনে রাখবেন, সত্যিকারের সন্তানের জীবনে মা-বাবার কখনো মৃত্যু নেই। মনের মনিকোঠায় তারা সব সময় জীবিত। সুখে-দুঃখে যখনই তাদের কথা মনে পড়ে আর তখনই অশ্রু হয়ে চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। তাই পাঠকদেরকে বলছি! আগামী দিনে নিজের সফলতা দেখতে চাইলে মায়ের চোখে চোখ রেখে কখনো কথা বলা যাবে না। এটি আমার পরীক্ষিত পরামর্শ। তাই এখানে আমি বলতে চাই, মা-বাবার উপর সন্তানের এতটুকু বিশ্বাস রাখা উচিৎ

যতটুকু বিশ্বাস ঔষধের উপর থাকে। কারণ ঔষধ একটু তিতা হলেও অবশ্যই উপকারী।

মনে রাখবেন মা হলেন পুরুষ সৃষ্টির কারখানা। বিশ্ববিখ্যাত সকল ইসলামী ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির পেছনে মায়ের ভূমিকাই বেশি। এটি আমার আবেগী কোনো দাবী নয়। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এমন অসংখ্য ঘটনা আমরা দেখতে পাই। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রাহি.) বলেন, আমার বয়স যখন দশ বছর তখন আমার মা আমাকে কোরআনের হাফিয করিয়েছেন। কোরআন হিফয করার জন্য তিনি সালাতুল ফাজরের পূর্বে আমাকে ঘুম হতে জাগিয়ে তুলতেন। বাগদাদের শীতের রাতে তিনি আমার অযু জন্য পানি গরম করতেন। শীত হতে বাঁচানোর জন্য তিনি আমাকে গরম কাপড় পরিয়ে দিতেন। নিজের কাপড় এবং হিজাব দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখতেন। আমাদের বাসা হতে মাসজিদ দূর হওয়ায় এবং রাস্তা অন্ধকার থাকায় তিনি আমার সাথে মাসজিদে যেতেন। ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাই:

- ইমাম বুখারীর শিক্ষিকা ছিলেন তার মা।
- ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এর শিক্ষিকা ছিলেন তার মা।
- ইমাম শাফে'ঈ এর শিক্ষিকা ছিলেন তার মা।
- মুহাম্মাদ আল্ ফাতেহ্ যিনি কুস্তুন্তুনিয়া বিজয়ী ছিলেন তার শিক্ষিকা ছিলেন তার মা।
- ইমাম ইবনে হাজ্‌র আসকালানীর শিক্ষিকা ছিলেন তার বোন।
- ইমাম ইবনে তাইময়ার শিক্ষিকা ছিলেন তার দাদী। তার দাদীকে তাইমিয়াহ বলা হতো। তিনি একজন বিখ্যাত দা'ঈয়াহ্ ছিলেন। তাই নিজের নামের সাথে তাইমিয়াহ্ লাগিয়ে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। অতএব নিজের মা-বোনকে জানিয়ে দিন যে, নারী সুশিক্ষিত হলে যুগ শ্রেষ্ঠ পুরুষ সৃষ্টির কারখানায় পরিণত হয়। [৭]

এই যুগেও এমন অসংখ্য মায়ের সন্ধান পাবেন যারা স্বামীর মৃত্যুর পর শুধুমাত্র নিজ সন্তানকে মানুষ করার জন্য নিজের বিয়ের বয়স থাকার

৭- বিস্তারিত পড়ুন লেখকের বই : বাবার বাড়ি, পৃষ্ঠা নং- ৪৮

পরও বিয়ে না করে বিধবা থেকে জীবন ও যৌবন পার করে দিয়েছেন। অতএব সন্তানের জীবনে মা জীবিত থাকা আকাশের নিচে যমীনের উপরে শ্রেষ্ঠ কোনো সম্পদের চেয়ে কম নয়। তাই মায়ের সাথে কথা বলতে হবে সাবধানে। কারণ মায়ের সাথে কথা বলতেই সব ব্যথা দূর হয়ে যায়। ইসলামে নারীর মর্যাদা উপলব্ধি করার জন্য নিম্নের হাদীসটি আপনাকে মনোযোগ দিয়ে পড়ার জন্য অনুরোধ করছি। রাসূল (স.) এমন নারী অর্থাৎ আপনার সেই মায়ের মর্যাদার একটি ঘটনা বর্ণনা করে এভাবে বলেছেন:

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أنا أَوَّلُ مَن يَفْتَحُ بابَ الجنة، فأرَى امرأةً تُبَادرُني -أي تُسرعُ خَلْفي لتَدْخُلَ مَعي إلى الْـجَنَّةَ- فأقُولُ لهَا: مَالكِ؟ مَنْ أنتِ؟ فَتَقُولُ المرأةُ: أنَا امرأةٌ قَعَدْتُ عَلى أيْتَام لي) ٨

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, জান্নাতের দরজা সর্বপ্রথম আমি খুলবো। অতঃপর আমি দেখলাম একজন নারী আমার আগে আগে হেঁটে চলে যেতে চাচ্ছে। (অর্থাৎ আমার সাথে জান্নাতে প্রবেশের জন্য আমার পেছনে দ্রুত হাঁটছে) এটি দেখে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার কি হয়েছে? কে তুমি? মহিলাটি উত্তরে বললো, আমি এমন একজন নারী যে নারী তার ইয়াতীম সন্তানদের কারণে পুনরায় বিয়ে না করে থেকে গেলাম।'

আপনার মায়ের মর্যাদা কত ঊর্ধ্বে বুঝলেন? রাসূলুল্লাহ্র সাথে জান্নাতে যাওয়ার জন্য দ্রুত হেঁটে চলছেন। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর শেষ নাবী মুহাম্মাদ (স.) পাঠিয়ে জাহেলী যুগের সেই বর্বরতা হতে নারীকে উদ্ধার করে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত মানব সমাজে তার মর্যাদা ও রক্ষণাবেক্ষণের চিরস্থায়ী পয়গাম শুনিয়েছেন। অতএব আপনাকে শুধু নয়; আপনার স্ত্রীকেও মনে রাখতে হবে, মানব জীবনে প্রতিটি দুর্যোগের জন্য মাসজিদের কোণে বসে কারো অভিশাপ দেয়ার প্রয়োজন নেই, আপনার মায়ের ধৈর্য্যও কিন্তু আপনাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

৮- رواه أبو يعلى الموصلي، وصححه الألباني، قال فيه الحافظ ابن حجر: إسناده لا بأس به

Joint family
প্রবক্তারা কি বলবেন?

পরিবার ও সমাজ স্বীকার করুক বা না করুক, Joint family System এর কুফল বলে শেষ করা যাবে না। এই সম্পর্কে সবাই অবগত। তারপরও আমরা শুধু মানুষ কি বলবে এই ভয়ে এটিকে আঁকড়িয়ে ধরে রাখতে চাই। যদিও এই আঙিনায় প্রতিনিয়ত অপ্রত্যাশিত এবং অবাঞ্ছিত ঘটনা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে এমন প্রতিনিয়ত ঘটেই চলছে। এসব কথা আমরা কোনো এক পক্ষের হয়ে বা আবেগে কারো বিরোধিতার জন্য বলছি না।

তবে কোনোটি প্রকাশ হচ্ছে আর কোনোটি অপ্রকাশিত রয়ে যাচ্ছে। তেমনিই একটি ঘটনা আমাদেরকে দেখতে হলো, এক প্রবাসী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মরুভূমির উত্তপ্ত গরমের মধ্যে নিজের শরীরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অর্থ উপার্জন করে দেশের বাড়ির Joint family System এ অবস্থানরত নিজের তরুণী স্ত্রীর জন্য দামি একটি লেহাঙ্গা পাঠিয়ে স্ত্রীকে সেটি পরে ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখে নিজের মতো করে কাছে পাওয়ার সাধ মেটাতে চেয়েছিলো।

স্বামীর ইচ্ছাটি পূরণ করে হৃদয় ছোঁয়া তার ভালোবাসার প্রতিদান দেয়ার জন্য স্ত্রী রুদ্ধদ্বার কক্ষে নিজেকে সাজিয়ে স্বামীকে দেখিয়ে তার চক্ষু শীতল করে তাকে কাছে পাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে অস্থির হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ফেললেও বাইরে অবস্থানরত শাশুড়ি-ননদের গায়ে জ্বালা ধরেছে। তাই তারা এটি সহ্য করতে না পেরে তাকে শুধু অসভ্য গাল-মন্দ করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং হত্যার মাধ্যমে দুন্ইয়া হতে বিদায় করে তার রক্ত দিয়ে নিজেদের হিংসার আগুনও নিভিয়েছে। Joint family System এর প্রবক্তারা এখন কী বলবেন?

আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, এটিকে আমাদের সমাজের মানুষ বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে যৌথ পরিবারে নারী নির্যাতনের উদাহরণ হিসেবে মেনে

নিতে পারে না। যারা এটি মেনে নিতে পারছেন না তাদেরকে বলতে চাই, আমার-আপনার কাছে এটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে হলেও যার মেয়ে এবং যার স্ত্রী তার কাছে বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিনা সেটি জানতে হবে। তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন সে এটিকে কীভাবে গ্রহণ করছে? যেহেতু তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন না, তাই আপনার মা-বাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, এমন ঘটনা যদি আপনার বোন বা স্ত্রী ও কন্যার সাথে হয়, তখন আপনার মা-বাবা এবং আপনি এটিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মেনে নেবেন কি? যদি মেনে নেন তাহলে আমিও ভেবে দেখবো বিচ্ছিন্ন ঘটনা কখনো উদাহরণ হতে পারে কিনা?

এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা নিয়ে আপনার মাথা ব্যথা না হলেও একজন সমাজ সংস্কারক হিসেবে আমার শুধু মাথা ব্যথা নয়; বরং নাওয়া খাওয়া হারাম হয়ে আমার মাঝে চরম এক অস্থিরতা বিরাজ করে। তাই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে গিয়ে দেখলাম, রাষ্ট্রের আইন-কানুনও সব সময় বিচ্ছিন্ন ঘটনার আলোকেই প্রণয়ন করা হয়। শারী'য়াতের দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন ঘটনাই হলো সকল বিধি-বিধানের মূল। যেমন নর-নারী হলেই যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হবে বিষয়টি এমন নয়। ব্যভিচারে লিপ্ত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। হওয়াটা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কিন্তু শারী'য়াত এটিকে গুরুত্ব দিয়েছে বেশি। তাই ক্বোরআনে আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকে যেনার ধারে কাছে যেতেও নিষেধ করেছেন। ক্বোরআন আল্লাহ্র সেই আদেশকে এভাবে রেকর্ড করেছে:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾[৯]

'আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটি অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।'

তাই বলছিলাম, পর্দা না করলে নারী পরিবার, সমাজ এবং পথে-ঘাটে দুশ্চরিত্রের পুরুষ ও বাদাইম্মা এবং লম্পটদের হাতে লাঞ্ছিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। হওয়াটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হলেও ইসলাম হীনস্বার্থ চরিতার্থকারীদের হাত হতে নারীকে রক্ষার জন্য পর্দার বিধান দিয়ে

৯- সুরাতুল ইসরা, আয়াত নং-৩২

সকল অবাঞ্ছিত ও অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা হতে তাকে রক্ষা করেছে। বর্তমান সমাজের পারিবারিক অবস্থা দেখে যে কেউ বলবে, পর্দার গুরুত্ব স্বামী-স্ত্রীর প্রাইভেসি রক্ষার দায়িত্ব এবং আখেরাতে জবাবদিহি সম্পর্কে যারা উদাসীন তারাই মূলত যৌথ পরিবারের পক্ষে সাফাই গায়। আর তাদের সহায়ক শক্তি ও সাপোর্টার হিসেবে শায়ত্বানের শায়ত্বানী পরিকল্পনা তো তাদের পক্ষে পেয়েই যায়।

আল্লাহ্ সর্বপ্রথম তাঁর রাসূলকে নিজ স্ত্রীগণকে পর্দার হুকুম দিতে বলেছেন। পবিত্র ক্বোরআন রাসূলুল্লাহর প্রতি আল্লাহ্র সেই হুকুমকে আমাদের জন্য এভাবে রেকর্ড করেছে:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾[১০]

'হে নাবী আপনি আপনার পত্নীগণ, কন্যাগণ এবং মু'মিনদের স্ত্রীগণকে বলে দিন তারা যেন তাদের চাদরের প্রান্ত তাদের ওপর টেনে নেয় এটি অধিকতর উপযোগী পদ্ধতি, যেন তাদেরকে চিনে নেয়া যায় এবং কষ্ট না দেয়া হয়।'

তাই ক্বোরআনের উপরোক্ত হুকুমের আলোকে আমরা বলতে পারি:

Hijaab : A shelter for woman from bad sights.

কিন্তু কে শুনছে কার কথা? ইসলাম যাকে দৃষ্টি নত করতে বলেছে সে? আর না যাকে তার যীনাত বা সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখতে বলা হয়েছে সে? কেউ কারো কথা শুনছে না। উল্টো একে অপরের কাঁধে দোষ চাপিয়ে দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে। অতএব নারীসমাজকে মনে রাখতে হবে, মুসলিম নারীর হিজাব শুধু একটি কাপড় ও একটি পর্দার নাম নয়; বরং এটি মানব সমাজে Secularism, Liberalism এবং Atheism প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নকারীদের কাফনও বটে। তাই সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা নিজের পর্দার সম্মান করে। তাছাড়া তারা এটি ভালো করে জানে যে, পর্দা শুধু তাদের সৌন্দর্যকে ঢেকে রাখে না; বরং তাদেরকে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার হাত হতেও বাঁচিয়ে রাখে।

১০- সূরাতুল আহযাব, আয়াত নং-৫৯

বেপর্দার নারী যারা নিজের শারীরিক গঠন পরপুরুষকে দেখিয়ে তাদের চোখের তৃপ্তি মেটায় তাদেরকে বলছি শুনুন! আবে যমযমও আপনার এমন চেহারা ও শরীরকে কখনো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে পারবে না, যে চেহারা ও শরীর সকাল সন্ধ্যা চলন্ত পথের বেগানা পুরুষের লোলুপ দৃষ্টির তাপে আসল রূপ ও আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছে। অতএব দুন্ইয়া হতে Delete হয়ে কবরে Installation এর আগে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই অপরিষ্কার বা ছেঁড়া কাপড় পরে অথবা একই কাপড়ে প্রতিটি অনুষ্ঠানে যেতে যদি লজ্জা হয়, তাহলে বার বার হারাম Relationship এ পা বাড়াতেও লজ্জা থাকা উচিত।

এই প্রসঙ্গে বলতে হচ্ছে, দুঃখজনক হলেও সত্য, যে নারীকে জন্মের পর পরই জীবিত মাটি চাপা দেয়া হতো, আর যে নারী বিশ্ব নাবীর আগমনে এবং দ্বীন ইসলামের বদৌলতে মানব সমাজে মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার পেয়েছে, সেই নারীই এখন নবজীবন দানকারী ইসলামের কাছে বেপর্দায় থাকার স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে ইসলামের বিধানকে সেকেলের বলে **'শরীর আমার এবং মর্জিও আমার'** বলে স্লোগান তুলে সমাজের ঐ সব দুশ্চরিত্রের পুরুষ যারা মডার্নিজমের নামে নারীকে ঘর হতে বের করার সুযোগ লাভের জন্য আগে থেকেই ওঁৎপেতে বসেছিলো তাদের কাছে নিজেদের জীবন ও যৌবনকে ভোগ্য পণ্যে পরিণত করে ফেলছে।

যারা ইসলামের বিধি-বিধান এবং নারীর সম্পর্কীয় শারী'য়াতের দিক-নির্দেশনার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ইসলামের ভুল ধরে নিজেদেরকে মডার্নিজমের পতাকাবাহী বলে দাবী করে ভ্রু কুচকিয়ে চলন্ত পথের পর্দাশীল নারীর প্রতি বাঁকা চোখে তাকিয়ে তাকে সেকেলের আর নিজেদেরকে একালের ভাবে, তারা যখন swimming pool এ সুইমিং শেষে উঠে আসে তখন সেই swimming pool হতে ২০ হাজার লিটার পানির পরিবর্তে ২২ হাজার লিটার পানি বের হয়ে আসে। তাই আধুনিক বিজ্ঞান বা modern science ঐ সব swimming pool এ রাসায়নিক সুইটনার Acesulfame potassium ব্যবহার করেও পানি

বৃদ্ধি পাওয়ার সঠিক তথ্য উদঘাটনে আজ হয়রান ও পেরেশান। অথচ এসব নির্লজ্জ ও বেহায়া, গর্দভ ও অপদার্থরা ইসলামের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শনের দুঃসাহস দেখিয়ে শারী'য়াতে ইসলামের ভুল ধরে নারীকে ঘর হতে বের করে নিয়ে আসছে। এরাই আবার বিশ্বের সর্বত্র তাদের সগোত্রীয়দের হাতে নারী নির্যাতন দেখেও চুপ থাকে।

কাশ্মীরে মেয়েদের স্কুল বন্ধ মালালা ও তার অনুসারীরা এখন কোথায়? পশ্চিমাদের উষ্ণবাহু হতে এখনো তাদের জেগে উঠার সময় হয়নি। চেয়ে দেখুন কাশ্মীরে দীর্ঘদিন হতে স্কুল বন্ধ। নারীরা শিক্ষার অধিকার হতে আজ বঞ্চিত। বিশ্বব্যাপী সকল আঙিনায় প্রকাশ্যে নারী নির্যাতন চলছে। যারা নারী দিবসে **'শরীর আমার মর্জিও আমার'** লিখে প্লেকার্ড হাতে নিয়ে রাজপথ মুখরিত করে মিডিয়ার ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছিলো ঐ সব আন্টিরা আজ কোথায়? কাশ্মীরের নারীদের উপর মোদীর লেলিয়ে দেয়া জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের যুলম অত্যাচার তাদের চোখে পড়ছে না। বর্মা, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের নারীদের আর্তনাদ তাদের কানে পৌঁছে না। কারণ তারা এই জন্য ঘরের বাইরে পা রাখেনি, রেখেছে নিজেকে ভোগ্য পণ্যে পরিণত করার জন্য। হয়েছেও তাই। পেয়েও যাচ্ছে ষোলআনা।

তাই বলছিলাম, যে সমাজে দিয়াশলাই থেকে শুরু করে সাইকেলের টিউব টায়ারের বিজ্ঞাপন ও ম্যাগাজিনে নারীকে পণ্য ও প্রদর্শনী হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সেই সমাজের যুবকদের কাছে নারী দেখে লজ্জায় দৃষ্টি সংযত রাখার আশা করা বোকামি নয় কি? তবে নারী এভাবে ব্যবহার হতে পেরে নিজেকে যাই কিছু মনে করুক না কেন, সত্য কথা হলো, হাওয়া (আ.) এর কন্যা দোপাট্টা ছাড়া হয়ত কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে, তবে মানব সমাজে ইযযাত ও সম্মান কখনো পাবে না। কারণ ইয্যাত হারানো এবং মৃত্যুবরণের ক্ষতি কখনো পূরণ হবার নয়। এটি স্থায়ী ক্ষতি। যার হায়া-শরম নেই তার ঈমানও নেই। আর যার ঈমান নেই তার সম্মানও নেই।

তাই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে কখনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উড়িয়ে দেয়া যাবে না বলেই রাতে ঘুমানোর সময় ধনী-গরীব সবাই চোরের ভয়ে

ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমায়। কারণ দরজা খোলা থাকলে চোর ঢুকতেও পারে, নাও পারে। মানুষ রাস্তা পারাপারের সময় এদিক সেদিক দেখেই রাস্তা পার হয়, তা না হলে দুর্ঘটনা ঘটতেও পারে, নাও পারে। তারপরও আপনাকে সতর্কতার সাথে রাস্তা পার হতে হবে।

অনুরূপভাবে রাস্তায় গাড়ি রেখে ড্রাইভার চাবি নিয়ে যায়। কারণ সে মনে করে গাড়ির মধ্যে চাবি রেখে গেলে চোর এসে গাড়ি নিয়ে পালিয়েও যেতে পারে, নাও যেতে পারে। তবে চোর গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেলে এটি হবে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কিন্তু বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে ড্রাইভার মূল ঘটনা মনে করে গাড়ি হতে নামার আগেই চাবি পকেটে নিয়ে নেয়। মোটকথা, শুধু শারী'য়াহ্ আইন নয়, রাষ্ট্রীয় আইনও বিচ্ছিন্ন ঘটনার প্রতিরোধের জন্যই তৈরি হয়।

যৌথ পরিবার প্রসঙ্গ নিয়ে লিখতে বসে ক্রীতদাস প্রথার ঐতিহাসিক ঘটনাটি আমার মনে পড়েছে। যার ইতিহাস অতি প্রাচীন একটি ইতিহাস। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় চার হাজার সাল হতে এটি চলে আসছিলো। অতঃপর এর প্রায় এক হাজার বছর পর মিসর হয়ে সভ্যতার নিকষকালো অন্ধকারের এই প্রথাটি পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকা যখন উন্নতির উচ্চ শিখরে অবস্থান করছিলো তখন ১৮৬০ সালে দক্ষিণ আমেরিকায় জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশই ছিলো ক্রীতদাস। ক্রীতদাস অর্থাৎ শিকলে বাঁধা নির্যাতিত ও নিপীড়িত, ক্ষুধার্ত ও অবহেলিত একদল মযলুম বনি আদমের মুখ। এসব অসহায় মানুষের অবর্ণনীয় কষ্টের কথা শুধু জানার বিষয় নয়; বরং মানব হৃদয় দিয়ে উপলব্ধিরও বিষয়।

এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে Harriet Tubmen (1822-1913) নামক একজন বিখ্যাত নারী Antislavery বা ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে এবং তাদের মুক্তির লক্ষ্যে Underground Railroad নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নিজেও একজন ক্রীতদাসী ছিলেন এবং ১৮৪৯ সালে Philadelphia পালিয়ে গিয়েছিলেন। ক্রীতদাসদের অবর্ণনীয় কষ্টের তিনি নিজেই একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি ক্রীতদাসদেরকে আমেরিকার দাসত্ব হতে পালিয়ে

যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তাদের প্রায় ৭০ জনকে মুক্তও করেছিলেন। শেষ বয়সে তিনি নারীদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার কাজেও নিয়োজিত ছিলেন। তাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, আপনার মিশনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং Critical moment কোন্‌টি? তিনি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বললেন, গোলাম বা ক্রীতদাসদেরকে পালিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদেরকে এটি বোঝানো যে, তোমরা গোলাম নও, তোমরাও স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারো।

অনুরূপভাবে ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই, বণী ইসরাঈলের জীবনও ছিলো ক্রীতদাসের জীবন। তাদের রক্ত-মাংসে এই প্রথাটি মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলো। এর বাইরেও কোনো জীবন হতে পারে তারা তা ভাবতেই পারতো না। এমন কি দাসত্বের এই জীবন হতে মুক্তির কথাও তারা ভুলে গিয়েছিলো। আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী (রাহি.) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ **'তাফসীরে উসমানী'**তে বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গে লিখেছেন, তাদের দুঃখ দুর্দশা দেখে কেউ যদি দয়া করে আযাদ বা মুক্ত করে দিতো, তারা আবার অন্যত্র গিয়ে ক্রীতদাস হয়ে যেতো। কি বুঝলেন? না বুঝলে শুনুন! শারী'য়াত নর-নারীর দাম্পত্য জীবন গঠনের একটি Road map বাত্‌লাতে গিয়ে এভাবে বলেছে:

﴿خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ﴾[১১]

'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জাতি থেকে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।'

পবিত্র ক্বোরআনের উপরিউক্ত বক্তব্যটি স্বামী-স্ত্রীর জীবনে যখন তখন স্বাধীনভাবে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির প্রতিফলনের সুযোগ করে দেয়ার প্রতি ইঙ্গিত করলেও আমাদের বর্তমান মুসলিম সমাজ হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে Joint family System এর জালে

১১- সূরাতুর রূম, আয়াত নং-২১

আটকা পড়ে বাইরের জীবনকে মা-বাবা, ভাই-বোনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জীবন মনে করে বসেছে।

বিষয়টি কিন্তু এমন নয়। যার যে হক্ব রয়েছে তার তা আদায় করার জন্য ইসলামে কঠোর ভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যৌথ পরিবারে থাকার জন্য শারী'য়াতে কোনো নির্দেশ না দিলেও মা-বাবা, ভাই-বোনসহ স্ত্রী ও আত্মীয়দের হক্বের ব্যাপারেও আল্লাহ ক্বোরআনে তার বান্দাদেরকে সতর্ক করেছেন। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾[১২]

'আল্লাহ্কে ভয় করো যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের হক্ব আদায় করে থাকো, এবং আত্মীয়তা ও নিকট সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকো।'

পবিত্র ক্বোরআনে এমন স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকার পরও আমরা আসমানী সতর্কবাণীকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে একসাথে থাকাকে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এবং মা-বাবার হক্ব মনে করে অন্যের হক্ব আদায়কে গুরুত্বহীন মনে করে চলছি। এভাবে থাকার কারণে কারো হক্ব নষ্ট হচ্ছে বলে আমরা বুঝতেই পারছি না। বিশেষ করে স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্কের বাইরে তার আর কোনো হক্ব আছে বলেও আমরা মনে করছি না।

অতএব সুখে থাকতে হলে পুরুষ নামক স্বামীকে বুঝতে হবে মূলত জয়েন্ট ফ্যামিলিতে নারীর জীবন একটি ঘড়ির কাঁটার মত। একটি ঘড়িতে যেমন তিনটি সুঁই থাকে, তার মধ্যে একটি সুঁইকে সবাই সেকেন্ডের কাঁটা বলে চেনে ও জানে। তবে এই কাঁটাটি নিজের অস্তিত্ব থাকার পরও কারো কাছে কোনো মূল্য পায় না। কেউ তার কথা কখনো বলে না। সময় জানাতে গিয়ে যেমন বলে ১০ টা ১৩ মিনিট। কখনো কিন্তু কেউ বলে না, এখন সময় ১০.১৩ মিনিট ১১ সেকেন্ড। অথচ এই কাঁটাটি অন্য দু'টি কাঁটার চেয়ে পরিশ্রম করে বেশি। ঐ কাঁটা দু'টিকে সামনে বাড়তে সারাক্ষণ সহযোগিতা করতে গিয়ে সেই জন্ম

১২- সূরাতুন নিসা, আয়াত নং-১

হতেই ঘুরে চলছে। জয়েন্ট ফ্যামিলিতেও পুত্রবধূ তেমন সেকেন্ডের সুঁইয়ের মত। যার কষ্টের কথা কখনো কেউ বলে না। স্বীকারও করতে চায় না। অথচ তার সাহায্যে আতিথেয়তা দেখিয়ে পরিবারের সুনাম অর্জনের পেছনে তার অবদান অতুলনীয়। মোটকথা, পরের ধনে পোদ্দারি করে নবাব সেজে সবার প্রশংসা কুড়ালেও এই বেচারীর কোনো গুণ কখনো কারো চোখে পড়ে না।

পারিবারিক জীবনে সকাল-সন্ধ্যা সময় মত গরম গরম খাবার ডাইনিং টেবিলে উপস্থিত পেয়ে এবং তৃপ্তি ভরে খেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি অগ্রগতিতে তারই ভূমিকা বেশি। তাই যে নারী জয়েন্ট ফ্যামিলিতে সবার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে ৮/১০ বছর একসাথে কাটিয়ে দিতে পারে সে আফ্রিকার জঙ্গলে অথবা আরবের মরুভূমি এবং নেপালের হিমালয় পর্বতের মত কঠিন জায়গায়ও থেকে যেতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে বলবো, যৌথ পরিবারের সংজ্ঞা আপনি যেভাবেই দেন না কেন এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্কের গভীরতা যতই বর্ণনা করুন না কেন এটি মূলত হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে শুধু প্রভাবিত নয়; বরং মুসলিম সমাজে হিন্দুদের কৃষ্টি-কালচারের আরেক রূপ। তাই আপনার ভুল ভাঙার জন্য হিন্দু সংস্কৃতির আলোকে যৌথ পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি:

- হিন্দু সংস্কৃতিতে প্রথম বিয়ে বৈধ আর দ্বিতীয় বিয়ে অবৈধ।
- হিন্দু সংস্কৃতিতে যৌথ পরিবার ইত্তেফাক বা ঐক্যের নমুনা আর পৃথক হওয়া বাগাওয়াত বা বিদ্রোহের সূচনা।
- হিন্দু সংস্কৃতিতে মেয়েকে যৌতুক দেয়া কর্তব্য আর সম্পত্তি হতে মাহরূম করা ধর্মীয় শিক্ষা।
- পুত্রবধূর হক্ব না দিয়ে তাকে কাজের বুয়া মনে করা হিন্দু সংস্কৃতি।
- স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্ব নেতৃত্ব করা পুরুষত্বের পরিচয়।
- তার সাথে প্রেম-ভালোবাসা প্রকাশ করাকে তার দাসত্ব মনে করা হিন্দু কালচার।

সন্তানের দ্রুত বিয়ে ও পরবর্তী করনীয়

আল্লাহ্ তা'য়ালা মানব জাতির প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্র ক্বোরআনে নর-নারীর বিয়ের কথা বলেছেন। আর সেই বিয়ের কারণ এবং উপকারিতা সম্পর্কে ক্বোরআনে তিনি এভাবে বলেছেন:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾[১৩]

'তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের জাতি থেকে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন, অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে যারা চিন্তা-ভাবনা করে তাদের জন্য।'

উপরিউক্ত আয়াত বিশদভাবে অধ্যয়ন করলে আমাদের কাছে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো, আল্লাহ্ মানুষকে শুধুমাত্র একটি জাতি হিসাবে সৃষ্টি করেননি, বরং তাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তবে যে বিষয়টি আল্ কোরআনের পাঠককে চিন্তা করতে বাধ্য করে, তা হলো মানবিকতার দিক থেকে নারী-পুরুষ উভয় একই পর্যায়ভুক্ত। পৃথিবীতে উভয়ের আগমনের মূল ফর্মূলা এক হলেও উভয়ের শারীরিক গঠন ও আকৃতিসহ আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা, মানসিক ও আত্মিকগুণাবলীর দিক দিয়ে উভয়ের মাঝে এক অদ্ভুত পার্থক্য রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা উভয়ের মধ্যে এমন এক বিস্ময়কর সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার পরিণতিতে একে অপরের সৌন্দর্যবর্ধক পরিপূর্ণ জোড়ায় পরিণত হয়েছে। একে অপরের শারীরিক চাহিদা পূরণের পরিপূর্ণ জওয়াব বানিয়েছেন। জন্মগতভাবে এমন একটি সম্পর্কের

১৩- সূরাতুর রূম, আয়াত নং- ২১

কারণেই নারী-পুরুষ একে অপরকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। তাই ছলে-বলে কলে-কৌশলে একে অপরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে চায়।

তবে এমন চাওয়া পাওয়া হতে পারে দু'ভাবে, স্বাধীন বা পরাধীন। স্বাধীন হলে যে যখন যাকে ভোগ করতে ইচ্ছে করবে এবং যেখানেই ইচ্ছে করবে সেখানেই একে অপরকে ভোগের মাধ্যমে নিজেদের যৌন ক্ষুধা মিটাবে। কিন্তু এমন পশুত্বের যৌন চাহিদা পূরণকে কখনো মানব সমাজ ও সভ্যতা সমর্থন করে না। কারণ মানুষের স্বভাব হলো, যে জিনিসটি তার সেই জিনিসটি শুধু তার থাকবে এখানে কেউ অংশীদারির দাবি নিয়ে আসুক, বা কেউ তার জিনিসটি ব্যবহার করুক তা সে কখনো মানতে চায় না। তাই সে সর্বদা নিজের জিনিসটির ব্যাপারে সতর্ক থাকে।' [১৪]

অতএব ক্বোরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন শেষে সংক্ষেপে আমরা বিয়েকে এভাবে বুঝতে পারি:

- বিয়ে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্।
- বিয়ের মাধ্যমে নর-নারীর মানসিক অস্থিরতা দূর হয়ে মানব হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ হয়।
- বিয়ের মাধ্যমে উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করে।
- বিয়ের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়।
- বিয়ের মাধ্যমে একে অপরের প্রতি সহনুভূতিশীল ও আবেগপ্রবণ হয়ে তৃপ্তি লাভ হয়।
- বিয়ের মাধ্যমে ক্যান্সারের মত দুরারোগ্য ব্যাধি হতে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।
- বিয়ের মাধ্যমে মানব বংশ বৃদ্ধি পায়।
- বিয়ের মাধ্যমে অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ হয়।
- বিয়ের মাধ্যমে রিয্ক্ব বৃদ্ধি পায়।

১৪- বিস্তারিত পড়ুন লেখকের বই: নারী এজেন্ডা, পৃষ্ঠা নং - ৪৩

- বিয়ের মাধ্যমে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা যায়।
- বিয়ের মাধ্যমে নর-নারীর মধ্যে মায়া-মমতা, প্রেম- ভালবাসাসহ দয়া-মায়া সৃষ্টি হয়।

হাদীসে নাববীর মধ্যে আমরা বিয়ে সম্পর্কে যেসব হাদীস দেখতে পাই তার মধ্যে হতে এখানে শুধু একটি হাদীস উল্লেখ করছি। যেই হাদীসে মধ্যে রাসূল (স.) তাঁর উম্মাতকে বিয়ে করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেছেন:

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) [১০]

'আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল (স.) আমাদেরকে বলেছেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার যোগ্যতা রাখে তার বিয়ে করা কর্তব্য। কারণ বিয়ে দৃষ্টিকে নিচু রাখে এবং যৌন জীবনকে সংযমী করে। আর যে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না তার রোযা পালন করা কর্তব্য। কেননা রোযা তার যৌন ক্ষমতাকে দমন করে রাখে।'

রাসূলুল্লাহ্র উপরিউক্ত হাদীসে বিয়ে করার জন্য যে সামর্থ্যের কথা বলা হয়েছে সেখানে নারীর শুধু শারীরিক চাহিদা পূরণের সামর্থ্যকে বোঝানো হয়নি। নিজের উপকারিতার কথাও বলা হয়েছে। তাছাড়া এখানে নারীর প্রাইভেসি রক্ষাসহ তার ইযযাত আবরুর হিফাযাতের কথাও বোঝানো হয়েছে। তাই নারীর খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানসহ তার সকল চাহিদা পূরণ স্বামীকে করতে হবে। আমাদের বর্তমান সমাজের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা ছাড়াও ৯০% নেতারাই নিজেদের সন্তানদের দ্রুত বিয়ে সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল থেকে ইসলামী আন্দোলনের কাল্পনিক স্বপ্ন দেখে আসছেন। তারা শারীরিক ও শার'ঈ চেতনায় দুর্বল নেতা-

---

১০- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. أخرجه البخاري في كتاب النكاح، رقم الحديث: ٥٠٦٦ وفي مسلم، كتاب النكاح، رقم الحديث: ١٤٠٠

কর্মীদেরকে দিয়ে বিপ্লব ঘটিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তবে তাদের সেই ইসলাম মাদীনার ইসলাম হবে না এটি হলফ করে বলা যায়। আর তাদের সেই স্বপ্ন কোনো দিন বাস্তবায়নও হবার নয় এটি বললেও ভুল হবে না। ক্ষেপে না গিয়ে খুঁজতে বের হয়ে পড়ুন, হয়ত ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের মাঝে একজনও খুঁজে পাবেন না, যিনি শারী'য়াতের দিক-নির্দেশনা মেনে তার ছেলে-মেয়েকে সময়মত বিয়ে দিয়েছেন।

আমি ইসলামী আন্দোলের একজন আলেম ও নেতা সম্পর্কে জানি যার মেয়েকে একজন আলেম বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, সে আমার মেয়েকে কি খাওয়াবে? কোথায় রাখবে? এমন প্রশ্ন করে মূলত তিনি ঐ পাত্রকে তার মেয়ের অযোগ্য বলে বুঝিয়ে ছিলেন। তবে এমন চিন্তাধারা শুধু তিনি একা পোষণ করছেন বিষয়টি এমন নয়; বরং বর্তমান সমাজের ৯৯% আলেম ও জাহেল এটি লালন করেন। তারা সবাই ইসলামের সাচ্চা খাদেম হওয়ারও দাবি করেন। যেমন করেন উপরোক্ত আলেম ও ইসলামী আন্দোলনের নেতা। তিনি ইসলামী আন্দোলন করার কারণে জেলেও গিয়েছেন এবং সেই জেলের মধ্যেই ইন্তেকাল করেছেন। এই হলো ইসলামী আন্দোলনের প্রথম সারির একজন আলেমের ঈমান। নিজে আলেম হয়েও একজন আলেমের কাছে শুধুমাত্র কি খাওয়াবে এবং কোথায় রাখবে সেই চিন্তায় নিজের মেয়েকে বিয়ে দেননি।

এমন ধারণা আমাদের অসংখ্য আলেমের মাঝে বিদ্যমান। আরো একধাপ এগিয়ে এই যুগের কোনো আলেম যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে যেতে পারে আর সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে কয়েকটি দেশ সফর করতে পারে, তাহলে তো সে নিজ কলিগদেরকেও মানুষ মনে করে না। অমিতি সমিতি করে স্বঘোষিত নেতা সেজে মুনাফেকি চরিত্রের মাধ্যমে উভয় পক্ষের হয়ে কাজ করে গাছের উপরেরটাও যেমন খেয়েছে তেমন নিচেরটাতেও ভাগ বসিয়ে নিজের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করেছে। অন্যদের কথা আর কি বলবো? স্বার্থ ছাড়া এমন আলেম নামের যালিমরা কাউকে সালামও দেয় না, কেউ সালাম দিলে তার

উত্তরও দেয় না **ইল্লা মার রাহেমা রাব্বুহু**। তবে যেই আলেমের কাছে একজন আলেম নিজের মেয়ে বিয়ে দিতে রাজি হন নি, সেই আলেম কিন্তু এখন শুধু লন্ডনে থাকেন না; বরং একজন আন্তর্জাতিক ইসলামিক স্কলার ও দাঈ হিসেবে পুরো ইউরোপ চষে বেড়াচ্ছেন।

যেহেতু তিনি একজন বড় স্কলার ও দাঈ, থাকেন লন্ডনে তাই বউকে কি খাওয়াচ্ছেন তো বুঝতেই পারছেন। তার বউ-বাচ্চারা কোথায় থাকে তা আর বলতে হচ্ছে না। তবে ঐ আলেমের মেয়ের বিয়ে কোথায় হয়েছে তা আমার জানা নেই। অনুরূপভাবে ইসলামী আন্দোলনের আমি অসংখ্য নেতাদেরকেই জানি, যারা তাদের মেয়েদেরকে ভার্সিটি পাশ করার পরও ফেরেশ্‌তা চরিত্রের মনে করে বিয়ে না দিয়ে তার জন্য চাকরি খুঁজছেন, না হয় পুনরায় বিদেশে ডিগ্রির জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

অতএব সাধারণ মানুষ যারা দ্বীন ও শারী'য়াত বুঝে না তাদের কথা আর কি বলবো? এতেও কোনো দুঃখ নেই, দুঃখ হয় তখন, যখন কেউ তার ছেলে-মেয়েকে বিয়ের বয়স হওয়ার সাথে সাথে বিয়ে দিতে চায় তখন তাদের কাছে তাড়াতাড়ি মনে হয়। আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন! মাত্র ইন্টার পাস! এখনই বিয়ে? এখনো অনার্স শেষ হয়নি ছাত্র অবস্থায় বিয়ে? এসময়ে বিয়ে করা যেন চরম অপরাধ!

অনেকে এখানেও থেমে থাকে না; বরং মেয়ে বা ছেলের পক্ষকে উল্টো বুঝায়, তিনি তার ছেলে-মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চাওয়ার কারণ হলো, তারা প্রেমে জড়িয়ে পড়ছে তাই। এইসব বলে বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার কাজটিকেও ইসলামী আন্দোলনের কাজ মনে করেন। অথচ কেউ গুনাহে লিপ্ত হলে তাকে সৎ পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হলো ঈমানদারের কাজ। এটি না করে উল্টো মানুষকে আরো গুনাহে ডুবে থাকতে সুযোগ করে দেয়াকে এখন অনেকে নিজের দায়িত্ব ও সৎ পরামর্শ মনে করে বসেছে। এদেরকে ইসলামী আন্দোলনের লোক বলবেন না শায়ত্বানের চেলা বলবেন? সিদ্ধান্ত আপনার! এসব গর্দভরা জানেই না যে, সন্তানের বিয়ের বয়স হলে বিয়ে না দিলে তারা তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে হয় রাতের অন্ধকারে গুনাহে জড়িয়ে পড়বে, না হয়

প্রকাশ্যে প্রেমে জড়িয়ে আখেরাতে মা-বাবাকে আল্লাহ্‌র আদালতে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। গুনাহে জড়িয়ে পড়ার অর্থ হলো তারা মানুষ, ফেরেশ্‌তা নয়। যেখানে নাবী-রাসূল বলেছেন:

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[১৬]

'আমি নিজের নাফ্‌সকে দোষমুক্ত করছি না। নাফ্‌স তো খারাপ কাজ করতে প্ররোচিত করে, তবে যদি কারোর প্রতি আমার রাবের অনুগ্রহ হয় সে ছাড়া।'

আশ্চর্যের বিষয় হলো শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমাত করার পরও নারী অর্থাৎ আপনার স্ত্রীর যৌথ পরিবারে সঠিক কোনো মূল্যায়ন নেই। কারণ আমরা এমন এক সমাজের অধিবাসী যে সমাজে পুরুষ একবার গোসল করলেই পাক হয়ে যায়। আর সেই একই সমাজে নারী তার পবিত্রতা প্রমাণের জন্য স্বামীর Joint family System এর পক্ষ হতে পাওয়া দুঃখ-কষ্টের সাগরে ডুবে থেকে পুরো জীবন বিসর্জন দিয়েও নিজের পবিত্রতার প্রমাণ দিতে পারছে না। তার মা-বাবাকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ির লোকদের মুখে কত কথা তাকে শুনতে হয়। ছেলের শ্বশুর বাড়ি সম্পর্কে কত জনে কত কিছু জিজ্ঞেস করে। যখন তখন অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বউয়ের পরিবারের পোস্টমর্টেম শুরু করে দেয়। সারা বছর বিশেষ করে বিভিন্ন উপলক্ষে তার বাবার দেয়া জিনিস পত্রের উপর নির্ভর করে তাদের বউ উঁচু জাত না নিচু জাত! তার বাবা ছোট লোক না বড় লোক? বউয়ের বাবার বাড়ি নিয়ে আরো কত কি অভদ্র আলোচনা ও অসভ্য সমালোচনা! পুত্রবধূর কাজের সময় অসতর্কতায় রান্নাঘর হতে কাপ আর গ্লাস, পাতিল আর চামুচের আওয়াজকে শ্বাশুড়ি ও ননদ মহাপ্রলয় মনে করে। যাকে বলে **'পান থেকে চুন খসলে দিলটা তাদের জ্বলে।'**

এ প্রসঙ্গে একটি মেয়ের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। যে মেয়েটি বিয়ের পূর্বে অনেক হাসতো। কথায় কথায় হাসতো। তার মা তখন

১৬- সূরা ইউসুফ, আয়াত নং-৫৩

তাকে বলতেন, মা! সব সময় তোর **ইস্তেগফার** পড়া উচিৎ। কারণ আগামীতে কী দেখতে হবে, কার কাছে থাকতে হবে তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। অদৃশ্যের খবর মায়েরা কেন যেন আগেই বলে দেন। মা ঠিকই বলতেন শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে জয়েন্ট ফ্যামিলি নামক কুসংস্কারের জালে বন্দি হয়ে সেই মেয়ের এখন হাসতেও ভয় লাগে। কারণ সে এখন এমন এক পরিবারের বউ যেখানে হাসলেও শাশুড়ি তার বিরুদ্ধে ছেলেকে উল্টো বুঝিয়ে তাকে কিল-গুতো, চড়-লাথি খাইয়ে আড়ালে আবডালে গিয়ে অট্টহাসি দেয়।

যারা এমন করছেন তাদেরকে বলছি মা ও বোনের কথায় স্ত্রীর গায়ে হাত তোলার আগে মনে রাখবেন, আল্লাহ্ এবং মযলুমের মাঝে Communication system খুবই উন্নত। সকল প্রকারের আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি এখালে ফেল। এখানে বদ্‌দো'য়ার জন্য মা বা স্ত্রী, বাবা বা সন্তান, আলেম বা জাহেল, ঈমানদার বা বেঈমান কোনো কিছুই লাগে না। কার বদদো'য়া কখন লেগে যায় বলা মুশকিল। তবে এটি যালিমের বিরুদ্ধে মযলুমের এমন এক Massage যা Address ছাড়াই যালিম যেখানেই থাকুক না কেন সময় মতো সেখানেই পৌঁছেই যাবে। অতএব সাবধান!! স্বামী দুশ্চরিত্রের ও বদ মেযাজের হলে সবাই নারীকে সাব্‌র বা ধৈর্য ধারণের সবক শোনায়। তবে একই রোগ নারীর হলে তখন চারিদিক থেকে ত্বালাক্ব দেয়ার ফাত্ওয়া আসতে থাকে। এই হলে বর্তমান সমাজের অবস্থা।

এ প্রসঙ্গে নব-দম্পতিদেরকে বলছি, পরিবারের মা-বাবা ও ভাই-ভাবিদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে তাদের উস্কানিকে প্রাধান্য দিয়ে ভালো-মন্দ বিচার বিবেচনা না করে রাতের অন্ধকারে অথবা দিনে দুপুরে তোমরা স্বামী-স্ত্রী কথায় কথায় ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পরস্পরের মাঝে তিক্ততা সৃষ্টি করে একে অপরের গায়ে হাত তুলে নিজেদের সুখের সংসারকে নিজেরাই জাহান্নামে পরিণত করছো? আবার পরবর্তীতে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে বলছো আমাদের ভুল হয়ে গেছে। তবে মনে রেখো, প্রতিনিয়ত এমন হতে থাকলে এক সময় তোমাদের এমন কথার কোথাও কোনো মূল্য পাবে না। দাম্পত্য

জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝের ভালোবাসার মূল্যবান সময়টি নিজেদের কোনো এক জনের আত্মম্ভরিতার নামে নষ্ট হয়ে গেলে তখন হাতে শুধু ঘড়িটিই থাকবে। সময়টি কিন্তু চলে যাবে। কি বুঝলেন?

এখানে একটি কথা বলে রখি, পুরুষরা যেমন নারীদের সম্পর্কে সব সময় বলে বেড়ায় যে, মহিলারা বেশি কথা বলে। স্বামীদের কথা শুনতে চায় না। তবে ভুলে যাবেন না, পুরুষদের যেমন অভিযোগ, মহিলারা বেশি কথা বলে। নারীরাও কিন্তু তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে দিয়ে গাছের নিচে বসে আড্ডা দিয়ে সবাই তখন বলতে থাকে জামাইরা কি বউদের কথা শুনে? শুনলে কি আর এমন হতো?

এবার ভেবে দেখুন বিয়ের পর হতে এযাবৎ কয়বার নিজ স্ত্রীর কথার গুরুত্ব দিয়েছেন? তারা নিজ স্বামীর টেলেন্টের কথা কীভাবে বলে বেড়ায় জানেন? সব বান্ধবীরা সময় সুযোগ পেলে সবাই মিলে বলতে থাকে যে, কোথাও বেড়াতে যেতে চাইলে পুরুষরা ওয়াইফকে প্রেশার দিয়ে দ্রুত সেজে-গুজে রেডি করিয়ে শেষ মুহূর্তে স্ত্রীকে ডেকে বলে আমার মোজাটি কোথায়? একটু খুঁজে দেখ। তোমরা বের হয়ে পড়। আমি একটু বাথরুম হতে আসি। এই ড্রামাটি পুরুষদের এই সময়ে একটি বিশেষ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তবে নারীর রেডি হতে সময় লাগে বলে নারীর বদনাম কিন্তু সবাই করে। কেউ কিন্তু পুরুষদের এই টেলেন্টের কথা কখনো বলে না।

তাই বলছিলাম, মা-বাবার অমতে তুমি যাকে আপন ভাবছ সে কিন্তু স্বার্থ উদ্ধারের পর পাল্টে যাবে। তখন তোমার কাছে জীবন বিষাক্ত মনে হবে। আর তাই কোনো এক সময় হয় তুমি জীবনকে ছাড়বে না হয় জীবন তোমাকে ছাড়বে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখ হচ্ছেও তাই। তাই পুরো জীবন সতর্ক থাকতে হবে। কারণ চা যখন হাত হতে পড়ে যায় এবং মানব চরিত্রের অধপতন যখন ঘটে তখনই কিন্তু দাগ পড়ে যায়। বাচ্চা যখন একটু বড় হয়ে লিখতে শেখে তখন তাকে পেন্সিলের পরিবর্তে পেন কেন দেয় জানেন? পেন দেয়ার অর্থ হলো, এখন আর ভুল করলে চলবে না। এটি Delete করা কঠিন। তাই চারিত্রিক অপরাধও তেমন বুঝতে হবে।

অতএব জীবনের অল্প কয়টি দিন বাকি আছে সেটিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিজ স্ত্রীকে মমতার চাদরে ঢেকে রেখে নিজের দাম্পত্য জীবনকে স্বর্গীয় সুখে পরিণত কর। বউ নিয়ে এসেছো সুখে থাকার জন্য তার গায়ে হাত তোলার জন্য নয়! এখানে অভিজ্ঞতার অভাব বলে পার পাবে না। কারণ বিয়ে এমন এক চাকুরি যে চাকুরিতে নর-নারীর কারো অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় না। উল্টো এখানে অভিজ্ঞতার কথা শুনে সবাই দূরে পালিয়ে যায়। তবে এটিও মনে রাখতে হবে, স্ত্রী তো বিল গেটস্‌কে পেয়েও সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হাদীসে বর্ণিত নারী চরিত্র বিল গেটসের জীবনেও প্রকাশ হলো। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী বিল গেটস্‌কে পেয়েও দাম্পত্য জীবনে নারী সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীও একজন নারীকে বিয়ে করে স্ত্রী বানিয়ে সকল সুযোগ সুবিধা দিয়েও তাকে আস্থায় রাখতে পারেনি। বিশ্ববাসী জানতে পারলো স্ত্রী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীকে পেয়েও সন্তুষ্ট থাকেনি। তাহলে তুমি আবার কে? যার লবণ আনতে পান্তা ফুরায় সেখানে কি করে নারী সন্তুষ্ট থাকবে?

অতএব আমাদের মত ফাক্বীর-মিসকীন এবং গরীব-গোরাবা এই নিয়ে টেনশন করার কোনো কারণ আছে কি? কারণ নারীর মধ্যে এই দুর্বলতা আছে এবং থাকবে। বোঝা গেলো টাকার মধ্যে শান্তি নেই। শান্তি রয়েছে অন্য কোথাও। আর সেটি হলো অল্পে তুষ্ট। এটি বুঝতে পারলে কখনো তোমাদের মাঝে তৃক্ততা সৃষ্টি হবে না। সুন্দর ও সুখের দাম্পত্য জীবন কাটাতে হলে নিজ স্ত্রীকে আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় নিয়ামাত মনে করে তার হাতে মাটির চাকা তুলে দিয়ে অপেক্ষা করুন, দেখবেন সে এটিকে স্বর্ণে পরিবর্তন করে দেবে।

নারীকে বলছি মনে রাখবেন, বিয়ের আগে যারা অবৈধ এবং হারাম সম্পর্কের মাধ্যমে একজন নারীকে তার লম্বা চুলের নিচে জীবন কাটিয়ে দেয়ার স্বপ্ন দেখায়, তারা কিন্তু বিয়ের পর ঐ লম্বা চুলের একটিও যদি নিজের প্লেটে দেখতে পায় তখন হৈ-চৈ করে পুরো দুন্‌ইয়াকে জানিয়ে দেয়। তখনই একজন পুরুষের চরিত্র এবং আপনার প্রতি তার ভালোবাসা কোন্ পর্যায়ের তা বুঝতে পারবেন।

অতএব যারা অহংকার ও ক্রোধ দেখিয়ে স্ত্রীকে ত্বালাক্ব দেয়ার হুমকি-ধামকি দিচ্ছেন, তাদেরকে বলবো, এখন তার যৌবনও মোহরানাসহ ফেরত দিয়ে দিন। সত্য কথা হলো বিয়ের মাধ্যমে ১৮/২০ বছর একজন নর-নারী একসাথে থেকে সংসার করে ৪/৫ টি সন্তান জন্ম দেয়ার পরও নিজেদের মাঝে ঘৃণার দেয়াল উঁচু হওয়ার কারণ নিয়ে যদি আপনি ভেবে দেখেন, তাহলে তখন দেখতে পাবেন তাদের কোনো একজন এই দীর্ঘ সময়ে পরকে Impress করতে আর আপনকে Ignore করতে ব্যস্ত ছিলো। যার পরিণতিতে ধীরে ধীরে নিজেদের মাঝে ঘৃণার দেয়াল এমন ভাবে উঁচু হয়ে পড়েছে, যেই দেয়াল এখন ৪/৫ টি সন্তান এক হয়েও ভাংতে পারছে না। তাই এই দেয়াল নির্মাতার নিজ সন্তানদের ভবিষ্যৎ এবং একজন নারীর আগামী দিনের অজানা অসহায়তার জীবন নিয়ে ভেবে দেখা দরকার।

কিছু কিছু দম্পতি নিজেদের দাম্পত্য জীবনে অনেক বড় অশান্তিতে আছে। রাত-দিন সারাক্ষণ কারণে অকারণে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে। তবে যত অশান্তিতেই থাকুক না কেন, পুরুষের তুলনায় নারী সংসার যেমন টিকিয়ে রাখতে চায়, তেমন ঝগড়াও লাগায় বেশি। অর্থাৎ বিনা কারণে ঝগড়া করে এবং মেডিক্যালে পড়ে অধিকাংশ মেয়েরাই। তবে নারী যেমনই হোক না কেন, তার ব্রেনের মধ্যে আসমানি একটি কষ্টি পাথর রেখে দেয়ার কারণে নারী পাগল হলেও নিজের সন্তান ও স্বামীকে চিনতে কখনো ভুল করে না।

তেমনই এক নারী একবার স্বামীর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে নিজ সন্তানকে বুকে নিয়ে স্বামীকে বললেন, আমি মারা গেলে তুমি দ্বিতীয় বিয়ে করে ফেলো। তখন সুখে থাকতে পারবে। নিজেই সারাক্ষণ ঝগড়া করে আবার নিজেই স্বামীকে সুখে থাকার জন্য এমন পরামর্শ দেয়। রসিক স্বামী নিজ স্ত্রীর মুখে এটি শুনে পুরো মুখ খুলে হাই তুলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোচড় দিয়ে বললেন না, এমন করবো না। কিছু দিন বিশ্রাম নেবো। এরপর যা করা দরকার তা করবো।

প্রসঙ্গক্রমে বলছি, পুরুষ চার বিয়ে কেন করতে চায় জানেন? না জানলে শুনুন! কারণ সে মনে করে এটি সুন্নাহ্। কিন্তু সেই একই পুরুষ

মাসজিদে প্রবেশ করে দুই রাক'আত সালাত কেন ছেড়ে দেয় জানেন? কারণ এটি সুন্নাহ্। কি বুঝলেন? এখানে আরো একটি কথা না বলে পারছি না। তা হলো, আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, নারীর মস্তিষ্কের মধ্যে আল্লাহ্ দয়া করে এমন একটি যন্ত্র ফিট করে দেয়ায় নারী পাগল হলেও নিজ সন্তানকে চিনতে কিন্তু কখনো ভুল করে না। অতএব যারা কথায় কথায় স্ত্রীকে ত্বালাক্বের ধমক দেয়, বাবাকে নিয়ে এসে কোর্টে গিয়ে মোহরের টাকা বুঝে নিতে বলে, তারা কি করে বুঝবে যে, একজন বাবার আঙিনায় একটি মেয়ে কীভাবে বড় হয়? তার পেছনে বাবার কত রক্ত পানি হয়েছে? তাই রাসূল (স.) নিজেদের একান্ত সময়েও তার উপর পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়তে নিষেধ করে বলেছেন:

(لا يَقَعَنَّ أحدُكم على امرأتِه كما تَقَعُ البَهيمةُ وليكنْ بينهما رسولٌ قيل: وما الرسولُ؟ قال : (القُبْلةُ والكَلامُ) [১৭]

'তোমাদের কেউ যেন নিজ স্ত্রীর উপর পশুর মত ঝাঁপিয়ে না পড়ে। কিন্তু নিজেদের মাঝে যেন রাসূল বা পত্রবাহক থাকে। এটি শুনে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূল আবার কী? নাবী (স.) বললেন, চুম্বন এবং (অন্তরঙ্গ) বাক্যালাপ।'

এখানেই শেষ নয়, রাসূল (স.) একজন পুরুষ দীর্ঘ সফর হতে ফিরে এসে কখন বাসায় স্ত্রীর কাছে প্রবেশ করবে এবং কখন করবে না তারও একটি দিক নির্দেশনা দিয়ে তিনি বলেছেন:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا) [১৮]

'জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন: তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যদি দীর্ঘদিন পরিবারে অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সে যেন রাতে পরিবারের কাছে গিয়ে উপস্থিত না হয়।'

১৭- رواه أبو منصور الديلمي في " مسند الفردوس " من حديث أنس، وهو منكر. وضعفه الشيخ الألباني في " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " (١٣ / ١٧٩ حديث رقم ٦٠٧٥.)

১৮- رواه البخاري، رقم الحديث : ٥٢٤٤

হাদীসে নাববীর মধ্যে এর কারণও আমরা দেখতে পাই। যেমন নিম্নের হাদীসটিতে রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ لَيْلًا فَلَا يَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا، حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ") [১৯]

'জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন: তোমাদের কোনো ব্যক্তি যখন রাতের বেলা সফর হতে ফিরে আসে, তখন সে যেন রাতের আগন্তুকের মতো অতর্কিতভাবে পরিবারবর্গের কাছে গিয়ে উপস্থিত না হয়। কারণ দীর্ঘকাল স্বামী অনুপস্থিত থাকায় স্ত্রী তার গুপ্তাঙ্গের পশম পরিষ্কার করার এবং এলোমেলো চুলবিশিষ্ট নারী তার চুল বিন্যাস করার যেন সুযোগ পায়।'

রাসূল (স.) আরো বলেছেন:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا؛ يتخَوَّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ) [২০]

'জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) রাতের বেলা (স্বামীকে সফর হতে ফিরে এসে) পরিবারের কাছে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ এভাবে পরিবারের কাছে গেলে হয়ত এমন কিছু পেয়ে যাবে যার জন্য তাদের সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়বে। অথবা তাদের কোনো দোষ আবিষ্কার করে বসবে।'

শেষ কথা হলো আপনাকে সব সময় ইতিবাচক থাকতে হবে না। অনেকে মনে করে ইতিবাচক থাকা হলো ভালো মানুষের লক্ষণ। তবে বিষয়টি এমন নয়। তাই ব্যক্তি জীবনে দুঃখ, রাগ, মন খারাপ, হতাশ, ভয় বা উদ্বিগ্ন বোধ করা কোনো খারাপ কিছু না। কারণ এসব অনুভূতি আপনাকে 'নেতিবাচক ব্যক্তি' না বানিয়ে বরং আপনাকে একজন সচেতন মানুষ হতে সহযোগিতা করে।

১৯- الراوي : جابر بن عبد الله، أخرجه مسلم، الرقم : ٧١٥

২০- الراوي : جابر بن عبد الله ، أخرجه البخاري (١٨٠١) مختصراً، ومسلم ٧١٥.

জয়েন্ট ফ্যামিলি
হায়া-শরমের কবরস্থান

শিরোনামটি দেখে হয়ত অনেকে লেখকের উপর ক্ষেপে যাবেন। তবে কারো ক্ষেপে যাওয়ায় বা যৌথ পরিবারের সুফলের ওকালতিতে কখনো শারী'য়াতের বিধি-বিধানের পরিবর্তন হবে না। তাই যারা এমন মনোভাব পোষণ করেন তাদেরকে বলবো, লেখকের উপর ক্ষেপে যাওয়ার আগে ঠান্ডা মাথায় বিষয়টি নিয়ে একটু ভেবে দেখুন। যাদের মাঝে হায়া-শরম কাজ করে তাদের কোন্ কোন্ সময়ে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে যৌথ পরিবারে লজ্জা-শরমের মুখোমুখি হতে হয়? তা নিজেরা খুঁজে না পেলে আমার কাছে শুনুন।

যৌথ পরিবারে বিয়ের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী যখন তখন হাসি তামাশা করতে পারে না। সবার সামনে একসাথে বসে একে অপরকে খাইয়ে দিয়ে প্রেম-ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারে না। দিনে-দুপুরে রুমের দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকতে পারে না। তাছাড়া স্বামী শারীরিক অসুস্থতাবোধ করলে স্ত্রী না তার খেদমত করতে পারে, আর না স্ত্রী অসুস্থ হলে স্বামী তার সঠিকভাবে দেখাশোনা করতে পারে। তাছাড়া এসব অসুস্থতাকে যৌথ পরিবারে ঢং মনে করাও একটি চিরাচরিত অভ্যাস।

আরো বড় সমস্যা হলো, শারী'য়াতে বিয়েকে দ্বীনের অর্ধেক বলা হলেও যৌথ পরিবারে বিয়ের পর নর-নারীকে বেদ্বীন হয়ে থাকতে হয়। কারণ রাতে তারা দৈহিক সম্পর্ক করে ফাজ্‌রের সালাতের জন্য সবার সামনে গোসল করে পাক-পবিত্র হতে পারে না। পরিণতিতে যৌথ ফ্যামিলি নামক হিন্দু কালচারে ডুবে থেকে নিজেদের মনগড়া সুফলের নামে দুন্‌ইয়া ও আখেরাত বরবাদের কুফলের চাদর গায়ে দিয়ে তাদেরকে বছরের পর বছর ফাজরের সালাত ছেড়ে দিতে হয় শুধু তাই নয়; বরং একজন নারীকে দুপুর পর্যন্ত যৌবনের পুরোটা সময় না-পাক থেকেই কাটিয়ে দিতে হয়।

অথচ বিয়েকে শারী'য়াতে অর্ধেক ঈমান বলা হয়েছে। অর্থাৎ বিয়ে করা হয়েছে গোনাহ্ হতে বাঁচার জন্য। ঈমানের হিফাযাতের জন্য। নিজের নৈতিক গুণাবলি বৃদ্ধির জন্য। এখন বিয়ে করে যৌথপরিবার নামক কুসংস্কারের জালে আটকা পড়ে উল্টো গুনাহের মধ্যে ডুবে থাকছে আজকের যুব সমাজ।

হ্যাঁ! যাদের পৃথক বাথরুমের ব্যবস্থা আছে তাদের কথা ভিন্ন। যাদের নেই আমি তাদের কথা বলছি। বিয়ের আগে তাদের ঈমান নিভু নিভু থাকলেও এখন বিয়ে করার পর একবারে নিভেই গেলো। তাই স্ত্রী কাছে পেয়ে নিশ্চিন্তে সময় কাটিয়ে একে অপরের কাছে প্রশান্তি লাভ করে এত দীর্ঘ রাত ঘুমানোর পরও যদি সালাতুল ফাজর আদায়ের তাওফীক্ব না হয়, তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহ্র সাথে আপনাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই কারণে সালাতুল ফাজর আদায়ের জন্য তার ঘরে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না।

অতএব সালাত ছুটে গেলে আসমানী Facebook এ Unfriend করে দেয়া হয়েছে কিনা ভাবুন। সমস্যা কোথায় তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। আর দ্রুত Blocked করার আগে মাসজিদে গিয়ে সালাতে দাঁড়িয়ে আরশে আযীমে Friend request পাঠান। মনে রাখবেন, প্রতিদিন ফাজরের সালাতের সময় কিছু লোক বালিশে মাথা রেখে নাক ঢেকে ঘুমায়। আর কিছু লোক জায়নামাযে মাথা রেখে আল্লাহ্র ওয়াহদানিয়্যাতের স্বীকৃতি দিয়ে নিজের মুক্তির জন্য কাঁদে। কেউ এই সময়ে ঘুমিয়ে থেকে সুন্দর স্বপ্ন দেখে, আর কেউ সাজদার মাধ্যমে একটি সুন্দর দিনের সূচনা করে। আপনি এখন কোন্ দলের?

মাসজিদ শুধু ইবাদাতের স্থান নয়; বরং সমাজ ও রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক ও সামাজিক কুসংস্কার মুক্ত করে ইসলামী ইনকিলাব সৃষ্টির Center ও মনে করতে হবে। বর্তমান পরিবার ও সমাজের অবস্থা হলো, একদিন ইন্টারনেট বন্ধ থাকলে সবাই শোকে কাতর হয়ে পড়ে। পুরো বাসায় সুনসান নীরবতা বিরাজ করে। কখনো কোনো কারণে WiFi connection slow হলে চারিদিকে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু আমার আপনার বাসায় ক্বোরআন কবে হতে বন্ধ পড়ে আছে? কারো জানা

নেই। মাসজিদে আমার আপনার সন্তানদের কবে হাজিরা হয়েছে তাও কেউ বলতে পারে না। এই নিয়ে কারো কোনো মাথা ব্যথাও নেই। তারপরও আমরা পাক্কা মুসলমান। কারণ অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আমাদের জন্ম হয়েছে। মুসলমানদের সমাজে আমরা বাস করি। মৃত্যুর পর মুসলমানদের কবরস্থানে আমার আপনার দাফনও হবে। তাই মুসলমান পরিচয়ের জন্য এর চেয়ে বেশি আর কি লাগে? তাই এই নিয়ে কারো প্রশ্ন করার সুযোগ কোথায়?

তাই বলছিলাম, ছেলে-মেয়ের বিয়ের পর বিষয়টি নিয়ে মা-বাবার ভেবে দেখা উচিত। এখানে লজ্জার কিছু নেই। এটি মা-বাবার দায়িত্বও বটে। কারণ মা-বাবা এবং উপযুক্ত ভাই-বোনের সামনে রাতে উঠে গোসল করতে যে কেউ লজ্জা করবে। নিজের ছেলে এবং ছেলের বউ এমন করতে পারবে না এটি সবার বোঝার কথা। পুত্রবধূর তো আরো বড় সমস্যা।

শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ভাসুর-ননদ কেন? নিজ সন্তানদের সামনেও মা-বাবা রাতে উঠে গোসল করতে পারে না। হ্যাঁ তাদের রুমে যদি পৃথক বাথরুম থাকে এবং নিজেদের প্রাইভেসি রক্ষার ব্যবস্থা থাকে সেটি ভিন্ন কথা। এমন সুযোগ সুবিধা কয়টি পরিবারে আছে? শহরের জীবনে এমন সুযোগ কয়জনের ভাগ্যে জুটে? গ্রামের বাড়িতে তো আরো বড় সমস্যা।

গ্রাম-গঞ্জের বাড়িতে ৮০% গরীব ও অশিক্ষিত মানুষের বসবাস। সেখানে অর্থের অভাবে বলুন বা লজ্জাহীনতার কারণে বলুন, নর-নারী সবাই পুকুরেই গোসল করে। তাই সেখানে নর-নারীর হায়া-শরমের মৃত্যু ছাড়াই দাফন হয়ে গেছে অনেক আগেই। নিশ্চয় আপনি লক্ষ্য করেছেন, গ্রামের নারীরা সাধারণত দুপুরে গোসল করে। পুরুষরাও কোথাও না গেলে দুপুরেই গোসল করে। নাস্তার সময় ঘুম হতে উঠে পুরুষও গোসল করতে যেখানে লজ্জা করে সেখানে যদি ঘরের বউ-ভাবি গোসল করে তখন সবাই হাসাহাসি করে। যাকে বলে কপাল পোড়া হলে গোপালরাও টিপ্পনী কাটে। যদিও মুসলমানের পবিত্র থাকাটা তার ঈমানী বৈশিষ্ট্য। রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَن أَبِي مَالِكٍ الحارِثِ بن عَاصِمٍ الأَشْعَرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الطَّهُورُ شَطْرُ الإِيْمَانِ) [২১]

'আবু মালিক আল্ আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।'

তাই উপযুক্ত কারণ ছাড়া কোনো ঈমানদারের নাপাক থাকার কোনো সুযোগ নেই। স্বামী-স্ত্রীর গোসল করতে অসুবিধা হয় বলে সালাত না পড়ার গুনাহের দায়িত্ব যৌথ পবিরারের প্রবক্তারা কেউ কি নেবে? এটি আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে। আখেরাতে কে কার দায়িত্ব নেয়ার সাহস দেখাতে পারবে?

যৌথ পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সমস্যা এখানেই শেষ নয়। যৌথ পরিবারে কয়জন পুরুষ দিনে-দুপুরে বা সকালে-বিকালে স্ত্রীকে নিয়ে পৃথক রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকতে পারে? কয়জন পুরুষ নিজের ইচ্ছে মত স্ত্রীকে কাছে পায়? উল্টো যৌথ পরিবারে স্বামী তার স্ত্রীকে যখন তখন কাছে পেতে চাইলে বউ বেচারি শাশুড়ি-ননদের শত্রু হয়ে যায়। মা মনে করেন বউ এনে দিয়ে ছেলেকে হারিয়েছেন। বোন মনে করে ভাবির কারণে ভাই এখন তাকে ভুলতে বসেছে। পরিণতিতে ভাবির সাথে শুরু হয় হিংসা। ভাবির কোনো কিছুই ননদ সহ্য করতে পারে না। অতঃপর যৌথ ফ্যামিলিতে ছেলে পেয়ে যায় বউ পাগলের খেতাব। আর বউয়ের ভাগ্যে জুটে নোংরা ও অসভ্য অপবাদ।

তবে মা ও বোন যাই কিছু মনে করুক না কেন, বিয়ের পর একজন নারী নিজের সংসারে স্বামীকে নিয়ে সারাক্ষণ মেতে থাকতে চায়। এটি তার শারঈ আধিকার। এই অধিকার লাভের জন্যই সে এই বিয়েতে রাজি হয়েছে। অতএব স্ত্রী সেপারেট থাকা এবং তাকে পৃথক রাখার দাবি নিয়ে স্বামীর কাছে হাযির হওয়া এটি তার অধিকার। যৌথ ফ্যামিলিতে এমন অধিকার হতে সে শুধু বঞ্চিত নয়, এমন অধিকার লাভের কথা কল্পনা করতেও ভয় পায়। হালাল ও বৈধ এবং জায়েয

---

[২১]- رواه مسلم في كتاب الإيمان

হওয়ার পরও যৌথ পরিবারে থাকার কারণে স্বামী-স্ত্রী যখন তখন যা খুশি তা করতে এবং একে অপরকে কাছে পেয়ে একান্তে সময় কাটাতে বা কথা বলতে পারে না।

তবে এখানে মনে রাখতে হবে, একজন মু'মিনকে সব হালাল কাজ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে সব হারাম হতে বাঁচতে হবে এটিই শারী'য়াতের হুকুম। তাই নিজের চাহিদাকে বিসর্জন দিয়ে হায়া-শরমকে বাঁচিয়ে রাখা তার ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। কারণ রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الإيمانُ بضعٍ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فأفضَلُها قَولُ لا إلهَ إلاَّ الله، وأدْناها إمَاطَةُ الأذى عَنِ الطَّرِيقِ، والحَيَاءُ شُعبةٌ مِنَ الإيمَانِ) [২২]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, ঈমানের ষাটটির মত শাখা রয়েছে। সবচেয়ে উত্তম হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। আর ছোট হলো রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা। লজ্জা-শরমও ঈমানের একটি অঙ্গ।'

একজন মু'মিন ঈমানের দাবি করলেও তার মধ্যে লজ্জা না থাকলে সে যা খুশি তা করতে পারবে বলে রাসূল (স.) বলেছেন:

(عن أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ) [২৩]

'আবু মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমার যদি লজ্জা না থাকে তাহলে যা খুশী তা কর।'

তাই বলছিলাম! আপনার পরিবারের নারী-পুরুষের মধ্যে যদি হায়া-শরম না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে তাদের মধ্যে ইসলামও নেই, ঈমানও নেই। অতএব মুসলিম দাবিদারের মধ্যে হায়া-শরম অর্থাৎ ইসলামের এই Symbol অবশ্যই থাকতে হবে। আব্দুল্লাহ্‌র ছেলে

২২- متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان

২৩ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، فتح الباري شرح صحيح البخاري.

আব্দুল্লাহ্ হলেই চলবে না। মুসলিম সমাজে বাস করলে এবং মৃত্যুর পর মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন হলেই মুসলমান দাবি করা যাবে না। কোথায় কখন কার মৃত্যু হবে এটি ভাবার দরকার নেই। কত জনের লাশ এখন খালে বিলে পড়ে আছে। কাকে কে কোথায় হত্যা করে লাশ পর্যন্ত গুম করে ফেলছে, কে কার খবর রাখে? তাই আমার আপনার কোন্ অবস্থায় মৃত্যু হবে সেটিই আমাদেরকে ভাবতে হবে। এটিই আমার আপনার ঈমানের পরিচয়।

এটি আমরা বুঝতে পারি না বলেই আজ আমাদের এই অবস্থা। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, আল্লাহ্ কিছু মানুষকে খুব সুন্দর এবং পাগল করা এক সুর ও কণ্ঠ দিয়েছেন। যার দাবি ছিলো, তারা সেই সুর ও কণ্ঠদাতার হামদ গাইবে। তাঁর রাসূলের শানে না'ত গাইবে। ক্বোরআন তিলাওয়াত করে ঘুমন্ত বিশ্বকে জাগিয়ে তুলবে। কিন্তু না, তারা তা না করে অশ্লীল গান গেয়ে, প্রেমিকার গুণকীর্তন সম্বলিত গজল গেয়ে যুব সমাজের চরিত্র নষ্ট করে ফেলেছে। আর যাদের চরিত্র নষ্ট করছে তারাই তাদেরকে বাহ্বা দিচ্ছে। তাই বলছিলাম, বেকুব বোঝার জন্য কি কিতাব দেখতে হবে? আর আখেরাতের আদালতে নিজেদের মামলার রায় কী হবে তা জানার জন্য কোনো শায়খুল হাদীসের কাছে যেতে হবে?

বর্তমান পরিবার ও সমাজ যিনাকে যত সহজ ভাবছে এটি তত সহজ নয়। কারণ এটি প্রথম মানুষের আক্বল বা বুদ্ধি, অতঃপর শেক্ল বা আকৃতি পরিশেষে নাস্ল বা বংশকে নষ্ট করে ফেলে। কি বুঝলেন? মনে রাখবেন, যিনা হলো গান্দেগী বা ময়লা। বিয়ে হলো বন্দেগী বা ইবাদাহ্। স্ত্রী হলেন যিন্দেগী বা জীবন। অতএব ত্বালাক্ব শরমেন্দেগী বা লজ্জা এবং স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা দরেন্দেগী বা হিংস্রতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আগে মুসলিম সমাজ ও পরিবারে ছেলে-মেয়ের বিয়ে সহজ ছিলো এবং ব্যভিচার কঠিন ছিলো। কিন্তু এখন সমাজের উন্নয়নের নামে বিষয়টির পরিবর্তন ঘটেছে। বিয়ে কঠিন হয়েছে। যেনা-ব্যভিচার সহজ হয়েছে। অনুরূপভাবে আগে একজন কাফের বা নন মুসলিমকে মুসলিম

বানানোর চেষ্টা চলতো এবং বানাতে প্রচুর সময় লাগতো। কিন্তু এখন একজন মুসলিমকে কাফের বানাতে খুব বেশি সময় লাগে না। এরই নাম উন্নয়ন?

মনে রাখবেন! বৃষ্টি না হলে যেমন ফসল নষ্ট হয়ে যায়, এবং দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী না থাকলে যেমন পারিবারিক বাগানটি শুকিয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে দৈনন্দিন জীবনে দ্বীন না থাকলে নাস্‌ল বা বংশ নষ্ট হয়ে যায়। অতএব নিজের বংশ টিকিয়ে রাখার জন্য দ্বীনকে আঁকড়িয়ে ধরুন। হায়া-শরম ইসলাম ও মুসলমানদের পরিচয়। যার লজ্জা শরম নেই তার কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন:

(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ) [২৪]

'রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, প্রত্যেক ধর্মের কিছু বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র রয়েছে। আর ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো হায়া-শরম।'

উল্লিখিত হাদীসগুলোর আলোকেই বলছি, যৌথ পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর যা খুশি তা করার সুযোগ কয়টি পরিবারে আছে? কয়টি পরিবারে নববধূকে ঘরে তোলার আগে তার প্রাইভেসি রক্ষার ব্যবস্থা হয়? তার পর্দা নিয়ে কি কি সমস্যা হতে পারে কয়জনে ভাবে? কার কার সাথে তার দেখা দেয়া জায়েয? কার সামনে তার শরীর কতটুকু ঢাকতে হবে এবং কতটুকু খোলা যাবে এমন কথা ভাবার তো প্রশ্নই আসে না। বিয়ের আগেই তো বউ দেখার নামে চৌদ্দ পুরুষ গিয়ে যখন তাকে পছন্দ করেছে তখনই নিজ মা-বাবার সামনে তার ইয্‌যাতের দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

আরেকটি সত্য ও বাস্তবতা হলো, প্রতিটি পুরুষ তার স্ত্রীকে প্রতি রাতেই কাছে পেতে চায়। অনেক সময় স্ত্রী ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় স্বামীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে বাধ্য হয়। স্ত্রী নিরুত্তাপ থাকলেও স্বামীর উত্তাপে দৈহিক সম্পর্ক পুরোপুরি না করলেও স্ত্রীর উপর গোসল ফারয্ হয়ে যায়। এটি শারী'য়াতের বক্তব্য। আর নারী বেচারি তখন পড়ে যায়

২৪- سنن ابن ماجه ، كِتَاب الزُّهْدِ ، بَاب الْحَيَاءِ، رقم الحديث : ٤١٧٩

লজ্জায়। সবাই কি মনে করবে, এটি ভেবে প্রতি রাতে সে গোসল যেমন করতে পারে না, স্বামীকেও তেমন নিজের কাছ থেকে দূরে রাখতে পারে না। রাখবেই বা কেমন করে? স্বামীর সঙ্গ দেয়ার জন্যই তো সে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছে। আর একজন নারীকে কাছে পাওয়ার জন্যই শারী'য়াতের আলোকে কালেমার মাধ্যমে আমানাত হিসেবে একজন পুরুষ প্রকাশ্যে ঘোষণার মাধ্যমে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে নিজের ঘরে তুলে এনেছে। স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন হবে তা বলতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دعَا الرَّجُلُ امْرأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّى تُصْبِحَ)[২০]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, যখন কোনো লোক তার স্ত্রীকে নিজের বিছানায় ডাকে, কিন্তু সে আসে না, ফলে স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়, এমতাবস্থায় ফেরেশ্তারা ঐ স্ত্রীকে সকাল না হওয়া পর্যন্ত অভিশাপ দিতে থাকে।'

আমরা যেমন পূর্বে উল্লেখ করেছি, শারী'য়াতের সাপোর্ট নিয়ে নিজ স্ত্রীকে একটু খোলা-মেলা দেখতে এবং হাসি-তামাশা করতে স্বামীর মন চায় এবং বিয়ের মূল উদ্দেশ্যও এটি। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এটি শার'ঈ কর্তব্য। যৌথ পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দৈহিক সম্পর্ক ছাড়াও একান্তে যখন তখন সময় কাটাতে পারে না। অথচ সময় কাটানোর জন্য স্বামীর আঙিনায় তার আগমন ঘটেছে। তবে কাটালে হায়া-শরমের জানাযাহ্র কফিন প্রকাশ্যে সবার কাঁধে চড়ে দাফন হয়ে যাবে। এ কারণেই আমি উপরিউক্ত শিরোনামটি দিয়ে সমাজকে সচেতন করার চেষ্টা করছি মাত্র। অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়।

২০- أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء: آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، ١١٦/٤، برقم: ٣٢٣٧، ومسلم، كتاب النكاح، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، ١٠٥٩/٢.

মডার্ন সেজে কি হারিয়েছেন?

ইসলাম নর-নারীর বিয়ের মূল উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির দিক-নির্দেশনা দিলেও মডার্নিজম উভয়ের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। আর নারী এটিকেই তার জীবনের সকল চাওয়া-পাওয়া মনে করে বসেছে। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে বর্তমান সময়ের সকল আঙিনায় আসল বাদ দিয়ে নকলকেই আসল মনে করা হচ্ছে। তাই সংসার বাদ দিয়ে স্ত্রীকে চাকরিতে পাঠিয়ে মডার্ন সাজছে। অথচ রাসূল (স.) স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আন্তরিকতার পরিবেশ সৃষ্টি এবং তাদের নিজেদের জীবনের প্রতিটি বাঁকে ও মোড়ে বজায় রাখা ও থাকার জন্য স্বামীর উপস্থিতিতে স্ত্রীকে নাফ্‌ল রোযা রাখার সময়ও নিজ স্বামীর অনুমতি নেয়ার কথা বলেছেন। আমরা হাদীসের ভান্ডারে এমন একটি হাদীস দেখতে পাই:

(عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ)[২৬]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, স্বামী বাড়িতে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া কোনো স্ত্রীর নাফ্‌ল রোযা রাখা হালাল নয়। তার অনুমতি ছাড়া অন্য লোককে তার ঘরে আসার অনুমতি দেয়াও তার জন্য হালাল নয়।'

তবে বর্তমান সময়ের বাস্তবতা হলো, স্ত্রীর এখন আর কাউকে বাসায় আনতে হচ্ছে না। কেউ চাকরির সুবাদে আর কেউ শিক্ষা-গবেষণার নামে যখন তখন স্বামীকে টা টা দিয়ে যার তার সাথে যেখানে সেখানে চলে যাচ্ছে। আবার অনেকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে ভোগের সম্পর্ক মনে করে এটিকে গুরুত্বহীন বা শুধু বিছানার প্রোডাক্ট মনে করে স্ত্রীর কোনো দায়িত্বই পালন করতে চায় না। আর স্ত্রী এটিকেই সুযোগ

---

২৬ - رواه البخاري، كتاب النكاح.

হিসেবে গ্রহণ করে নিজের ইচ্ছে মত যা খুশি তা করে চলছে। অথচ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তাদেরকে শুধু গুনাহ্ হতে বাঁচায় না; বরং জান্নাতের পথও দেখায়। উল্টো হলে জাহান্নামেও নিয়ে যাবে। ক্বোরআন-সুন্নাহ্ ও শারী'য়াতে ইসলাম এটিই বলে।

শারী'য়াত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গভীর রাখতে এবং দেখতে চায়। একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট থেকে সহানুভূতিশীল হয়ে দাম্পত্য জীবন পরিচলনা করতে শেখায়। যেই সন্তুষ্টি নারীকে জান্নাতে পৌঁছাবে বলে রাসূল (স.) নারী জাতিকে সুসংবাদ শুনিয়েছেন এভাবে:

(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيما امرأةٌ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْـجَنَّةَ) [২৭]

'উম্মে সালামাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, যে নারী স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মারা যাবে সেই নারী জান্নাতে যাবে।'

উপরোক্ত হাদীসটি গভীর ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, নর-নারীর বিবাহিত জীবন ভোগের জীবন নয়; বরং এটি জান্নাতের পথও সুগম করে। স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। তবে যে পরিবারে শারী'য়াতের বাইরে কোনো কিছু হওয়ার বা করার কোনো নযির নেই, সবাই দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ এবং পরিবারের নারী-পুরুষ সবাই পর্দাসহ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সচেতন সেখানে যৌথ পরিবার একটি রাহমাত হিসেবে মনে করা হয়। কারণ এমন পরিবার অন্যদের জন্য মডেল হয়ে তাদেরকেও একই পরিবারে থেকে শারী'য়াতের বিধি-বিধান পালন করা সম্ভব তার বাস্তব নমুনা পেশ করে। শারী'য়াতের উপর অটল দেখে আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে ঈর্ষা জন্ম নেবে।

ইসলামের এহেন সৌন্দর্য দেখে নিজেদের জীবনতরীকে ইসলামের আঙিনায় ভেড়াতে উদ্বুদ্ধ হবে। নর-নারীর দাম্পত্য জীবন সাজানোর

---

[২৭] - فقد روى الترمذي وابن ماجه والحاكم

শারী'য়াতের এসব দিক-নির্দেশনাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মডার্নিজমের নামে সর্বত্র বেহায়াপনার সয়লাবে ভাসছে পুরো পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। তাই সম্প্রতি যশোরের ফারহানা নামের একটি মেয়ে তার বিয়ে উপলক্ষে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে বাইকের মোহড়া দিয়ে দেখিয়ে দিলো যে, শুধু ঢাকা নয়; বরং পুরো দেশ এখন বেহায়াপনার সয়লাবে ভাসছে। এটির প্রমাণও পাওয়া গেছে। তার সমর্থনে যখন অনেকে বাহ্‌বা দিয়েছে, তখন বোঝা গেলো শুধু এক ফারহানা নয়; বহু ফারহানা রয়েছে এবং তার ভাইয়েরাও সমাজে বেহায়াপনা ছড়িয়ে দেয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

উপরিউক্ত বেহায়াপনা নিয়ে আমি ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছিলাম যেখানে লিখেছিলাম:**'বিয়ের অনুষ্ঠানে শারী'য়াতে ইসলামকে গলাধাক্কা দেয়ার পর মিডিয়ায় বিচ্ছেদের হার উল্লেখ করে মাতম করা পাগলের কান্ড বললেও কম হবে।'** একজনের কমেন্ট দেখুন: **'স্যার আমি সমস্যা দেখছিনা। তাদের স্বাধীনতা তাদেরকে দেওয়া উচিৎ মনে করি। ইসলামে কি মেয়ে বাইক চালাতে পারবে না? তৎকালীন আরবে আয়েশাহ্ (রা.) ঘোড়ায় আরোহণ করে উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। আমি মনে করি সে দিন যদি বাইক থাকতো তিনি বাইক চালিয়ে সেখানে যেতেন।'**

আমি লিখলাম কি আর কমেন্টকারী গর্দভ বুঝলো কি? আমি কি বোঝাতে চাইলাম আর সে কি বুঝলো? বুঝবেই না কেন? তারাতো মূলত ধান্ধাবাজ। তাই আয়েশাহ্ (রা.) আরবের কোন্ পরিবেশে কাদের মাঝে উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন সেটি না জেনে ধান্ধাবাজরা আজকের ফারহানাদের অশালীন কাপড়ে বেসামাল শরীর দেখিয়ে বাদাইম্মা ও লম্পটদের মাঝে বাইক নিয়ে আনন্দে মেতে উঠাকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করছে।

খুশির কথা হলো, একজন উত্তর দিয়ে তার সম্পর্কে সন্তব্য করে **'টাইপ অব আবাল্‌স'** লিখে বুঝিয়ে দিয়েছে। তাই কমেন্ট করার আগে বুঝতে হবে। তা না হলে অন্যরা **'টাইপ অব আবাল্‌স'** বলে খেতাব দেবে। তবে আমি কখনো কোনো কমেন্টের উত্তর দেই না। আমার চিন্তাধারার

বিরুদ্ধে অসভ্য ভাষায় Negative Comment এর উত্তরে আমি সব সময় চুপ থাকি। কারণ কিছু মানুষের চিকিৎসা শব্দের মাধ্যমে কখনো সম্ভব নয়। আমি মনে করি, কারো সাথে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে কেউ কখনো অপমানসূচক শব্দ ব্যবহার করে না; বরং নিজের হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা বাস্তবতার প্রকাশ ঘটায়। তাই মনে রাখবেন, নিজের জীবন রঙ্গিন করার দায়িত্ব কাউকে দেবেন না। কারণ হতে পারে তার হাতে কালো রং ছাড়া আর কোনো রঙই নেই। তাই তার কাছে যেই রং আছে শুধু সেই রঙটিই মতবিরোধের সময় সে ব্যবহার করে।

আমি মনে করি মতবিরোধে অশোভনীয় শব্দ ব্যবহার আচারের মত বোয়াম হতে ঢেলে নেয়ার জিনিস নয়। এটি অযত্নে পড়ে থাকা বইতে লেগে যাওয়া এক প্রকারের সাদা পোকার মত। যে পোকা অবহেলা ও অযত্নে পড়ে থাকা বই-পত্রে Automatically লেগে যায় এবং খেয়ে ফেলে। তাদের বেলায়ও তাই হয়েছে। নীতি ও আদর্শহীন হওয়ায় তাদের ব্যবহার খারাপ। অথচ সমালোচনারও একটা নিয়ম-নীতি আছে। আর তা হলো, মত পার্থক্যের তীরটি যদি নিক্ষেপ করতেই হয় তাহলে সেটির চঞ্চু বা ফলাটিকে মধুর মধ্যে ডুবিয়ে নিলে ব্যথা কম হওয়ার সম্ভবনা থাকে। মতবিরোধকারীরা এটি করতে জানে না বলে আমি কমেন্টের উত্তর দিয়ে তাদের সাথে আরো তিক্ততায় জড়িয়ে পড়তে চাই না।

আমি কোনো ব্যক্তিকে টার্গেট নিয়ে লিখি না। আমি মনে করি আমার পোস্ট পড়ে নেগেটিভ মন্তব্য করা আর উলুবনে মুক্তা খুঁজে বেড়ানো সমান কথা। কারণ আমার লেখা যারা হযম করতে পারে আমি তাদের জন্যই লিখি। একবার আমার কলিগ ড. রাফীকুল হক্ব (সহকারী অধ্যাপক) ফোন করে বললেন, স্যার আপনার লেখার আলাদা একটা স্টাইল আছে। আপনার ভাষার মধ্যে রস আছে। প্রতিদিন সমসাময়িক বিষয়ের উপর আপনার সুন্দর সুন্দর লেখা পড়ে থাকি। খুব ভালো লাগে। তাই আপনার নাম ছাড়াও কোথাও কোনো লেখা পড়লেই বুঝতে পারি যে, এটি নাদভী স্যারের লেখা।

ড. রাফীকুল হক্বকে উত্তরে আমি বললাম, আল্ হামদু লিল্লাহ্! আসলে না লিখে আমি থাকতে পারি না। তাই সমসাময়িক বিষয়ের উপর কলম ধরি। অনেক সময়ে কঠিন লেখাও লিখে ফেলি। অনেকে ত্যক্ত-বিরক্তও হয়ে থাকেন। দেখা হলে বলেও ফেলেন যে, স্যার! ফোন খুললেই খালি আপনার লেখা আসতে থাকে। ফেসবুকে ঢুকলেই আপনার লেখা চোখে পড়ে।

আমার লেখায় অনেকের বিরক্ত হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, আমি তাদের দুর্বল পয়েন্ট এ আঘাত করি। তাই অনেকে বলে, আপনার বই বাসায় নেয়া যাবে না। কারণ এই বই বাসায় থাকলে ওয়াইফ চালাক হয়ে যাবে। আমাকে আপনার বই হতে দলীল দিয়ে চেপে ধরবে। তবে সত্য কথা হলো, আমি কাউকে আঘাত দেয়ার জন্য কলম ধরি না। এধরনের লেখা যখন আমি লিখতে বসি, তখন এক লাইন লেখি আবার একটু বসে ভেবে দেখি। লিখবো কি লিখবো না? তা নিয়ে চিন্তা করতে থাকি। তখন আমার মন আমাকে এই বলে সাহস দেয় যে, **যা দেখি তাই বলতে অভ্যস্ত আমি। আমার শহরের সব চেয়ে বড় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আমি**।

جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں

میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں

তবে সত্য কথা হলো, অসভ্যদের দুর্ব্যবহারের উত্তর হলো সৎ ব্যবহার। মূর্খতার উত্তর হলো নিরুত্তর থাকা। তাই আমার পোস্ট এ নেগেটিভ কমেন্টের কখনো আমি দেই না। কেউ আমার কাছ থেকে এমন অসভ্য কমেন্টের উত্তর আশা করবেন না। তারপরও আমি লক্ষ্য করছি আমার পোস্ট পড়ে অনেকে Depression হতে বাঁচার জন্য Negative Comment করাকে দায়িত্ব মনে করে। কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে তারা আবারও Depression এ ভোগে। তাছাড়া আমি মনে করি Facebook এ বন্ধুত্বের সম্পর্ক যত সহজ ও আপন মনে করা হয় তত সহজ ও আপন নয়। এখানে কখনো কাউকে Block করে আবার কখনো কারো হাতে নিজে Block হয়ে এই সম্পর্ক ও জীবনকে সহজ বানাতে হয়।

এই প্রসঙ্গে সমালোচক ভাইদেরকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলছি, সমালোচনা করুন, তবে নম্র ও ভদ্র ভাষায় করুন। কারণ নম্র ও ভদ্র আচরণ মানব আত্মাকে জাগিয়ে তোলে দ্রুত ভুল সংশোধনে সাহায্য করে। আর কর্কশভাষা গাল-মন্দ দলাদলি সৃষ্টি করে আত্মম্ভরিতা এবং অহংকারকে সাজিয়ে গুছিয়ে নববধূর রূপে দেখিয়ে পরস্পরকে ফেত্না-ফাসাদে লিপ্ত করে।

ফেসবুকের জগাখিচুড়ী বন্ধুদের আসল রূপ দেখতে হলে তাদের মতের বিরোধী কিছু করে বা লিখে দেখুন। কারণ আপনার কর্মটি তাদের ব্যক্তিত্বের X-ray report. কিছু মানুষ আমার শব্দ ও ভাষা দিয়ে নিজেদের আঘাতের স্থানগুলো সেলাই করে নেয়, আর কিছু মানুষের হৃদয়ে আমার ভাষা কাঁটার মত আঘাত করে প্রতিনিয়ত। তাই তারা আমার কলম ভেঙ্গে ফেলতে চায়। বার বার আমাকে অপরাধী বানিয়ে তাদের মুখোমুখি করে। তবুও লিখছি। কলম চলছে। তবে আমার কলমের আঘাতে যারা ক্ষত-বিক্ষত তাদেরকে বলছি, শুনুন! আমার কোনো বক্তব্য বা লেখা নির্দিষ্ট কাউকে উপলক্ষ করে হয় না। তাই অনর্থক নিজেকে আমার কলমের টার্গেট মনে করে জ্বলে পুড়ে মরবেন না। বা আমার কলমকে থামিয়ে দেয়ার জন্য পর্দার আড়ালে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে হীনমন্যতার পরিচয় দেবেন না।

আমি মনে করি কোনো এক সময় কোনো গবেষক আমার চিন্তাধারা নিয়ে গবেষণা করে আরো উত্তম কিছু খুঁজে বের করবে। হয়ত সেদিন আমি থাকবো না। তাই উদাহরণ হিসেবে যুগের ভাষায় আমি বলে থাকি ও লিখে চলছি। অতএব যিনি মনে করেন আমার তীরটি তার গায়ে লেগেছে, তার কালবিলম্ব না করে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। হাউ-মাউ করে নিজের গায়ে লেগেছে বলে সবাইকে জানিয়ে দেয়াও কিন্তু নির্বুদ্ধিতার শামিল।

এখানে আমার আলোচনা চলছিলো মডার্ন সেজে আমরা কি হারিয়েছি? মডার্ন সেজে আমরা আমাদের আসল পরিচয়ই হারিয়ে ফেলেছি। তিক্ত হলেও সত্য, ইসলামের সহজ বিষয়গুলোকে আমরা কঠিন বানিয়ে ফেলেছি। পরিণতিতে দিনে-দুপুরে পরিবার ও সমাজে পাপের জন্ম

হচ্ছে। বিয়ের মত সহজ একটি বিষয়কে কঠিন এবং মোহর ৫/১০ লাখ টাকা হওয়ায় ব্যভিচারের পথ উন্মুক্ত হচ্ছে। পাপ সহজ হচ্ছে। এর জন্য এখন শুধু ক্ষমতা বা একটি মোবাইল কলই যথেষ্ট। মোটকথা, মডার্নিজম ব্যভিচারকে উৎসাহিত করছে। এই কারণেই কিছু কিছু গর্দভের বিয়ের আগেই নাকি একজন নারী বউ হয়ে যায়। তাই সেই বউয়ের ইচ্ছা পূরণে হেলিকপ্টার ভাড়া করে পুরাতন বউকে নতুন করে আনতে যায়।

যারা এমন হারাম Relationship এর মাধ্যমে কাউকে বউ বানিয়ে সুখে থাকার স্বপ্ন দেখে তাদেরকে বলছি শুনুন। হারাম Relationship এর পরিণতি কী জানেন? হারাম Relationship এর মাধ্যমে জন্ম নেয়া প্রতিটি আশ্বাস ও নিঃশ্বাস যত সুন্দর ভাবে এবং যত আকর্ষণীয় কথার মালা দিয়ে উপস্থাপন করা হোক না কেন, এটি মূলত সব সময় উভয়ের কাছে মিথ্যার চাদরে মোড়ানো থাকে। তাই এখানের ভালোবাসা সব সময় এক তরফা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এখানে সব সময় এক হাতেই তালি বাজে।

পরিশেষে পুরুষ সমাজে হায়া শরম এবং অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার কথা যখনই উঠে তখনই সমাজের অধিকাংশের মনে নারীর চিত্র ও চরিত্র ভেসে উঠে। অথচ হায়া-শরম পুরুষের মধ্যেও ততটুকুই প্রয়োজন এবং থাকতে হবে যতটুকু একজন নারীর মধ্যে প্রয়োজন ও থাকতে হবে। তাই Young Generation কে বলছি মনে রাখতে হবে! সাপ দেখতে যতই সুন্দর এবং ছুঁতে যতই নরম তুলতুলে মনে হোক না কেন? সাপ যখন পেছনে ফিরে তখন কিন্তু তার দাঁতে শুধু বিষ আর বিষ থাকে।

তাই আপনি যে দিকেই তাকান না কেন, হারাম Relationship এর এই আঙিনায় শুধু একজনকেই সকাল-সন্ধ্যা ফুঁপিয়ে কাঁদা ও চেঁচিয়ে কাঁদার কাজটি করতে দেখবেন। এখানে শুধু একজনকেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে এবং আহাজারি করে অস্থিরতা প্রকাশ করতে দেখবেন। পরিশেষে সেই মিথ্যার চাদরে মোড়ানো ভালোবাসাকে পাওয়ার জন্য নযর ও নিয়ায, চাদর ও চেরাগ, চামেলী ও গোলাপ, হালুয়া ও কাবাব নিয়ে ল্যাংটা বাবা ও ভন্ড বাবার দরবারে গিয়ে একজনকেই শুধু ধর্ণা

দিতে দেখবেন। অতঃপর সেখানে গিয়ে বাবার মাযারে সাজদায় লুটে পড়ে ঈমানের যা সামান্য কিছু ছিলো সেটি হারিয়ে আত্মহত্যার পথ ধরেই নিজেই সেই কাল্পনিক স্বর্গের স্বাদ মেটায়। কেউ স্বীকার করুক বা না করুক এটিই হলো হারাম Relationship এর পরিণতি। অতএব এই আঙিনায় পা রাখার আগে শতবার নয়, হাজারবার আপনাকে হারাম Relationship এর পরিণতি সম্পর্কে ভাবতে হবে।

তাই বলছিলাম, আসমানী নিয়োগ পত্রে পুরুষই নারীর Security Guard। মানব সমাজে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত নারী দিবস পালনের জন্য আল্লাহ্ চারজন Security Guard নিয়োগ করেছেন। তারা কে জানেন? তারা হলেন, নারীর বাবা ও ভাই, স্বামী ও ছেলে। নারী জীবনে এরচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং নারীর শুভাকাঙ্ক্ষী আর কে হতে পারে? এদেরকে বাদ দিয়ে যারা নিজেদেরকে নারীর নির্ভরযোগ্য বলে দাবি করে এবং তাদেরকে স্বাধীনতা ভোগের স্বপ্ন দেখায় তারা মূলত ধান্ধাবাজ।

অতএব পশ্চিমাদের শেখানো বুলি আওড়ানো এবং ইসলামকে গাল-মন্দ করার আগে এবং তাদের দেখানো পথে চলার আগে নারী দিবস পালনের স্লোগানের প্রভাবে যারা প্রভাবিত, তাদেরকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলবো, নারী দিবসের স্লোগানের আড়ালে অর্জিত নারীর ইযযাত দেখতে হলে ইউরোপে গিয়ে দেখে আসুন। সেখানে নারীরা Aid's Free লিখে গলায় কার্ড ঝুলিয়ে ১০ ডলারের বিনিময়ে নারী দিবস পালনে নিজেকে অন্যের ভোগের পণ্যে পরিণত করার জন্য কার পার্কিং এ সকাল-সন্ধ্যা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী বুঝলেন?

আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, তারা যদি ধান্ধাবাজ না হতো এবং নারী শিকারের ফাঁদ না বসাতো তাহলে International women's day বা আন্তর্জাতিক নারী দিবসের নামে সত্যিই পুরুষ সমাজে নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে যে র‍্যালী বের হতো সেখানে তুলে ধরা প্লেকার্ডে লিখা থাকতো:

- বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীর ওয়ারিস হওয়াকে স্বীকৃতি দিয়ে নারীর হক্ব নিশ্চিত করে দ্রুত তার হক্ব দিয়ে দিন।

- মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত। অতএব নারী নিজের মা হোন বা নিজ সন্তানের মা হোন, তাঁকে ইয্যাত ও সম্মান দিন।
- শিক্ষা নারীর মৌলিক অধিকার। তাই তার সু-শিক্ষার পদক্ষেপ হিসেবে Co-education system বন্ধ করে পৃথক স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহন করুন।
- ঘরের কাজে নারীর সহযোগিতা করা রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর সুন্নাহ্। তাই নিজ নিজ স্ত্রীকে ঘরের কাজে সহযোগিতা করুন।
- উত্তম পুরুষ হলেন তিনি, যিনি নিজ স্ত্রীর কাছে উত্তম। তাই তার সকল বৈধ চাহিদা পূরণ করে নিজেকে একজন নারীর উত্তম স্বামীর পরিচয় দিন।
- নারীর পর্দার কথা যেমন ক্বোরআনে বলা হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে মু'মিন পুরুষের দৃষ্টিও নিচু রাখার হুকুম ক্বোরআনে বর্ণিত হয়েছে। তাই একটি মনে রেখে অন্যটি ভুলে গিয়ে মু'মিনের দাবি করা শারী'য়াতের সাথে প্রহসন নয় কি?
- নারীর ইয্যাত করা শুধু পুরুষের দায়িত্ব নয়; রাষ্ট্রেরও কর্তব্য।
- কন্যার সু-শিক্ষাদানকারী বাবা জান্নাতে রাসূল (স.) এর সাথে থাকবেন। তাই কন্যার জন্মকে অপছন্দ করবেন না।
- পর্দাসহকারে ইয্যাতের সাথে রুজি-রোজগার করা নারীর অধিকার নিশ্চিত করুন।
- ক্বিয়ামাতের দিন সবাইকে নারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। তাই জীবনের সকল বাঁকে ও মোড়ে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করুন।
- কন্যা সন্তান আল্লাহর দেয়া সর্বশ্রেষ্ঠ একটি নিয়া'মাত। তাই মাতৃগর্ভে কন্যার ভ্রুণ হত্যা বন্ধ করুন।

  এসব না লিখে, না করে কী করা হলো? ইস্টাবলিস্ট হওয়ার জন্য শরীর প্রদর্শন করা হলো। কত বড় অপদার্থ হলে নারী অশালীন কাপড় গায়ে দিয়ে নারী দিবস পালনের নামে ঘর হতে বের হয়ে অলিগলিতে দাঁড়িয়ে থাকা বাদাইম্মাদের কাছে শালীনতা বজায় রাখার দাবি জানিয়ে তাদের কাছে ইয্যাত ও সম্মান পাওয়ার আশা রাখে!

যারা এমন করছেন তাদেরকে বলছি, চাদর এবং চার দেয়ালের মাঝে অবস্থানরত নারীর কখনো এসব আন্দোলনের প্রয়োজন পড়ে না। কারণ তারা ভালো করেই জানে, নারীর নারীত্ব বজায় রেখে মানব সমাজে ইয্যাত পাওয়া এবং নারীকে সম্মান দেয়া এটি নারীর প্রতি ইসলামের এহসান। আর তাকে নারী স্বাধীনতার নামে ঘর হতে বের করে এনে চৌরাস্তায় দাঁড় করিয়ে যুল্‌ম অত্যাচারের মুখোমুখি করা নারীর প্রতি বর্তমান সভ্যতার অবদান!!

তারপরও নারী নিজেকে স্বাধীন ভেবে নিজের বিয়ের সিদ্ধান্ত নিজে নিয়ে কখনো রাতের অন্ধকারে আবার কখনো দিনে দুপুরে মা-বাবাকে অন্ধকারে রেখে বাদাইম্মার প্রেমে ডুবে আছে? তাকে রাজপুত্র মনে করে গোপনে বিয়ে করে ফেলছে? যারা মা-বাবাকে বাদ দিয়ে গোপনে বিয়ে করতে যাচ্ছ মনে রেখো! তোমরা কোনো দিন সুখি হতে পারবে না। এটি কোনো বদ্ দো'য়া নয়; বরং এটি আজকের সমাজের ১০০% নিশ্চয়তা ও বস্তবতা।

নারীকে বলছি! তুমি কি জান? যেই বাদাইম্মার প্রেমে ডুবে থেকে তুমি স্বর্গীয় সুখের স্বপ্ন দেখছো সেই প্রেমের ব্যথার ন্যাচার কিন্তু খুবই বৈচিত্র্য। এটি তোমার পাগলামি এবং খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। কারণ এমন পাগলামি Depression সৃষ্টির অতি নিকটে। যেই Depression বা বিষণ্নতা কখনো চোখের কোণের অশ্রু শুকিয়ে দেয়, আবার কখনো অশ্রু বানিয়ে গড়িয়ে ফেলে সাগরে পরিণত করে। যে সাগরে ৯৯.৫ নারীকেই বার বার ডুবতে দেখা গেছে। তুমিও কি সেই পথের পথিক?

একটু চোখ খুলে তাকিয়ে দেখ, দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখতে পাবে, আজ নারী সব আঙিনায় ক্ষতিগ্রস্থ। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (স.) আগমনের মাধ্যমে ১৪৪৪ বছর পূর্বে ইসলাম নারীকে স্বাধীনতা দিয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলামপন্থীরা তাদেরকে ঘরের বাইরে যেতে দেয়নি। সত্য কথা হলো, নারীকে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার পেছনে ইসলামপন্থীরাও কম দায়ী নয়। তারা নারীকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী রাখাকে ইসলাম মনে করেছে। আর পশ্চিমা সভ্যতা নারীকে স্বাধীনতা

দিয়ে ঘরে হতে বের করে চৌরাস্তায় দাঁড় করিয়ে আর ঘরের ভেতরে যেতে দেয়নি।

আমি মনে করি উভয়পন্থীদের কেউ উগ্রতা আর কেউ শৈথিল্য মনোভাবের শিকার হয়েছে। পরিণতিতে নারী ইসলামপন্থীদের উগ্রতার কারণে ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে পশ্চিমাদের বাতলানো পথে জীবন ভোগ করতে গিয়ে দুন্ইয়া ও আখেরাত উভয়টি হারাতে বসেছে। দুন্ইয়াতে আমরা শুধু এইজন্যই মার খাচ্ছি যে, আমরা মুসলমান। আর আখেরাতেও এই জন্যই আমরা মার খাবো কারণ, আমরা দুন্ইয়াতে শুধু নামের মুসলমান ছিলাম। বিশ্ব আজ ইয়াওমুন নিসা বা নারী দিবস পালন করছে। অথচ ইসলাম ১৪৪৪ বছর পূর্বে নারীর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেছে শুধু তাই নয়; বরং মানব জাতির শ্রেষ্ঠ কিতাব আল্ ক্বোরআনের মধ্যে সুরাতুন নিসা নামে একটি সূরাও সংযোজিত হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর আগমনের পর প্রতিটি দিন তাঁর উম্মাতের আঙ্গিনায় নারী দিবস পালিত হচ্ছে।

আল্ ক্বোরআনে সূরাতুন নিসা নামক একটি সূরা সংযোজিত হওয়া ইসলামে নারীর গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য Strong Evidence নয় কি? নারী দিবসের নামে নারীকে পুরুষের কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে পুরুষ বানানোর চেষ্টা করা নারী চরিত্রের সাথে শতাব্দীর প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি মনে করি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের চেয়ে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারীদের আঙ্গিনায় ইলমে দ্বীনের আলো ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজন বেশি।

নারীদেরকে বলছি আপনারা নোট করুন। নারীর ইয্যাত ও সম্মান, একরাম ও ইহ্তেরাম যা পাওয়ার কথা ছিলো ইসলাম তা নারীকে ১৪৪৪ বছর পূর্বেই দিয়ে দিয়েছে। নারীর কোনো অধিকার ইসলাম বাকি রাখেনি। এখন অতিরিক্ত সম্মান ও স্বাধীনতা লাভের জন্য বিভিন্ন দিবস এবং রঙ্গিন স্লোগান দিয়ে ব্যানার হাতে নিয়ে অশালীন কাপড়ে বেসামাল শরীর প্রদর্শনের মাধ্যমে মানবাধিকার বা জাতিসংঘের ঘোষণার নামে দেয়া বা নেয়ার যে ড্রামা চলছে সেটির নাম নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নয়; বরং এটি সমাজের Young

Generation এর মন মস্তিষ্কে লাম্পট্য ও ভ্রষ্টামির বীজ রোপনের অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে সেই অধিকার সম্পর্কে ইসলামের আগমনের পূর্বে কোনো জাতি ও গোষ্ঠী, ধর্ম ও বর্ণ, এলাকা ও অঞ্চল কখনো কল্পনাও করতে পারেনি।

রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর প্রদর্শিত ইসলাম নারীকে দাসী হতে মুক্তি দিয়েছে। নিজ বাবার হাতে জীবিত দাফন হতে কন্যাকে মানুষ হিসেবে মানব সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। অতঃপর যিনি কন্যাকে সঠিকভাবে লালন পালন করবেন তাকে রাসূলুল্লাহ্ (স.) নিজের সাথে জান্নাতে থাকার সুসংবাদ শুনিয়ে মানব সমাজে আসমানি ঘোষণায় ঘোষিত এবং আরশে আযীমের মালিকের হুকুমে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত নারীর মর্যাদার ডঙ্কা বাজিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, যে ইসলাম তার উষালগ্নে মানব জীবনের প্রতিটি মোড়ে ও বাঁকে নারীর ইয্যাত রক্ষার সবক শিখিয়েছে এখন নারী সেই ইসলামের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াকে নিজের অধিকার মনে করে বসেছে। তবে এর পেছনে কোনো কারণ নেই বিষয়টি এমন নয়। আমার দৃষ্টিতে নারী ইসলাম বিদ্বেষী হওয়ার পেছনে ইসলামপন্থীরাও দায়ী। কারণ ইসলামের অপব্যাখ্যা করে কিছু লোক ইসলামের অতি দরদী সেজে মানব সমাজের কিছু নির্দিষ্ট আঙিনায় নারীকে বন্দী থাকার তা'লীমই শুধু শুনিয়ে আসছে। ইসলামের দেয়া নারী অধিকার সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে চুপ থেকেছে। পরিণতিতে নারী ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে রাস্তায় এসে ইসলামের শত্রুদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে। ইসলামের অতি দরদীরাই এর জন্য একমাত্র দায়ি বলে আমি মনে করি।

অথচ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম নারী অধিকারের কথা বলেছে শুধু তাই নয়; বরং রাসূলুল্লাহ্ (স.) তা নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করেও দেখিয়েছেন। অতএব ইসলামের আঙিনায় নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিলো, আছে এবং থাকবে। আপনি ইসলামের ছায়ায় স্বাধীন ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। মনে রাখবেন, আমি Moderate Islam এর

সমর্থক নই। আমি রাসূল (স.) যে নারী অধিকারের ঘোষণা দিয়ে গেছেন সেই ঘোষণার একজন দাঈ।

দাম্পত্য জীবনে আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, নারী যে বয়সেরই হোক না কেন, বাবার বাড়িতে মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে স্বামীর কাছে বায়না ধরেন। কখনো মায়া মিশ্রিত কণ্ঠে, আবার কখনো ধমকের সুরে, আবার কখনো সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করে কারণে অকারণে তাদেরকে রেখে চলে যাবেন বলে উঠলেও টার্গেট থাকেন কিন্তু স্বামী। কারণ স্বামী-সংসারের সৌন্দর্য স্ত্রীর দৃষ্টির সাথে কম হৃদয়ের সাথে গভীর।

তবে স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে অবগত এবং ভদ্র স্বামীর নিজ স্ত্রীর এসব আচরণ বুঝতে আর বাকি থাকে না। স্ত্রী যখন বলতে থাকেন, আমি এবার আর কারো কথা শুনবো না, সবাইকে রেখেই চলে যাবো। বিনা বাতাসেই তখন পাতা নড়তে শুরু করে। অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যা এখানে ঠাস ওখানে ঠুস করে স্বামীকে সতর্ক বার্তা দিতে থাকেন। এমতাবস্থায় রান্নাঘর হতে যদি কাপ-গ্লাস ভাঙ্গার আওয়াজ আসে, আর হৈচৈ শোনা না যায়, তাহলে বুঝতে হবে আপনার মুহ্তারামা শারীকে হায়াতই এই সব ভাঙার কাজটি নিরবে করে নিজের ক্ষোভ মেটাচ্ছেন। তবে সত্য কথা হলো, নারী বাবার বাড়ি হতে স্বামীর বাড়ি পর্যন্ত প্রতিটি প্লেট ধোয়ার বিনিময়ে যদি শুধুমাত্র পঞ্চাশ পয়সাও পেতো, তাহলে নারী বিল গেটস হতে কম ধনী হতো না।

যারা ভদ্রলোক তারা স্ত্রীর এসব আচরণ শুধু বুঝতে পারেন বিষয়টি এমন নয়; বরং এসব করা তার অধিকার বলেও মেনে নেন। তাই এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতেও কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে কখনো কোনো অবনতি ঘটেনা। সকাল-সন্ধ্যা নিজেদের মাঝের প্রেমের বীণায় মায়াবী সুর বেজে উঠে। কারণ স্ত্রী ভালো করেই জানেন যে, কিছু কিছু স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য নয়; বরং সেগুলো মনের গভীরে সযত্নে লালন করে মনে মনে খুশি থাকার জন্যও হয়ে থাকে। তাই বাবার বাড়ি যাওয়ার জন্য World of Fantasy তে জন্ম নেয়া স্বপ্ন সব সময় পূরণ করা ঠিক নয়। এটি চালাক ও ভদ্র স্ত্রী ভালো করেই জানেন। অনেক

সময় এমন স্বপ্ন পূরণ হওয়ার পরিবর্তে Tragedy of Marriage হয়ে যায় বলেই স্ত্রীর সকল রা'য়াদ ও বার্‌ক বা তর্জন ও গর্জনের পরও ঠিকই আপনার সংসারে থেকে যায়।

তেমনই এক দম্পতির গল্পটি পাঠকদেরকে এখানে না বলে পারছি না। গল্পটি হলো, একবার এক সকালে এক ভদ্রলোকের শারীকে হায়াত বাসায় হৈচৈ করে বলতে শুরু করলেন, আমাকে আর আটকানো যাবে না। এবার আমি মায়ের কাছে চলেই যাবো। স্ত্রী যখন এমন আচরণ শুরু করলেন তখন সাহেব বলে উঠলেন, তুমি এখনই চলে যাবে? ভাত খেয়ে যাবে না? টিকেট নিয়ে আসবো? তবে মনে রেখো, এই সরকারের আমলে যেভাবে সারা দেশে দখলদারি চলছে তার ছোঁয়া এসে যদি তোমার খাটে লেগে যায় এবং তোমার গোত্রের কারো মাধ্যমে তোমার সীট দখল হয়ে যায়, তাহলে তখন আমাকে কিছু বলতে পারবে না।

এটি বলে তিনিও অজানা কোনো এক **'ছাকীনাহ্'** কে নিয়ে আসার ইঙ্গিত দিয়ে স্ত্রীকে সতর্ক বার্তার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন যে, তুমি চলে গেলে আমি কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ে করে ফেলবো। স্ত্রীও উত্তর দিয়ে বললো, হ্যাঁ ঠিক আছে করে ফেলো। স্বামী খুশিতে নেচে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, অনুমতি আছে? স্ত্রীও কাল বিলম্ব না করে বললেন, হ্যাঁ। এবার স্বামী বললেন, তুমি নারায হবে না তো? স্ত্রী বললো না, কখনো না। স্বামী এবার মায়াবী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে সে দিন তুমি কোন্ ড্রেস পরে অনুষ্ঠানে থাকবে? স্ত্রী বললো Suicide jacket বা আত্মহত্যার পোশাক। এটি বলে তিনি স্বামীকে বুঝিয়ে দিলেন যে, নারী সকল ত্যাগ স্বীকার করে হলেও নিজের সীট দখলমুক্ত রাখতে বদ্ধপরিকর।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা মনে পড়েছে আমার। তা হলো, ভার্সিটি যাতায়াতের সময় ভার্সিটির গাড়িতে আমি উঠলেই আমার বই বা আমার কোনো পোস্ট নিয়ে কেউ না কেউ কথা বলবেই। পারিবারিক জীবন এবং দ্বিতীয় বিয়ের কথা উঠতেই সবাই এই বিষয়ে কথা বলতে চায়। মোটকথা, এই সম্পর্কে পুরুষের যুক্তি ও আগ্রহ দেখতে চাইলে

চার বিয়ের আলোচনায় মেতে উঠুন। তখন দেখবেন সবাই নিজ নিজ স্থানে বিজ্ঞ একজন magistrate এর ভূমিকা পালন করছে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মনের গভীরে লুকিয়ে রাখা অনেক কিছুও তখন প্রকাশ হয়ে পড়ে। চার বিয়ের আলোচনায় উত্তর দক্ষিণ না চেনা বুড়ো বাবাও নড়ে চড়ে বসে। তবে ৪র্থ মেয়ের জন্মে সব আঙিনার নর-নারীর দ্বীনদারী ও ভদ্রতার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়। তবে আমি এই বিষয়ে আমার শারীকে হায়াতের সাথে রাত-দুপুরে আলোচনায় মেতে উঠি। এই নিয়ে নারী-পুরুষের মাঝে misconception নিয়েও কথা বলি। সময় সুযোগ পেলে নিজের কথাও বলে ফেলি।

তারই ধারাবাহিকতায় একরাতে তার সাথে কথা বলার সময় বললাম, আমি দ্বিতীয় বিয়ে করলে তোমার Response কি হবে? উত্তরে তিনি বললেন, সেটি তোমার ইচ্ছা। তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পার। এটি শুনে খুশি মনে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালে নাস্তার টেবিলে বসে নাস্তা করার ফাঁকে ফাঁকে দুইজনে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলছিলাম। তিনি কথার মাঝে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সেকেন্ডহ্যান্ড পিস্তলের দাম কত হতে পারে বলতে পার? এটি শোনার সাথে সাথে আমার Blood Pressure High হয়ে গেলো। তাই হাতের চা হাতেই থেকে গেলো। পেটে আর ঢুকলো না। কি বুঝলেন?

একদিন সকাল হতে আমার বাসায় বিদ্যুত ছিলো না। মিটারের টাকা কখন শেষ হয়ে গেলো তা বুঝতে পারিনি। তাই রাতে ঘুমাতে গিয়ে শারীকে হায়াতের কষ্ট লাঘব করার এবং আমার অপরাধ মোচনের জন্য বিদ্যুত নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠলাম। আলোচনার এক ফাঁকে শারীকে হায়াতকে বললাম, স্ত্রী হলেন ঘরের বাতি। তিনি না থাকলে ঘর অন্ধকার। এসব কথা বলে তাকে আন্দোলিত করে বললাম, চারটি বাতি থাকলে ঘরে আর বিদ্যুতের প্রয়োজন পড়বে না। বিদ্যুত ছাড়াই পুরোঘর আলোকিত থাকবে। বিদ্যুতের পেছনে কোনো টাকাও খরচ হবে না, সব টাকা থেকে যাবে।

উত্তরে তিনি বললেন, এত আলো দিয়ে কি হবে? মামুনুল হকের মত জেলের অন্ধকারে পড়ে থাকতে হবে। হয়ত সেখানে পুরো জীবনও

কাটাতে হতে পারে, যদি সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন না হয়। এটি শোনামাত্র আমার ঘুম উড়ে গেলো। কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়ালো? এটি ভাবতে ভাবতে পুরো রাত আমার শুধু নির্ঘুম কাটেনি; বরং ৯৯৯ এর ভয়ে মোবাইলটাকে নাগালের বাইরে সরিয়ে রেখে তার সব হারাকাত ও সাকানাত বা নড়াচড়ার প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে দ্রুত সকাল হওয়ার অপেক্ষার প্রহর গুনছিলাম। তাই বলছিলাম, যারা কারণে অকারণে কথায় কথায় বহু বাতির কথা ভাবছেন তারা অন্ধকারের কথাও মাথায় রাখবেন।

নারী কখনো তার আঙিনায় অন্য নারীকে ভাগ বসাতে দিতে রাজি নয়। আর তাই একবার তারা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের একান্ত সময়ে খোশগল্প করছিলো। গল্পের মাঝে স্বামী তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, আজ দুপুরে তরকারীতে লবন দাওনি কেন? স্ত্রী বললো বিষয়টি এমন নয়, তরকারী একটু পুড়ে গিয়েছিলো তাই। স্বামী আবারও প্রশ্ন করলো, তবে লবন দাওনি কেন? স্ত্রী বললো পোড়া তরকারীতে আমি লবন দেইনা। এটি নারীর স্বভাব। নারী নিজের ভুল কখনো স্বীকার করে না।

মূলত তার অবর্তমানে নিজের আঙিনায় **ছাকীনাহ্** চলে আসার কথা শুনে খেই হারিয়ে ফেলেছে। অতঃপর স্ত্রী চা বানাতে গিয়ে কিচেন হতে স্বামীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, শোনো জ্বি! মরিচ কোন্ মওসূমে লাগে? স্বামী বিষয়টি বুঝতে পেরে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে উত্তর দিয়ে বললো, মরিচের সঠিক কোনো মওসূম নেই, যখনই স্বামী নিজের মনের গভীরে লুকিয়ে রাখা ইচ্ছা নিজ স্ত্রীকে জানিয়ে দেবে, তখনই এটি লেগে যায়। তাই বলছিলাম, যে সব দম্পতিদের মাঝে এমন সম্পর্ক রয়েছে তারাই দাম্পত্য জীবনে সত্যিকারের বিয়ের স্বাদ পেয়ে থাকে। কি বুঝলেন? [২৮]

তাই বলছিলাম, একজন নারী মনে করে যে, তার মূল্যহীনতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন, যখন সে তার স্বামীর কাছে মূল্যবান হয়েও তৃতীয় কারো কথায় নিজ স্বামীর কাছে মূল্য হারিয়ে ফেলে।

২৮- বিস্তারিত পড়ুন লেখকের সাড়া জাগানো বইঃ বাবার বাড়ি, পৃষ্ঠা নংঃ ৮৭-৮৯

যৌথ ফ্যামিলি গুনাহ্ সৃষ্টির কারখানা

আল্লাহ্র ভয়কে মাথায় রেখে শারী'য়াতের বিধি-বিধানকে স্মরণ করে যে কেউ নিজেদের যৌথ ফ্যামিলি নিয়ে চিন্তা করলে তার কাছে মনে হবে, সত্যিই পারিবারিক জীবনে যৌথ ফ্যামিলি পদ্ধতি গুনাহ্ সৃষ্টির কারখানা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ যে পরিবারে শারী'য়াতের পর্দার বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে উপযুক্ত দেবর ভাসুরের ছেলে ও চাচাতো মামাতো খালাতো ফুফাতো দেবররাসহ ননদের জামাই ও তাদের সন্তানদের কোনো রকমের ভেদাভেদ ছাড়া অহরহ যাতায়াত রয়েছে, সেই সব পরিবারের দুর্গন্ধযুক্ত কাহিনিও প্রতিনিয়ত মিডিয়ায় প্রকাশ হচ্ছে।

স্বামীর অবর্তমানে দেবরের সাথে ভাবির ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কাহিনি এখন কারো কাছে গোপন নয়। দেবর ভাবির অবৈধ সম্পর্কের কারণে ভাবির পরামর্শ ও সহযোগিতায় ভাইয়ের ব্যাংক ব্যালেন্স শুধু হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে না, ভাইকেও দুন্ইয়া হতে বিদায় করে দেয়া হচ্ছে। এটি এখন গোপন কোনো তথ্য নয়। সবার জানা কথা। মালিকের বাড়িতে রাজমিস্ত্রি ও শ্রমিকের কাজ করতে এসে মালিকের বউকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। মালিকের বউ নিজেদের গাড়ির ড্রাইভারের সাথে শারীরিক চাহিদা পূরণের সংবাদ এখন আর চার দেয়ালের মধ্যে থাকছে না। মিডিয়ার বদৌলতে নিকৃষ্ট ভাষা ও অসভ্য শব্দ চয়নের মাধ্যমে সত্য মিথ্যা মিলিয়ে এসব শুধু এখন আর চারাগাছ হিসেবে থাকছে না; বরং বিশাল বৃক্ষের রূপ ধারণ করেছে। এসব অস্বীকার করতে পারবেন?

ননদের জামাইয়ের হাত ধরে শ্যালক ও সম্বন্ধীর বউ উধাও হয়ে যাওয়ার কাহিনি এখন নতুন কোনো কাহিনি নয়; বরং এটি সমাজের নিত্য দিনের কাহিনি। লজ্জার কথা হলেও বলতে হচ্ছে, ছেলের অবর্তমানে পুত্রবধূর উপর শারীরিক চাহিদা পূরণের জন্য শ্বশুরও ঝাঁপিয়ে পড়ছে এমন অসভ্য খবরও এখন আর গোপন থাকছে না। এ কারণেই রাসূল (স.) ক্বিয়ামাতের আলামাত বলতে গিয়ে তাঁর হাদীসের মধ্যে এভাবে বলেছেন:

(عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدُوا فِي الطَّرِقِ تَسَافَدُ الحَمِيْرِ) [২৯]

'আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল (স.) বলেছেন: ক্বিয়ামাত ততক্ষণ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষরা রাস্তা–ঘাটে গাধার মত যৌন কর্মে (ব্যভিচার) লিপ্ত না হবে।'

এবার একটু ভেবে দেখুন, ক্বিয়ামাতের আর কোন্ নিদর্শন দরকার? বর্তমান সময়ে মিডিয়ায় প্রচারিত নাটকগুলো Young Generation এর জন্য এমন এক নিকৃষ্ট পাঠশালা যেখানে ত্বালাক্ব, যেনা-ব্যভিচার, নর-নারী ফ্রি মিক্সিং অতঃপর অবৈধ ও হারাম সম্পর্ক এবং পরকীয়ার ফ্রি টিউশন দেয়া হয়। তাই উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা স্কুল-কলেজ ফাঁকি দিয়ে রাস্তা-ঘাটে কী না করছে? কোন্টি করতে তারা বাকি রেখেছে? এছাড়াও সমাজে দ্বীন-ধর্মহীন ঘরের বউরা দেবর ভাসুরের লালসার শিকার হওয়া এখন স্বাভাবিক বিষয়। যাদের স্বামীরা বাড়িতে নেই তাদের স্ত্রীর সাথে যৌথ ফ্যামিলিতে কি হচ্ছে? এটি আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। তারপরও যা প্রকাশ হচ্ছে তা ক্বিয়ামাত ঘনিয়ে আসার লক্ষণ বললে ভুল হবে না। তবুও গর্দভরা যৌথ পরিবারে সুফল খুঁজে বেড়ায়।

এরপরও তারা নিজেদেরকে চরিত্রবান দাবি করে। তারা কেমন চরিত্রবান জানেন? তাদের চরিত্রের কাহিনি আমার কাছে শুনুন। সিনেমা নাটকের মধ্যে যখন কখনো কোনো Romantic Scenery চলে আসে তখন তারা স্বামী-স্ত্রী, মা-বাবা ও ভাই-বোন একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে। যেন এমন স্ক্রিপ্ট এর Writer তাদের কেউ। মূলত বিষয়টি এমন নয়; বরং বিষয়টি হলো, তারা জানতে চায় নাটকের এসব নোংরা চরিত্রে অভিনয় করে যারা পরিবার ও সমাজকে ধ্বংস করছে, মা-বাবা ও ভাই-বোনের মাঝের হায়া-শরমের জানাযার কফিন বাবা-ভাই ও স্বামীর কাঁধে তুলে দিয়ে কবরস্থানে দাফনের পথ বাতলে দিচ্ছে তারা বেশি চরিত্রহীন? না যারা মা-বাবা, ভাই-বোন ও

২৯- رواه البزار، والطبراني . قال الهيثمي : ورجال البزار رجال الصحيح

ছেলে-সন্তান নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসে নিজেদেরকে চরিত্রবান দাবি করে এসব দেখে নিজেদের Modernism এর পরিচয় দিচ্ছে তারা বেশি চরিত্রহীন? এমন পরিবেশে বড় হওয়া ছেলে-মেয়ের মাঝে আপনি দ্বীনদার ও চরিত্রবান হওয়ার আশা কীভাবে করতে পারেন?

দাদিকে পর্দায় এবং দাদাকে মাসজিদে সামনের সারিতে সালাত আদায় করতে এবং বাবার মুখে দাড়ি ও মাকে কখনো আধা পর্দা ও আধা খোলাসহ স্বামীর মৃত্যুর পর চল্লিশ দিন ঘরের কোণে বসে থাকতে দেখে আপনি ধার্মিক ফ্যামিলি মনে করছেন? ধর্ম-কর্ম মানে বলে সনদ দিচ্ছেন? মনে রাখবেন, এমন ডুলাভাঙ্গা পরিবারে আপনি দ্বীন পাচ্ছেন না শুধু তাই নয়; বরং সিনেমা-নাটকে দেখা সব চাহিদা আপনার বোন বা মেয়ের মাঝে পূরণ হচ্ছে না বলে তাদের বিয়েও হচ্ছে না। যাকে বলতে পারেন না ঘর কা, না ঘাট কা!!

তাই বলছিলাম, নিজ বোন ও মেয়েকে দ্রুত বিয়ে দিতে চান? তাহলে নিজ মেয়ে ও বোনকে বিয়ের পূর্বে দেখতে আসা পাত্রের মা-বোন ছাড়া তার খালা-মামি, চাচি ও ফুপিসহ অন্য কাউকে কখনো Allow করবেন না। কারণ এই দুষ্ট চক্রটি যত নষ্টের মূল। যদিও এদের সাথে পাত্রের দাম্পত্য জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই। তারপরও এরা অতি দরদি সেজে আপনার ডাইনিং এ বসে খেয়ে আপনার মেয়ে ও বোনের বিভিন্ন আঙ্গিকে ছবি তুলে পরিশেষে এমন এমন অকল্পনীয় ত্রুটি খুঁজে বের করবে যা পাত্রী নিজেও জানে না। তার মা-বাবার জানা তো বাহুত দূর কী বাত।

এখানেই শেষ নয়, এই দুষ্ট চক্রটি তৃপ্তিসহকারে আপনার ডাইনিং এ বসে ভুঁড়ি-ভোজের পর আপনার মেহমানদারীর ব্যাপারেও কথা বলবে। তাই পাত্রী দেখতে আসার পূর্বে শর্ত দিয়ে বলুন, এই চক্রটিকে আনতে পারবেন না। সাহস করে এসব কুপ্রথা বন্ধ করুন। দেখবেন সমাজের মেয়েদের বিয়েও দ্রুত হয়ে যাবে এবং দ্বীন ও শারী'য়াত পালনকারী পরিবারও পেয়ে যাবেন।

আপনি ভেবে দেখেছেন? আপনার ছেলে-মেয়ের বিয়েতে সবাইকে সন্তুষ্ট রাখতে গিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অসন্তুষ্ট করছেন। তবে আপনি

ভুলে গিয়েছেন, আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট রাখা সহজ। আর বান্দাকে সন্তুষ্ট রাখা বড় কঠিন। তাই এই বয়সে শত বার দেখেছেন, এখনো গ্রাম-গঞ্জে শুধু নয়; শহর-বন্দরেও বিয়ে-শাদীতে আত্মীয়-স্বজনকে সন্তুষ্ট রাখা আর জীবিত ব্যাঙকে পাল্লায় তুলে মাপার নামান্তর। একটি উঠালে তিনটি লাফ দেয়। একারণেও সমাজে আজ বিয়ে-শাদী কঠিন, যেনা-ব্যভিচার সহজ।

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সাহস করে দ্বীন ও শারী'য়াতের উপর অটল থেকে সমাজের প্রচলিত এসব কুসংস্কার বন্ধ করে নিজ মেয়ে ও বোনের বিয়ের জন্য দেখতে আসা পাত্র এবং তার মা ও বোন ছাড়া অন্য কোনো পুরুষকে কখনো Allow করবেন না। করলে দুন্‌ইয়া ও আখেরাত উভয় হারাতে হবে। এমন কি পাত্রের বাবাকেও নয়। বিয়ের আগে পাত্রীকে পাত্রের বাবা দেখলেও কাবীরাহ্‌ গুনাহ্‌ হবে। যারা দেখাবে তারাও গুনাহগার হবে। পাত্রের ভাই ও দুলাভাইকে বিয়ের পরও পাত্রী দেখতে দেয়া যাবে না।

অনেকে বলবেন এটি শুধু কথার কথা। এটি এই যুগে সম্ভব নয়। কারণ আমাকে সমাজে যেমন থাকতে হবে তেমনিভাবে আত্মীয়-স্বজনকে নিয়েও চলতে হবে। যারা এমন মনে করেন, আমি বলবো তাদের কাছে সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনের দাম থাকলেও আল্লাহ্‌, রাসূল, দ্বীন ও শারী'য়াতের মূল্য শুণ্যের কোটায়। এমন ঈমান নিয়ে বাঁচতে তাদের লজ্জা করা উচিৎ। আমি শুধু আপনাকে এমন উপদেশ দিচ্ছি বিষয়টি এমন নয়। আমি আমার ছেলে জারীর নাদভীর বিয়ের জন্য দু'টি শর্ত নিজের উপর আরোপ করেছিলাম। আল্লাহ্‌র রাহমাতে তাঁর এমন এক বান্দা পেয়ে গেলাম, আমি যা বলেছি তিনি শুধু হ্যাঁ বলেছেন। আমার কোনো শর্তে বা কোনো কথায় তিনি দ্বিমত পোষণ করেন নি। তাঁর সাথে আমার কথা ছিলো:

- পাত্রীকে পর্দা করতে হবে।
- বিয়েটি সামাজিকভাবে না হয়ে শারী'য়াহ্‌ অনুযায়ী হবে।
- পাত্রী দেখতে ছেলে ও ছেলের মা এবং তার ছোট দুই বোন ছাড়া আর কেউ যাবে না।

- কোনো রেষ্টুরেন্টে পাত্রী দেখার আয়োজন হবে না।
- গায়ে মরিচের (হলুদ) কোনো অনুষ্ঠান হবে না।
- বাড়ি লাইটিং হবে না।
- আক্বদ অনুষ্ঠানে প্যাকেট হবে না।
- বিশাল অংকের মোহর হবে না।
- বরযাত্রীর নামে একজনেরও ভুঁড়িভোজ হবে না।
- আক্বদের পর বউ নিয়ে আসা হবে।
- যৌতুকের অভিশাপ হিসেবে পাত্রীর বাবার পক্ষ হতে একটি সুতা ও একটি লাকড়িও যাবে না।
- বিয়ের রাতেই ওয়ালীমাহ্ হবে।
- বিয়ে উপলক্ষে মেয়ের বাবার একটি টাকাও খরচ হবে না।
- যে দিন আপনার মেয়ে গিয়ে বলবে আব্বা! আমার শ্বশুর আমার ইযযাত রক্ষা করতে এবং খাবার দিতে পারছেন না, সেদিন আপনি তার জন্য চাউলের বস্তা পাঠিয়ে দেবেন এর আগে নয়।

আল্ হামদু লিল্লাহ্! আল্লাহ্ আমার সব চাহিদা পূরণ করেছেন। আমি দ্বীনকে অগ্রাধিকার দেয়ায় সবই পেয়ে গেলাম। আমি মেয়েকে কি দিচ্ছি এবং কয় ভরি স্বর্ন দেয়া হবে তিনি এক বারের জন্যও জানতে চাননি। উল্টো তিনি আমাকে বললেন, আপনার ছেলের বউ আপনি কীভাবে সাজাবেন সেটি আপনাদের বিষয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিয়ের আলোচনায় কোনো পক্ষের তৃতীয় কোনো ব্যক্তি ছিলেন না। তারপরও কেউ কেউ অতি দরদি সেজে বিয়ের ভাঙানি দিয়েছেন। কিন্তু দ্বীনকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণে ভাঙানি কাজে লাগেনি। সব আমি এবং মেয়ের বাবা এমন এক সময় করেছি, যে সময় সমাজ চৌদ্দগোষ্ঠীর অপেক্ষায় থেকে এবং তাদের পরামর্শে বিয়ে ভাঙছে ও গড়ছে।

এবার পাত্রী দেখতে যাওয়ার পালা। বিয়ের জন্য পাত্রী দেখতে যাওয়ার সময় সন্তানের প্রতি বাবার নাসীহাত কী ছিলো জানেন? পাত্রী দেখতে যাওয়ার সময় আমি জারীরকে নাসীহাত করে বলেছিলাম, আল্লাহ্র কাছে দো'য়া করবে তিনি যেন তোমার চোখে তাকে সুন্দর দেখান।

মেয়েটিকে উপহার হিসেবে দেয়ার জন্য মেয়ে ও তার পরিবারের ইযযাত সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে তোমার সাধ্যের মধ্যে মানসম্মত ডায়মন্ডের একটি রিং নিয়ে যাবে।

তবে মনে রাখতে হবে, এটি উপহার। আল্লাহ্ না করুন! যদি কোনো কারণে বিয়ে না হয়, তা হলেও উপহার কখনো ফেরৎ নেয়া যায় না। তাই একই রিং দিয়ে বার বার মেয়ে দেখার পরিকল্পনা বাদ দিতে হবে। আর আল্লাহ্র রাহমাতে বিয়ে হলেও এটি মোহর হতে উশুল দেখানো যাবে না। যে দিন আমাদের সমাজ এটি মানতে পারবে সেদিন হতে সমাজে কোরবানীর হাটে গরু দেখার মতো শত শত মেয়ে দেখে বার বার ফিরে এসে **'আরো ভালো আরো সুন্দর চাই'** মনোভাব পোষণ করে মেয়ের অন্তরে ছুরিকাঘাতের এই প্রথা এবং তার পরিবারকে মানসিক যন্ত্রণা দেয়ার কুসংস্কার বন্ধ হবে।

পাত্রী তোমার পছন্দ হলে তোমার আম্মুকে বলবে। অতঃপর তিনি সেই রিংটি মেয়েটির হাতে পরিয়ে দিয়ে নিজেই তার দায়িত্ব গ্রহণ করে নেবেন। তবে আরো মনে রাখবে, পাত্রী তোমার পছন্দ না হলেও তোমাকে কয়জন মেয়ে পছন্দ করে? এটি মনে রাখতে পারলে তোমার জীবনে স্বর্গীয় সুখের হিমেল বাতাস সকাল-সন্ধ্যা বইতে থাকবে। **'ফায়সালা আসমান মে হোতা হায় যামীন মে নেহী' সিদ্ধান্ত আসমানে হয় জমীনে নয়।**

আল্ হামদু লিল্লাহ্! পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এ কম্পিউটার সায়েন্স এর সপ্তম সেমিস্টারের ছাত্র আমার ছেলে সাঈদ আতা আল্ ফাত্তাহ্ (জারীর) এর সাথে চুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্রী তাকরিমাহ্ বিনতে মূসার (রাফা) বিয়ে উপলক্ষে মুসলিম সমাজ ও পরিবারে প্রচলিত সকল কুসংস্কার অপসংস্কৃতি এবং সামাজিকতার বিসর্জনের মাধ্যমে পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী পরিপূর্ণ শারী'য়াতের আলোকে বায়তুশ শার্ফ মাদরাসাহ্ মাসজিদে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ বাদ আসর অসংখ্য আলেম ও গুণীজনের উপস্থিতিতে খেজুর বিতরণের মাধ্যমে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। বিয়ে পড়িয়েছেন তাকরিমার নানা রায়তুশ শারফ এর সম্মানিত পীর মাওলানা কুতুবুদ্দীন

(বাহ্‌রুল উলুম) সাহেব। ঠিক একই দিন বাদ এশা জিইসির মোড়ে অবস্থিত 'বনজোড়' রেষ্টুরেন্টে ছেলের পক্ষ হতে ওয়ালীমার দা'ওয়াতে উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজনদেরকে আপ্যায়নের মাধ্যমে বিয়ে উপলক্ষে সুন্নাতে নাববীতে বর্ণিত রোডম্যাপের পূর্ণতা লাভ করে।

অতঃপর কনের মা-বাবা তাদের শরীরের একটি টুকরোকে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে কন্যার আকৃতিতে বরের হাতে তুলে দেয়ার পর সবাই রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর বাতলানো নিম্নের দো'য়াটি পড়ে স্থান ত্যাগ করেন। রাসূল (স.) নববিবাহিতদের জন্য এভাবে দো'য়া করতেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ)[৩০]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূল (স.) যখন নবদম্পতিকে দো'য়া দিয়ে তখন বলতেন 'আল্লাহ্ আপনাদের জন্য বরকত দান করুন। আপনাদের উপর বরকত নাযিল করুন এবং কল্যাণের সাথে আপনাদের উভয়কে একত্রিত করুন।'

চুয়েটের ছাত্রী বলে পরিচয় দেয়ার কারণ কি? তার কারণ হলো, আমাদের অনেকে শুধু এই ধরণের ভার্সিটিকে উন্নতি ও প্রগতির মানদণ্ড মনে করে নিজেরা হীনমন্যতায় ভোগে। বিশেষ করে যারা দ্বীনকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিয়ে করতে চায়, এবং প্রাইভেট ভার্সিটির ছাত্র ও শিক্ষক তারা মনে করে আমাদের কাছে এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়ে বিয়ে বসবে না। আর ছাত্রীরা ভাবে তাদেরকে কেউ বিয়ে করবে না। এই ভুল ভাঙ্গানোর জন্য মূলত আমি এই কথাটি উল্লেখ করেছি।

এখানে এটি উল্লেখ করার আরো একটি কারণ হলো, আমাদের আলেম সমাজ এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীকে বোঝাতে চেয়েছি যে, আমার ছেলে এখনো ছাত্র, এবং প্রাইভেট ভার্সিটির ছাত্র, তারপরও শুধু ইসলামকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণে মেয়ে পেয়ে গেলাম। ছাত্রাবস্থায় মেয়ে পাওয়া যাবে না এমন ধারণাকে ভুল প্রমাণের জন্যই একথাটি

---

৩০ - رواه الترمذي، رقم الحديث: ١٠٩١

বলেছি। এ প্রসঙ্গে আপনাদেরকে বলবো, আপনারাও নিজ ছেলে-মেয়ের বিয়ের জন্য নেমে পড়ুন। নিজ সন্তানকে ব্যভিচার ও কাবীরাহ্ গুনাহ্ হতে রক্ষা করুন। বাবা হিসেবে এটি আপনার ঈমানী দায়িত্ব। তাদেরকে জজ ব্যারিষ্টার না বানালে আখেরাতে জাওয়াব দিতে হবে না। তবে তাদের সকল পাপের জাওয়াব আপনাতে দিতেই হবে। তাই আল্লাহ্ ক্বোরআনে জাহান্নামের আগুন হতে নিজ এবং নিজের পরিবারকে বাঁচাতে বলেছেন। তিনি বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ৩১

'হে লোকজন তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততিকে সেই আগুন হতে রক্ষা করো মানুষ এবং পাথর হবে যার জ্বালানি। সেখানে রুঢ় স্বভাব ও কঠোর হৃদয় ফেরেশ্তারা নিয়োজিত থাকবে। যারা কখনো আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করে না। তাদেরকে যা হুকুম দেয়া হয় তারা তা পালন করে।'

এই আয়াতটি শুধু তিলাওয়াত আর ওয়ায নাসীহাত করার জন্য নাযিল হয়নি; বরং এটি নাযিল হয়েছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর বাস্তব নমুনা পেশ করার জন্য। তাই আর দেরি না করে ছেলের বয়স হওয়ার পরই তার বিয়ের জন্য নেমে পড়ুন। দেখবেন কলেজ-ভার্সিটি পড়ুয়া আপনার ছেলের কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়ার জন্য আপনাকে খুঁজছে। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর নামে, ছেলে বাপের হোটেলে খাচ্ছে বলে ছাত্রাবস্থায় বিয়ে করানোর কথা মা-বাবারা ভাবতে পারছেন না। আর শিক্ষার নামে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা না করে নিজেকে মডার্ন বোঝানোর জন্য বসে আছেন। অথচ এই সংক্রান্ত আপনার ছেলে-মেয়ের যত গুনাহ্ করবে তার পুরোটাই দুন্ইয়া ও আখেরাতে আপনাকে বহন করতে হবে। তবুও আমরা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার খুঁজে বেড়াচ্ছি!! ছেলে বিয়ে করে বউকে কি খাওয়াবে তা ভাবছেন? তাই ছাত্রের কাছে মেয়েকে বিয়ে

৩১- সূরাতুত তাহ্রীম, আয়াত নং- ৬

দেয়া বা নিজের ছেলেকে ছাত্রাবস্থায় বিয়ে করানোর কথা কল্পনাও করতে পারছেন না। তবে হ্যাঁ! কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। আমার এমন মন্তব্যের জন্য তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। তারা এসব কখনো ভাবেন না। কারণ তারা আল্লাহ্‌র ওয়াদার উপর বিশ্বাস রেখেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন:

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾[৩২]

'তোমাদের মধ্যে যারা একা ও নিঃসঙ্গ এবং তোমাদের গোলাম ও বাদীদের মধ্যে যারা সৎ ও বিয়ের যোগ্য তাদের বিয়ে দাও। যদি তারা গরীব হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ আপন মেহেরবানীতে তাদেরকে ধনী করে দেবেন। আল্লাহ্ বড়ই প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।'

আমার ছেলের বিয়ের কথা উল্লেখ করে তাদের কাছে জানতে চেয়েছি, যারা বিয়ের বয়স হওয়ার পরও তথাকথিত নিজের পায়ে দাঁড়ানোর নামে নিজের উপর অত্যাচার করেছেন এতদিন কার পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন? ছাত্র জীবন শেষ করে দশ বছর চাকুরি করেও বিয়ের ময়দানে নামতে পারছেন না! আর আপনার ছোট ভাইদের বিয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়ার পরও তারা শুধু আপনার কারণে বিয়ে করতে পারছে না বলে তারা বিয়ে না করে যে গুনাহ্ করছে এর দায় কে নেবে? আপনি না আপনার বাবা না সমাজ?

তবে আপনারা দেরিতে বিয়ে করার বৈধতার জন্য যত যুক্তই দাঁড় করুন না কেন, মানুষ কিন্তু আপনাদের এই দেরির পেছনের কারণ মনে করে বউকে খাওয়ানোর ভয় করছেন। দ্বীনদার ফ্যামিলি পাচ্ছেন না বিষয়টি এমন নয়; বরং বিয়ের বাজারে নিজেকে রাজপুত্র মনে করছেন তাই হেরে যাচ্ছেন না জিতে যাচ্ছেন এই ভাবনায় কেটে যাচ্ছে বছরের পর বছর। তাছাড়া এই যুগের বিয়ের অনুষ্ঠানগুলো দেখে যে কেউ মনে করতে পারে, বিয়ের জন্য নিজের পায়ে দাঁড়ানো এবং ইস্টাবলিষ্টের অর্থ নিজের বিয়েতে বেহায়াপনার প্রস্তুতি নেয়া এবং শারী'য়াতের পিঠে

৩২- সূরাতুত নূর, আয়াত নং- ৩২

ছুরিকাঘাত করে অপচয়ের জন্য টাকা জমানো ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে যে কারণেই হোক না কেন? একটি কথা বলে রাখছি! সময় নষ্ট ও টাকা অপচয় করে যখন বিয়ে করবেন, আর সন্তান হবে এবং তাকে মানুষ করার জন্য ধমক দেবেন, তখন ডাক্তার আপনাকে বলবে জোরে কথা বলবেন না। আপনার হার্টে সমস্যা হবে। কি বুঝলেন? তাই বলছিলাম, এসব বাদ দিয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে বিয়ে করার পুরো ইচ্ছে নিয়ে নেমে দেখুন, দ্বীনকে অগ্রাধিকার দিয়ে পাত্রী খুঁজতে থাকুন, রাব্বে কা'বার ক্বাস্‌ম! আপনি যা কল্পনা করতে পারেন নি তার চেয়েও বেশি পেয়ে যাবেন ইন্‌ শা আল্লাহ্‌।

মা-বাবাকে বলবো! নিজের মেয়ের জন্য শুধু Well settled পাত্র না খুঁজে আল্লাহ্‌ভীরু এবং সৎ চরিত্রের পাত্রের খোঁজ করুন। মা-বাবাকে আরো বলছি শুনুন! মেয়েকে জজ, ব্যারিস্টার, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার বানানোর স্বপ্ন না দেখে তাকে নৈতিক চরিত্রবান মুসলমান বানিয়ে বিয়ে দেয়ার স্বপ্ন দেখুন। কারণ এই স্বপ্ন দুন্‌ইয়াতেও আপনার ইয্‌যাত বাঁচাবে এবং আখেরাতের কঠিন আযাব হতেও মুক্তি দেবে। আপনার মানদণ্ডে যারা Well settled তাদের পরিচয়টি এক লেখকের সংগ্রহ থেকে ধার করে আমার মত করে আপনার অবগতির জন্য তুলে ধরছি: 'যাদেরকে আমরা সমাজে বিভিন্ন নামে চিনি। সমাজে অনেক মূল্যায়ন করি শারী'য়াতে কিন্তু তাদের কোনো মূল্য নেই। শারী'য়াতে তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে।

- সূদী ব্যাংকের ব্যাংকার (আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত)
- ক্লিন শেভড (ফাসেক)
- বেনামাযী (রাসূলুল্লাহ্‌ (স.) এর ভাষায় কাফের অথবা কুফ্‌র)
- পর্দা ভালো লাগে না (যিন্দিক)
- মুক্তমনা, প্রগতিশীল, বিজ্ঞান মনস্ক (মুরতাদ)
- হিরো-হিরোইন মডেল সেলিব্রেটি (পাপাচার মিডিয়ায় চোখ রাখুন)
- মডার্ন ফ্যামিলি, বউ, মেয়ে, বোন বেপর্দায় চলে (দাইয়্যুস)

তাই এসব Well settled নামক কল্পনার রাজপুতকে বাদ দিয়ে চরিত্রবান ও দ্বীনদার পাত্র খুঁজে বের করুন। কারণ চরিত্রবান ও দ্বীনদার

পাত্র আপনার মেয়েকে শুধু ভালোবাসার চাদরে মুড়িয়ে রাখবে না; আপনাদেরকেও ইয্যাত সম্মান দেবে সারা জীবন। এটিই একজন মা-বাবার চাহিদা। আর আল্লাহ্ না করুন তাদের মাঝে যদি কোনো কারণে অফলঁংঃ না হয়, এবং অনৈক্য দেখা দেয়, তখন সে আপনার মেয়ের উপর অত্যাচার করবে না। সে প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্কে ভয় করবে। কারণ সে ভালো করেই জানে আপনার মেয়ের উপর অত্যাচারের ঋওজ এই যামীনে ফাইলবন্দি হয়ে থাকলেও আকাশে কিন্তু উত্থাপিত হবেই।

সাহস করে বিয়ের পূর্বে পাত্রের পরিবারের পুরুষদেরকে বাধা দিতে না পারলে তারা আপনার মেয়েকে বিয়ের দিন বউ সাজিয়ে স্টেজে বসিয়ে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে উভয় পরিবারের কর্ণধারদেরকে দাইয়্যুস বানিয়ে ছাড়বে। যার পরিণতি জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। আর এই সুযোগে সবাই মোবাইলে আপনার মেয়ের চিত্র ধারণ করে আমতলা ও জামতলায় বসে তার সাজের সৌন্দর্য ও শারীরিক গঠন নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। অভদ্র ও অশালীন বলে তাদের গবেষণার ভাষা ও বিষয় বলতে পারলাম না।

হে যুবক তোমাকে বলছি শোনো! যে সমাজে তোমার বিয়ের পাত্রী দেখার সময় তোমাকে বাড়ির দারোয়ান বানিয়ে বাড়িতে রেখে পাত্রীকে Engagement ring পরানোর জন্য বাবা-ভাই, চাচা-খালু, দুলাভাইসহ চাচাতো মামাতো, খালাতো ফুফাতো ও তালতো ভাইয়েরা পাত্রীর বাড়ি গিয়ে পাত্রী দেখে তোমার বউ হিসেবে পছন্দ করে অতঃপর সেই Engagement photo গুলোকে ইয়াদগার হিসেবে যত্নসহকারে তারা নিজেদের মোবাইলে রেখে দেয় অথবা বাঁধাই করে Bedroom & Drawing room এর ওয়ালের সাথে ঝুলিয়ে রাখে এবং বিয়ের চুক্তিপত্রে তোমার বাবা ভাই ও দুলাভাইয়েরা দস্তখত করাকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করে সেখানে তুমি বউ না পেয়ে তোমার ঘাতক পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়; বরং বউ কামনা করাটাকে বোকামিই বলতে হবে। কি বুঝলে? Young Generation কে বলছি খেয়াল করে দেখো, তোমার বউকে যাদের সামনে বেপর্দায় নিয়ে হাজির করছো

তারা তোমার জীবনে ও যৌবনে গাধার পিঠে বসানোরও উপযুক্ত নয়। অথচ তুমি তাদেরকে খুশি রাখার জন্য তোমার মন ও মস্তিষ্কে স্থান দিয়ে পরিবারের মুখে চুন-কালী মেখে নিজের দুন্ইয়া ও আখেরাত বরবাদ করে পরিশেষে Depression কেই নিত্যসঙ্গী বানিয়ে নিয়েছো। তাই তোমার চেয়ে বড় অপদার্থ আর আছে কেউ?

শারী'য়াতের দৃষ্টিতে বিয়ের পর একজন নারীকে স্বামীর সংসারে শ্বশুর ছাড়া বাকি সব বালেগ পুরুষ সদস্য হতে পর্দা করতেই হবে। কিন্তু যৌথ পরিবারে তা করা যায় না। কেউ করলে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। পরিণতিতে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে নিজেদের সম্পর্ক ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। পরিশেষে যার উপর ভরসা করে নারী একদিন তার মা-বাবা ছেড়ে এসেছিলো তার সাথেই এখন সারাক্ষণ ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে। এমন পুরুষকে বলবো সাবধান, আপনি পুরুষ। মডার্ন সেজে পরিবারের সবার মন রক্ষা করতে গিয়ে বউ হারাবেন না। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কলহের মূল হলো বেপর্দা। শুনতে অভদ্র শোনা গেলেও বহু ফ্যামিলিতে আজ এই কারণে একজনের বউ অনেকের বউয়ে পরিণত হয়েছে। কারণ নারী বেপর্দায় থাকলে চলন্ত পুরুষের শারীরিক প্রশান্তি লাভ না হলেও চোখ ও হৃদয়ের প্রশান্তি অবশ্যই লাভ হয়। কারণ মানুষের অন্তর সব সময় খারাপ জিনিসের দিকেই ধাবিত হয়ে থাকে। তাই আপনি যৌথপরিবারে যুবতী বউ রেখে বিদেশ পাড়ি দিয়ে কীভাবে বেগানা পুরুষকে ফেরেশ্তা মনে করে বসে আছেন? এধরণের চিন্তা-চেতনা যারা পোষণ করেন তারা ভুলের মধ্যে ডুবে আছেন।

মাহরাম ব্যতীত নারী কখনো সফর করতে পারবে না, রাসূল (স.) বলেছেন:

(عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُسَافِرُ مَرْأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.)

'আবূ হুরায়রাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, 'মাহরাম ব্যতীত কোনো মহিলা একদিন ও এক রাতের সফর যেন না করে।' [৩৩]

---

[৩৩]- বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১৫; বাংলা ৫ম খন্ড, হা/২৪০১ 'হাজ্জ' অধ্যায়।

একারণেই ইসলাম নারী-পুরুষের অন্তরের গভীরে লুকিয়ে থাকা শায়ত্বান হতে বাঁচার জন্য সব মাহ্‌রামের সাথে নারীকে সফর করতেও নিষেধ করেছে। শুধু মাহ্‌রাম হলেই হবে না। এখানেও বয়স, সামাজিক অবস্থান এবং নৈতিক চরিত্রের আলোকে ফেত্‌নার আশঙ্কা আছে কি নাই, তাও দেখতে বলা হয়েছে। এমন কি যুবক-যুবতী আপন ভাই-বোন হলেও অন্যরা তাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে। ভাই-বোনকে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়।

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾

‘(হে নবী!) আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, যখন কোন প্রয়োজনে বাইরে বের হতে হয়, তখন তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। (যেন পর্দার ফরয লংঘন না করে। এমনকি চেহারাও যেন খোলা না রাখে। বড় চাদরের ঘোমটা দ্বারা চেহারাকে আবৃত করে রাখে।) ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।’ [34]

ইসলামে পর্দার বিধান কখন থেকে শুরু হয়?

- আল্লামাহ্‌ ইবনে কাসীরের মতে পঞ্চম হিজরী অর্থাৎ ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে পর্দা ফারয হয়েছে।
- তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে বলা হয়েছে তৃতীয় হিজরী অর্থাৎ ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে পর্দা ফরয হয়েছে।

কার্যকর কখন করা হয়েছে?

- ৬ষ্ঠ হিজরীতে মুসলমানদের জন্য পর্দার বিধান কার্যকর হয়।
- শুরু হয়েছে আয়েশাহ্‌ (রা.) এর মাধ্যমে।
- ৬ষ্ঠ হিজরীতে বনী মুস্তালিক যুদ্ধে আয়েশার (রা.)-এর জন্য সর্বপ্রথম পর্দাবিশিষ্ট আসন বানানো হয়েছিলো।

[৩৪]- সূরাতুল আহযাব, আয়াত নং-৬০

কোরআনে পর্দার কথা প্রথমে পুরুষকে বলা হয়েছেঃ

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾

'মুমিনদেরকে বলুনঃ

- তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে।
- এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে।
- এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা রয়েছে।
- নিশ্চয় তারা যা করে, আল্লাহ তা অবহিত আছেন।' [35]

আল্লাহ্ নারীদের পর্দা সম্পর্কে বলেছেনঃ

﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

'আর ঈমানদার নারীদেরকে বলুনঃ

- তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে। তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে।
- যা প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া সৌন্দর্য যেন প্রদর্শন না করে।
- এবং তারা যেন তাদের ওড়না বক্ষদেশে দিয়ে রাখে
- এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্তবাদী,

---

[৩৫]- সূরাতুন নূর, আয়াত নং-৩০

যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।' [36]

রাসূল (স.) বলেছেন:

(أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا، كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَيْمُونَةُ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " احْتَجِبَا مِنْهُ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِه)

'উম্মু সালামাহ্ (রা.) বলেন, তিনি ও মাইমূনা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর পাশে হাযির ছিলেন। তিনি বলেন: আমরা দু'জন তার নিকটে অবস্থানরত থাকতেই ইবনু উম্মু মাকতুম (রা.) তার নিকট এলেন। এটা পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন: তোমরা উভয়ে তার থেকে পর্দা কর। আমি (উম্মু সালামাহ্) বললাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি কি অন্ধ নন? তিনি তো আমাদেরকে দেখতেও পারছেন না চিনতেও পারছেন না। রাসূলুল্লাহ্ (স.) বললেন: তোমরাও কি অন্ধ, তোমরাও কি তাকে দেখতে পাচ্ছ না?' [37]

আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে নারীদেরকে নন-মাহরাম এবং অপরিচিত পুরুষদের সামনে নারীকে প্রকাশ্যে বের হওয়া থেকে বিরত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব নারীদের ইযযাত ও সম্মানের সাথে থাকার স্থান হলো তাদের ঘর। তাই একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নারী রাস্তা-ঘাটে ঘুরে বেড়ালে ফিতনা হবেই। তাই আল্লাহ্ কোরআনে নারীদেরকে ঘরে অবস্থানের কথা এভাবে বলেছেন:

---

[৩৬]- সূরাতুন নূর, আয়াত নং-৩১

৭- التخريج : أخرجه أبو داود (٤١١٢) والترمذي (٢٧٧٨)،

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾

'আর তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর এবং ইসলামপূর্ব (অর্থাৎ জাহেলী যুগের মতো) যুগের মতো নিজেকে প্রদর্শন করো না।' [38]

রাসূল (স.) বে-পর্দার নারী সম্পর্কে বলেছেন:

(عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَرأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ)

'ইবনু মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (স.) বলেছেন, 'নারী হচ্ছে গোপন বস্তু। যখন সে বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে নগ্নতার (নারী পর্দাবিহীন অবস্থায় বের হলে শয়তান তাকে পাপ করতে উৎসাহিত করে) প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুলে।' [39]

ইসলামি আইন একজন নারীকে শুধুমাত্র একজন পুরুষের জন্য, অর্থাৎ তার স্বামীর জন্য নিজেকে সাজাতে বলে। কিন্তু বর্তমান যুগে মানব সমাজে নারীরা তাদের স্বামীদের জন্য নয়; বরং সমস্ত পুরুষের জন্য (ব্যাতিক্রম অবশ্যই আছে) নিজেকে সাজায়। আর হয়ত এই কারণই নারী সমাজের সর্বত্র পুরুষের হিংস্রতার শিকার হচ্ছে এবং আখেরাতে জাহান্নামের ইন্দন হবে। নিজ স্ত্রী-কন্যাদের ফিরেশ্‌তা চরিত্রের সনদ দিয়ে তাদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছেন না; বরং পুরো পরিবারসহ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই ভালো মন্দ বুঝতে পারছেন না। তাড়াতাড়ি ডাক্তারের সরনাপন্ন হয়ে চিকিৎসা নিন। আর এই রোগের সঠিক চিকিৎসা হলো রাসূল্লাহ্‌র সুন্নাহ্‌। যার প্রেসক্রিপশন হলো ক্বোরআন ও হাদীস। আমরা ক্বোরআনে দেখতে পাই আল্লাহ্‌ তার নাবী ইউসুফ (আ.) এভাবে বলেছেন:

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ﴾ [৪০]

---

[৩৮]- সূরাতুল আহযাব, আয়াত নং-৩৩

[৩৯]- তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১০৯

৪০- সূরাতু ইউসূফ, আয়াত নং- ৫৩

'আমি নিজের নাফ্সকে দোষমুক্ত করছি না। নাফ্স তো খারাপ কাজ করতে প্ররোচিত করে, তবে যদি কারোর প্রতি আমার রবের অনুগ্রহ হয় সে ছাড়া।'

আল্লাহ্র নাবী যদি আল্লাহ্র কাছে নিজের নাফ্সের বিরুদ্ধে এমন ফরিয়াদ জানায়, তাহলে পৃথিবীতে এমন কে আছে যে নিজেকে সাধু মনে করতে পারে? তাই কেউ নিজেকে সাধু দাবি করলে বুঝতে হবে সে মানুষ না, শায়ত্বান। ধোকা দেয়ার জন্য মানুষের সুরতে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের এমন বক্তব্য সঠিক নয় মনে করার কোনো সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। জন্মগতভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য হওয়ার কারণে ইসলামের বিধানও নারী-পুরুষের জন্য পৃথক। তাই ইসলাম শুধু নারীকে পর্দা করতে বলেছে পুরুষকে নয়:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾[৪১]

'হে নাবী! আপনি মু'মিন নারীদেকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানগুলোর হেফাযাত করে। আর তাদের সাজ-সজ্জা না দেখায়, তবে যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় তা ছাড়া। তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে বুক ঢেকে রাখে।'

উপরিউক্ত আয়াতটি অধ্যয়ন করলে যে কেউ বুঝতে পারে, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ মানব সৃষ্টির শুরু হতেই রয়েছে। এমন আকর্ষণ সব সমাজে সকল মানুষের মাঝেই রয়েছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, এমন আকর্ষণ শুধু মানব সম্প্রদায়ের মাঝে নয়; বরং বন-জঙ্গলের প্রাণীদের মাঝেও বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ থাকা একটি জন্মগত স্বভাব। তাই আল্লাহ্ পুরুষকে পর্দা করার হুকুম না দিলেও তাদেরকে দৃষ্টি সংযত রাখার হুকুম সেই একই কিতাবে দিয়েছেন যেই কিতাবের মধ্যে নারীকে পর্দার হুকুম দিয়েছেন। এখানে আরো একটি বিষয় প্রণিধান যোগ্য, সেটি হলো আল্লাহ্ যে আয়াতে নারীদেরকে পর্দার হুকুম দিয়েছেন, ঠিক ঐ আয়াতের পূর্বের আয়াতে তিনি

৪১-সূরাতুন নূর, আয়াত নং-৩১

পুরুষদেরকে দৃষ্টি সংযত করার আদেশও দিয়েছেন। ক্বোরআন এটিকে এভাবে রেকর্ড করেছে:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾[৪২]

'হে নাবী! মু'মিন পুরুষদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে।'[৪৩]

আল্লাহ্‌র ভয় এবং আখেরাতে জবাবদিহির চিন্তা না থাকলে যত ডিগ্রিই অর্জন করুক না কেন, এবং যে যত বড় চেয়ারে অধিষ্ঠিত হোক না কেন, চলন্ত পথের বেপর্দার নারীর প্রতি পুরুষ চোখ তুলে তাকাবেই। অর্থাৎ উন্নতি যতই করুক না কেন, যত বারই বিমানে চড়ুক না কেন, মাথার উপর দিয়ে উড়ন্ত প্লেনের দিকে তাকানোর অভ্যাস কিন্তু থেকেই যায়। কি বুঝলেন?

ল্যাব হতে নেয়া X-ray Report এর মতো। বান্দা বুঝুক আর না বুঝুক, চশমা খুলে অথবা চশমা লাগিয়ে X-ray Report কে একবার উপরে উঠিয়ে আরেক বার নিচে নামিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নাড়ি ভুড়ি খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেই। বেপর্দার নারীও তাই, সবাই তাকে ঘুরে ফিরে দেখার চেষ্টা করে। কে বুড়ো কে যুবক। কে বিবাহিত কে অবিবাহিত সবাই দেখতে চায়। এভাবে কেউ দেখে আবার কেউ দেখিয়ে নিজের তৃপ্তি মেটায়। এই দু'টি মেটে গেলেই স্বামী-স্ত্রীর কাছে একে অপরকে দেয়ার মত এবং নেয়ার মত কিছুই থাকে না। না মিটলেই শুধু একে অপরকে কাছে পেতে চায়। কেউ দিয়ে সুখি আর কেউ নিয়ে সুখি।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এম ওয়াহিদুজ্জামান নারীর হিজাবের বিরোধীতা করেছে। এদেরকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে যে, তোরা উলঙ্গ হয়ে কি শিখেছিস? মহাকাশ গবেষণার দায়িত্ব দিয়েছিস কৃষিবিদ বা আলু চাষির ঘাড়ে! আর নারীকে বলিস পর্দা করলে ভার্সিটিতে নয়; বাসায় পড়ো। তারা শিক্ষক হওয়ার

৪২-সূরাতুন নূর, আয়াত নং-৩০

৪৩- বিস্তারিত পড়ুন লেখকের বই 'সংসার' নাদভী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা নং ১৬৮

দোহাই দিয়ে ছাত্রীদেরকে বেপর্দা হতে বাধ্য করে। এসব দুশ্চরিত্রের শিক্ষক নামের কলঙ্ক যারা তাদেরকে মনে রাখতে হবে, যে সিংহাসনে বসে নমরূদ লোকদের বলতো আমাকে সাজদাহ্ কর, আল্লাহ্ তাকে সেই একই সিংহাসনে বসিয়ে জুতার পেটা খাইয়েছিলেন। তোমরাও তোমার সেই আসনে বসে অপমান হতে হবে।

তবে এম ওয়াহিদু জ্জামান একা নয়; বরং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার জাতের কুরুচির আরো অনেক লোক রয়েছে। এসব অমানুষের চোখে ও মস্তিষ্কে হিজাব এলার্জি দেখার পর মানব জীবনের যে একটি অদ্ভুত চক্র আমার চোখে ধরা পড়লো তা হলো, কেউ ৮০% হিন্দুদের মধ্যে থেকে বিশ্বস্ত মানুষের মাধ্যমে নিজের হিজাবের স্বাধীনতার জন্য কাঁদে, আর কেউ ৯০% মুসলমানের দেশে বাস করে মুসলিম নামধারী শিক্ষককে নিজ হিজাবের জন্য বিশ্বাস করে তার কাছে হিজাবের বিরোধীতার মুখে পড়ে কাঁদে।

ভারেতের কর্ণাটকের কলেজ ছাত্রী মুসকান হিজাবকে ভারতের মুসলমানদের অস্তিত্বের প্রতীক মনে করলেও প্রাচ্যের অক্সফোর্ডের আলুচাষীরা এটিকে নিজেদের জন্য বিপদ মনে করে। তবে যারা ঈমানদার বলে দাবি করেন তাদের এসব কুরুচির লোকদের প্রকাশ্যে বিরোধীতা করা উচৎ। তাই আপনাকে বলবো আপনি যদি একজন জীবিত মানুষ হয়ে থাকেন, তাহলে অন্যায়ের বিরোধিতা করুন এবং মাযলুমের সাথে থাকুন। কারণ মনে রাখবেন, ঢেউয়ে শুধু মৃতদেহ ভেসে যায়, সাঁতারু নয়।

রাসূল (স.) বলেছেন নারী দেখলে যদি তাকে কাছে পাওয়ার তোমার ইচ্ছা জাগে তাহলে বাসায় তোমার স্ত্রীর কাছে যাও। এই নারীর কাছে যা আছে তোমার স্ত্রীর কাছেও তাই রয়েছে। আর সে হলো তোমার জন্য হালাল, তোমাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে তোমার স্ত্রী জান্নাতে যাবে। তাই শারী'য়াতের দৃষ্টিতে নর-নারীর সকল প্রেম-ভালোবাসা একজনের জন্যই রক্ষিত থাকার কথা। তিনি হলেন কারো স্ত্রী আর কারো স্বামী। এমন কথা বলে তোমার চাহিদা পূরণ করতে বলেছেন।

রাসূল (স.) স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সন্তুষ্ট থাকার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন:

(أيّما إمْرأةٍ مَاتتْ وَزوْجُها عَنها راضٍ دَخلتِ الجَنة) ٤٤

'স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে যদি কোনো স্ত্রী মৃত্যু বরণ করে তখন সেই স্ত্রী জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

তাই বলছিলাম, যে যুগের আদম সন্তান হাওয়ার কন্যাকে উলঙ্গ দেখে আনন্দে নেচে উঠে সে যুগের মানুষের সামনে ক্বিয়ামাতের আলামাত বর্ণনা করার জন্য জুমআহ্ বারে খাতীব সাহেবকে অনুরোধ করতে হবে? উম্মাহ্র অধঃপতনের মূল কারণ হলো, তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নের যুগে হাওয়ার কন্যা এবং মুসলিম নারীরা কোনো বাধা বিপত্তি ছাড়া উলঙ্গ ও অর্ধ-উলুঙ্গ হয়ে স্বল্প বসনায় ঘুরতে পারলে আনন্দে লাফিয়ে উঠছে। ইসলামের পরিচয় মুসলিম পরিবার ও সমাজে শুধু কিছু রুস্ম-রেওয়াজের মাঝেই সীমাবদ্ধ থেকে গেলো।

তাই আম্মু তোমাকে বলছি শোনো! খুব ভেবে চিন্তে নিজের আপন জন অর্থাৎ স্বামীর সাথে মান-অভিমান করতে হবে। কারণ তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে রাতের অন্ধকারে স্বামীর সাথে তোমার অভিমানের সচিত্র সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী জেনে যাবে। তখন বুঝতে পারবে অতিপ্রেম শুধু কাছে টানে না দূরেও ঠেলে দেয়। মনে রাখতে হবে, সময়ের পরিবর্তনে অভিমান ভাঙানোর রেওয়াজের কফিন অজানা কোনো গোরস্থানে দাফন হয়ে গেছে অনেক আগে। তাই পর্দার আড়ালে প্রভাতের আগেই তোমার গোত্রেরই কেউ এটিকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে তোমার সীট দখলসহ স্বামীর আঙিনা হতে তোমার চির উচ্ছেদের পায়তারা করবে। অতএব সাবধান!

তাই বলছিলাম, যিনি পুরুষ তিনি কখনো পর পুরুষের সাথে নিজ স্ত্রীর কথা বলাকে মেনে নিতে পারেন না। তাকে নিজ স্ত্রীর সৌন্দর্য দেখানো তো বহুত দূর কী বাত। নিজেও কোনো বেগানা নারীর সাথে এমন সময় কাটানো এবং অযথা কথা বলাকে পছন্দ করেন না। হেসে হেসে তার সাথে কথা বলতে বলতে চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে গিয়ে হাতে হাত রেখে খাওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না।

٤٤- رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أم سلمة وهو حديث ضعيف، لا يصح.

এটি যৌথ পরিবারে হোক বা নিজস্ব ভূবনে হোক, সব ভূবনেই হারাম ও কাবীরাহ্ গুনাহ্। অফিস কলিগ হোক বা দেবর ভাসূর, সব সুরই পাপাচারের সুর। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় হোক বা রাস্তা-ঘাট হোক, সব ঘাটই মৃত্যুর ঘাট। অফিস সহচর হোক বা যৌথ পরিবারের বেগানা নারী-পুরুষ সহচর হোক, সব চরই জাহান্নামের চর। তাই স্বামীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, স্ত্রী বেপর্দায় থাকলে শুধু রাস্তা-ঘাটে দুর্ঘটনা ঘটবে না যৌথ পরিবারেও কাবীরাহ্ গুনাহের রাস্তা উন্মুক্ত হবে। যা আমরা এখানে কোনো রাখঢাক ছাড়াই আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তারপরও এটি যে বুঝেনা মনে করতে হবে সে নারীও না পুরুষও না। আর যারা পুরুষ তারা সবই বোঝে। সত্যিকারের নারী তার প্রতি পুরুষের দৃষ্টির উদ্দেশ্য সাথে সাথে বুঝতে পারে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, আপনি আপনার স্ত্রীকে অন্ধকারে রেখে কোথায় কি করছেন তা আপনার স্ত্রী খুব সহজেই বুঝতে পারে। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা নারীদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করে আধুনিক প্রযুক্তির এমন এক Security System দিয়েছেন যা মানব সমাজ কখনো কল্পনাও করতে পারবে না। এই সিস্টেমটি জন্মগতভাবে তাদের মস্তিষ্কের সাথে ফিট করে দেয়া হয়েছে। তাই তারা নিজেদের প্রতি পুরুষদের যে কোনো দৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য খুব সহজেই বুঝতে পারে। কোনো ধরণের কু-দৃষ্টি তাদের দিকে পড়তেই আল্লাহ্র দেয়া সিকিউরিটি সিস্টেমের সকল এলার্ম তখনই বাজতে থাকে। একারণেই নারীকে ধোকা দেয়া ও প্রতারণার জালে আটকানো সহজ নয়।

তবে নারী যদি নিজে জেনে শোনে ধোকা খায় এবং ধান্ধাবাজদের প্রতারণার জালে আটকা পড়ে তাহলে এটি শুধু তার একার দুর্ভাগ্য নয়; বরং পুরো নারী জাতির দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। মুসলিম নারীকে নিজের মূল্য বুঝতে হবে। তাকে আরো জানতে হবে যে, সে সেলুনের দোকানের কোনো আয়না নয়। তাই যে কেউ তার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সৌন্দর্য দেখে যাবে এটি হতে পারে না। কারণ নারীর সৌন্দর্য দেখা ও উপভোগ করার একজন পুরুষ আছেন যাকে আল্লাহ্ তার জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আর সেই পুরুষটিই সারা জীবন তাকে সুখে

দুঃখে আশ্রয় দিয়ে যাবে। আপনি যদি আপনার স্ত্রীর অন্তরের মনিকোঠায় চিরস্থায়ী ইয্যাত ও সম্মানের সাথে বসবাস করতে চান এবং তাকে মনের মত করে পেতে চান, তাহলে তার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি সর্বাবস্থায় তাকে সম্মান দিন। তার পক্ষের আত্মীয়-স্বজনকে মূল্যায়ন করুন। শ্বশুরালয় হতে পাওয়ার মনোভাব পরিহার করুন। এটি করতে পারলে পাওয়ার আগেই পেয়ে যাবেন। আর নিজ স্ত্রীর অন্তরে আপনার জন্য নির্মিত হবে এমন এক প্রাসাদ যে প্রাসাদের ইট হবে হীরার আর গাঁথুনি হবে স্বর্ণ ও মুস্কে আম্বর মিশ্রিত মশলার। যে প্রাসাদের মালিক শুধু আপনি নিজেই।

মনে রাখবেন একজন পুরুষের শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি এখানেই লুকায়িত। তাই এখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলুন। একটি মেয়েকে বিয়ে করে শুধু স্ত্রী হিসেবে নয়; বরং তাকে প্রেমিকা হিসেবেও সবার দৃষ্টির আড়ালে আজীবন কাছে রাখবেন। এটি করতে পারলেই আপনার প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দে কাটবে। একটি কথা নারীদের মনে রাখতে হবে, পুরুষের কাছে নিজের স্ত্রীর চেয়েও চলন্ত পথের মেয়েটি এবং পাশের ভদ্রলোক ও অফিস কলিগের স্ত্রীকে বেশি সুন্দর ও আকর্ষণীয় মনে হয়। এটি কারো বানানো কল্প-কাহিনি বা লেখকের ধারণাও নয়; বরং বর্তমান সমাজের আমতলা ও জামতলার নিত্য দিনের বাস্তব চিত্র। আপনার স্বামী আপনাকে না বললেও এটিই সত্য। রাস্তার মেয়ে ও কলিগের স্ত্রীর দৈহিক সৌন্দর্য ও শারীরিক গঠন নিয়ে আলাপ করতেও তাদের বিবেকে বাধে না।' [৪৫]

তাই পুরুষকে মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক পুরাতন কখনো নতুন ছিলো। আর প্রত্যেক নতুন একদিন পুরাতন হবে। দাম্পত্য জীবনের শান্তি এখানেই লুকায়িত। অতএব নিজ স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে এদিক সেদিক তাকিয়ে যার তার সাথে সম্পর্ক করে নিজের চরিত্র নষ্ট করে দুন্ইয়া ও আখেরাত বরবাদ করবেন না। আপনি যদি এমন করেন আপনার স্ত্রীও তাই করবে। এটিকে মুকাফাতে আমল বা যেমন কর্ম তেমন ফল বলে। তাই একদিন জানতে পারবেন, আপনার

৪৫- বিস্তারিত পড়ুন লেখকের সাড়া জাগানো বইঃ বিয়ে, পৃষ্ঠা নং- ১০৮, নাদভী প্রকাশনী

পরিবারে ঘটে যাওয়া কিছু বিষয় আপনি জানেন, আর কিছু জানেন না। তবে যে দিন জানবেন সেদিন মাথায় হাত রেখে কাঁদবেন। তখন এই কান্না কোনো কাজে আসবে না। আখেরাতের শাস্তিও মাফ হবে না। কারণ তব চিড়িয়া উড় গাঈ। এমন বাস্তবতার পরও আমরা নিজেদেরকে অতি সাধু ভেবে যৌথ পরিবারের নামে এক পাতিলে রান্না করে নারী-পুরুষ, মাহারাম ও গায়রে মাহারামের মাঝে কোনো ভেদাভেদ ছাড়াই হায়ওয়ান জানোয়ারের মত একই টেবিলে রাত-দুপুরে বসে খেয়ে পারিবারিক ঐতিহ্যের নামে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি। যৌথ ফ্যামিলিতে নিজেদের প্রাইভেসি রক্ষা হয় না এই কথাটি অস্বীকার করতে পারবেন?

নিজেকে নিজে প্রশ্ন করুন! নিজের চাহিদা মত কয় দিন স্ত্রীকে কাছে পেয়েছেন? নিজেদের প্রাইভেসি রক্ষা করতে না পারলে ধীরে ধীরে হায়া শরম উঠে যাবে। তাই বেগানা পুরুষ কেন নিজের সন্তানরা কখন তাদের মা-বাবার রুমে যাবে এবং কখন যাবে না, সেই বিধানও আল্লাহ্ পবিত্র ক্বোরআনে বলে দিয়ে পরিবার ও সমাজকে নিষ্কলুষ রেখেছেন। বান্দার দাম্পত্য জীবনকে পবিত্র রাখার জন্য আল্লাহ্ বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾[৪৬]

‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসী এবং তোমাদের এমন সব সন্তান যারা এখনো বুদ্ধির সীমানায় পৌঁছেনি, তাদের অবশ্যি তিনটি সময়ে অনুমতি নিয়ে তোমাদের কাছে আসা উচিৎ:

৪৬- সূরাতুন নূর, আয়াত নং: ৫৮-৫৯

- ফাজরের আগে
- দুপুরে যখন তোমরা পোশাক ছেড়ে রেখে দাও তখন।
- এশার সালাতের পর।

এই তিনটি তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এর পরে তারা বিনা অনুমতিতে এলে তোমাদের এবং তাদের কোনো গুনাহ্ নেই। তোমাদের পরস্পরের কাছে বার বার আসতেই হয়। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিজের বাণী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং তিনি সব কিছু জানেন ও বিজ্ঞ। আর যখন তোমাদের সন্তানরা বুদ্ধির সীমায় পৌঁছে যায় তখন তাদের তেমনি অনুমতি নিয়ে আসা উচিত, যেমন তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে থাকে।'

ক্বোরআনের উপরিউক্ত আয়াত হলো দাম্পত্য জীবনে পরিবারের সবার মাঝে হায়া শরম বজায় রাখার একটি আসমানি রোডম্যাপ। অতএব যেখানে নিজের সন্তানকে মা-বাবার কক্ষে যখন তখন যেতে নিষেধ করা হয়েছে সেখানে যৌথ পরিবারে দেবর-ভাসুরসহ তাদের সন্তানদের মাঝে একজন নারী বছরের পর বছর কীভাবে তার লজ্জা শরম টিকিয়ে রাখবে? তাই স্বামীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে স্ত্রীর মান-সম্মান বজায় রাখা স্বামীর ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। উল্টো হলে আখেরাতে জাওয়াব দিতে হবে। এখন সিদ্ধান্ত আপনার।

এই প্রসঙ্গে মেয়েদের কণ্ঠে ক্বির'আত, হামদ্ ও না'ত শ্রবনের বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি। এই বিষয়ে আমার প্রিয় বন্ধু এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর সাবেক কলিগ এবং বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত সাউদী দূতাবাসের রিলিজিয়াস এ্যাটাশে কর্মরত ড. আব্দুল্লাহ্ ফারুক তার টাইমলাইনে বড় চমৎকার এবং সময়োপযুগী একটি লেখা লিখেছেন। আমি এখানে সেই মূল্যবান লেখাটিকে আমার মত করে সংযোজন করাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেছি। তিনি লিখেছেন:

'আমরা লক্ষ্য করছি যে, আমাদের অনেকে অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় একটি বিষয়কে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। আমাদের শিশু ও

কিশোরী বয়সের মেয়েদের কণ্ঠে ক্বোরআন তিলাওয়াত, হামদে বারী তা'আলা ও না'তে রাসূল (স.) নিয়ে সম্প্রতি অনেকে অনেক রকম কড়াকড়ি করছেন। আমি মনে করি, এতটা কঠোরতা করা ঠিক নয়। কারণ মেয়েদের কিংবা নারীদের কণ্ঠ মোটেও পর্দার আওতায় পড়ে না। আল্লাহ্ শুধু অন্য পুরুষকে আকর্ষণ করার লক্ষ্যে নারীর কণ্ঠকে কোমল করতে নিষেধ করেছেন। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ ক্বোরআনে এভাবে বলেছেন:

﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ [৪৭]

'হে নাবীর স্ত্রীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করে থাকো, তাহলে মিহি স্বরে কথা বলো না। যাতে মনের গলদে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তি প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে, পরিষ্কার সোজা ও স্বাভাবিকভাবে কথা বলো।'

সাউদী আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ড এর এ বিষয়ে পরিষ্কার ফাত্ওয়া রয়েছে। আল্লামাহ্ শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ্ বিন বায (রাহি.) আল্লামাহ্ আব্দুর রায্যাক্ব আল্ আফীফী (রাহি.) আল্লামাহ্ আব্দুল্লাহ্ বিন গুদইয়ান এবং আল্লামাহ্ আব্দুল্লাহ্ বিন কাউদ স্বাক্ষরিত সেই ফাত্ওয়ায় বলা হয়েছে:

(يَجُوز سِماعُها للنساءِ ويجوزُ للرجالِ إذا لم يَترتب عَليهِ فِتنةٌ)

অর্থাৎ মহিলাদের কণ্ঠে ক্বোরআন তিলাওয়াত মাহিলাদের জন্য শ্রবন করা বৈধ এবং পুরুষদের জন্যও তা শোনা বৈধ তবে যদি ফিত্নার আশঙ্কা না থাকে।' [৪৮]

শায়খ বিন্ বায (রাহি.) অন্য এক প্রশ্নের জাওয়াবে বলেছেন:

(وإلَّا أصواتُهُنَّ ليستْ عَورةٌ)

'মূলত মহিলাদের কণ্ঠ পর্দা নয়।'

৪৭- সূরাতুল আহযাব, আয়াত নং- ৩২

৪৮- ফাত্ওয়া নং- ৩৮৬৩

এছাড়াও সমকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম আল্লামাহ্ শায়খ মুহাম্মাদ বিন স্বালেহ্ মুনাজ্জিদ এই সম্পর্কে বলেন:

(الراجحُ مِن أقوالِ أهلِ العلمِ أنَّ صوتَ المرأةِ ليس بِعَورةٍ)

'সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কথা হচ্ছে যে, মহিলার কণ্ঠ পর্দা নয়।'

তবে এটি শতভাগ সত্য ও প্রয়োজনও বটে। তা হলো, আমাদেরকে ফিত্নাহ এড়িয়ে চলতে হবে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (স.) হাজ্জের বিধান উল্লেখ করতে গিয়ে নারীদের হাজ্জ আদায়ের সময় তালবিয়াহ্ বা:

(لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ)

নিম্নস্বরে বলতে আদেশ করেছেন। এই বিষয়ে প্রায় সব ওলামায়ে কেরামও একই কথা বলেছেন। তাছাড়াও উম্মুল মু'মেনীন আয়েশাহ্ (রা.) সহ অসংখ্য মহিলা সাহাবিয়াহ্ হাদীস বর্ণনা করতেন এবং তাঁরা হাদীসের দার্স দিতেন। অতএব বলা যায় এবং বোঝা যায় যে, মহিলাদের কণ্ঠ কখনোই পর্দা নয়। এগুলো সীমিত আকারে করা যাবে। তবে লাগামহীনভাবে সুযোগ দেয়া বা সুযোগ গ্রহণ করা অনুচিৎ বলে আমি মনে করি। আবার এটিকে একেবারে হারামও ঘোষণা করতে পারবেন না। হারাম ঘোষণা করা হলে স্টার জলসাসহ চরিত্র হনন এবং নৈতিকতা বিধ্বংসী টিভি চ্যানেলগুলো নারীদের বিনোদনের কেন্দ্রে পরিণত হবে। তখন তাদেরকে আর কোনো ভাবেই আটকানো সম্ভব হবে না। আল্লাহ্ আমাদেরকে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের এবং সর্বোত্তম আমলের তাওফীক্ব দান করুন, আ-মী-ন। [৪৯]

অতএব আমরা মনে করি যে সব অনুষ্ঠানে এবং পরিবারে উক্ত বিষয়ে নারী-পুরুষ সবার মাঝে সতর্কতা অবলম্বন করা হয় এবং আল্লাহ্র ভয় থাকে সেই পরিবার ও অনুষ্ঠান সব সময় সকল ফিত্না হতে নিরাপদ থাকবে। আপনিও আপনার পরিবারে পর্দার প্রচলন শুরু করে দেখুন ইন্ শা আল্লাহ্ আপনার পরিবারও ফিত্না হতে রক্ষা পাবে।

৪৯- টাইমলাইন, ২৪ জুলাই ২০২১ ড. আব্দুল্লাহ্ ফারুক

স্ত্রীকে ঘরের বাইরে স্বল্প বসনায় দেখতে চান?

তিক্ত ও অপ্রত্যাশিত হলেও আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি, প্রশ্নটি হলো আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর ঈমান রাখার দাবি করার পর শারী'য়াতের পর্দার বিধানের পিঠে ছুরিকাঘাত করে সত্যিকারের মুসলমান ও ঈমানদার দাবি করতে আপনার লজ্জা করে না? তবে এটিও সত্য আপনার লজ্জা লাগুক বা না লাগুক, খালীফাতুল মুসলেমীন উমার (রা.) জীবিত থাকলে আপনার মত এমন মোনাফেক ও প্রতারকের গর্দান উড়িয়ে দিতেন।

তাই যে সব পুরুষ নিজের স্ত্রী-কন্যা ও বোন-ভাবিকে সাজিয়ে স্বল্প বসনায় ঘর হতে বের করে রাস্তা-ঘাটে ঘুরে হোটেল রেস্তোরাসহ সমুদ্র সৈকতে বেড়ানোর নামে অন্যদেরকে বুঝাতে চায় যে, তারা আকর্ষণীয় শারীরিক গঠনের নারীকে স্ত্রী পেয়ে এবং নিজ পরিবারের নারীদেরকে বেপর্দায় নিয়ে ঘুরতে পেরে জীবনের স্বাদ পাচ্ছে না শুধু; বরং তারা মহা এক আনন্দে আছে। এই সব গর্দভদেরকে রুপালি পর্দার নায়িকাদের জীবন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। এরা বউকে কেমন ভালোবাসে জানেন? না জানলে শুনুন! বাসর রাত্রিতে নিজ মোবাইলে স্ত্রী নাম্বার সেভ দেয়ার সময় নাম লিখে My love। দুই মাস পর নাম পাল্টে রাখে Sweet wife। একবছর পর লিখে Home। দুই বছর পর লিখে Hitler। চার বছর পর লিখে Wrong number। আপনারও এমন হবে। এটি বদ্ দো'য়া নয়; বরং এটি বাস্তবতা।

যারা নিজ স্ত্রী-কন্যা, বোন ও মাকে স্বল্প বসনায় সাজিয়ে রাস্তা-ঘাটে ঘুরতে পছন্দ করে নিজেদের দায়্যুছিয়্যাতের প্রমাণ দিচ্ছেন তাদেরকে বলছি, আত্মসম্মানবোধ কাকে বলে জানেন? না জানলে শুনুন। ইতিহাসের পাতায় আত্মসম্মানবোধের একটি ঘটনা লেখা রয়েছে। একবার এক বেদুঈন তার নববধূকে একটি ঘোড়ার পিঠে করে নিজ বাড়ি নিয়ে এসেছে। তবে যে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে নববধূকে আনা

হয়েছিলো সে ঘোড়ার পিঠ হতে নববধূ নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে তার বেদুঈন স্বামী তরবারি দিয়ে এক কোপে উক্ত ঘোড়ার মাথাকে শরীর হতে পৃথক করে ফেললো।

উপস্থিত লোকজন অবাক হয়ে তাকে এমন কাণ্ড ঘটানোর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে উত্তরে বললো, আমার স্ত্রী এতক্ষণ ঘোড়ার পিঠে বসে থাকার কারণে তার পিঠে যে উষ্ণতা সৃষ্টি হয়েছিলো, এখন ঘোড়া হতে নেমে আসার পর অন্য কোনো পুরুষ উক্ত ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে আমার স্ত্রীর সেই উষ্ণতা উপভোগ করুক আমি একজন পুরুষ হয়ে এটি মেনে নিতে পারছি না। তাই সেই ঘোড়ার মাথাকে গর্দান হতে পৃথক করে চিরতরে সেই রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছি।

কাজটি ভালো কি মন্দ? বৈধ কি অবৈধ? সত্য কি মিথ্যা? সেটি ভিন্ন কথা। বর্তমান সমাজে বিয়ের গাড়ি হতে নববধূ নেমে আসার সাথে সাথে সেটিতে আগুন লাগিয়ে পুড়ে ফেলতে হবে এমন কথাও আমি বলছি না। বলছি শুধু একজন বেদুঈন স্বামীর কাছে স্ত্রীর গুরুত্ব ও মূল্যায়ন কেমন তা বোঝানোর জন্য। কারণ সে তার স্ত্রীর উষ্ণতাও অন্য কেউ উপভোগ করুক তা মেনে নিতে পারেনি বলে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে। আর এখন আমাদের বর্তমান সমাজের কত বড় পাক্কা ঈমানদার দাবিদার, মাসজিদের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারী এবং গভীর রাতে সালাতুত্ তাহাজ্জুদ আদায়ের দাবি করার পরও নিজেদের স্ত্রী-কন্যা কতজনের সাথে কত জায়গায় কি করছে তা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। তাই হয়ত কেউ এমন ঘটনা লিখেছে।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা পড়ুন। একবার এক নারী তার মোহরের ৫০০ দেরহাম না দেয়ায় স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উত্থাপন করলো। আদালত বাদীর স্বামীকে তলব করে এর সত্যতা জানার জন্য জিজ্ঞেস করলে সে তা অস্বীকার করলো। অতঃপর অভিযোগ প্রমাণের জন্য আদালতে সাক্ষী তলব করা হলো। তাদের সাক্ষ্য গ্রহণকালে আদালত উক্ত নারীকে শনাক্ত করার জন্য সবার সামনে নেকাব খোলার আদেশ দিলো। এই আদেশ শুনার সাথে সাথে অপরাধীর কাঠগড়ায়

দাঁড়ানো স্বামী চিৎকার দিয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করে বলে উঠলো, মহামান্য আদালত! আমি মেনে নিচ্ছি, আমার জিম্মায় আমার স্ত্রীর মোহরের ৫০০ দেরহাম অনাদায় রয়ে গেছে। অতএব দয়া করে আপনি তার নেকাব খুলবেন না আমি তার পাওনা এখনই পরিশোধ করছি।

আসামী অর্থাৎ স্বামীর মুখে এমন স্বীকারোক্তি শোনামাত্র স্ত্রী বলে উঠলো, মহামান্য আদালত! আপনিসহ উপস্থিত সকলের সামনে আমি আমার স্বামীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রত্যাহার করে আমার হক্ব তাকে মাফ করে দেয়ার ঘোষণা দিলাম। বাদীর মুখে এমন কথা শুনে বিচারক নিজেও হয়রান ও পেরেশান হয়ে গেলেন।

বিচারক বুঝে উঠতে পারছেন না যে, এসব কি হচ্ছে? এবং তিনি কি দেখছেন ও কি শুনছেন? তার জীবনে এটি প্রথম ঘটনা। তিনি এমন কিছু কখনো কল্পনাও করতে পারেন নি; বরং স্বীকারোক্তির জন্য রিমান্ডে নেয়া হয়। আর এখানে একে অপরের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উত্থাপন করার পরও উত্থাপিত অভিযোগ কেন প্রত্যাহার করে নিলো? অতঃপর তারা আদালত হতে চলে যাওয়ার পর বিচারক পেশকারকে বললেন, এই মামলার পৃথক একটি ফাইল বানিয়ে তার উপর **'পুরুষের আত্মমর্যাদাবোধ'** লিখে রাখুন। কারণ এটি আমার জীবনের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কি বুঝলেন?

এপ্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (স.) একটি হাদীস আমার মনে পড়ছে। হাদীসে নাববীর ভান্ডার হতে **'পুরুষের আত্মমর্যাদাবোধ'** সংক্রান্ত একটি ঘটনা তুলে ধরছি। রাসূলুল্লাহ্ (স.) ক্বিয়ামাতের আলামত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

(عن المغيرة قال: قالَ سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ رضي الله عنه لو رَأَيْتُ رَجُلًا مع امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بالسَّيْفِ غَيْرُ مُصْفِحٍ عنْه، فَبَلَغَ ذلكَ رَسولَ اللهِ ﷺ فَقالَ: أَتَعْجَبُونَ مِن غَيْرَةِ سَعْدٍ، فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ منه، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، مِن أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ، ما ظَهَرَ منها، وَما بَطَنَ، وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إلَيْهِ العُذْرُ مِنَ اللهِ، مِن أَجْلِ ذلكَ بَعَثَ اللَّهُ المُرْسَلِينَ، مُبَشِّرِينَ

وَمُنْذِرِينَ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ المِدْحَةُ مِنَ اللهِ، مِن أَجْلِ ذلكَ وَعَدَ اللَّهُ الجَنَّةَ)[৫০]

'মুগীরাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ বিন ওবাদাহ্ (রা.) বলেন, আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে অন্য কোনো পুরুষকে দেখতে পাই তাহলে তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করবো। এ খবর রাসূল (স.) এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন তোমরা কি সা'দ এর আত্মমর্যাদাবোধ দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো? আল্লাহ্র ক্বাস্ম! আমি তার চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন। আর মহান আল্লাহ্ আমার চেয়েও বেশি আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন। এই কারণেই তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীল কাজকে হারাম করে দিয়েছেন। আর মহান আল্লাহ্র চেয়ে কেউ অক্ষমতা এবং ওযর বেশি পছন্দ করেন না। এ কারণেই তিনি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী নাবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ ছাড়া নিজের প্রশংসা আর কারো কাছেই বেশী পছন্দনীয় নয়। এ কারণেই তিনি বান্দাদেরকে জান্নাতের অঙ্গীকার করেছেন।'

এখন আপনার আমার মা-মেয়ে, ওয়াইফ ও বোন-ভাবি শপিং এ গিয়ে দোকানির হাতে হাত রেখে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। এরই মাঝে আরো কি দেয়া নেয়া হচ্ছে তা জানেন? তারা কত মানুষকে কষ্ট দেয় এই নিয়ে কখনো ভেবে দেখেছেন? কত দোকনির মুখে কত ধরণের অসভ্য কথা শুনছে ও অঙ্গভঙ্গি দেখছে তা কি তারা আপনাকে কোনো দিন বলেছে? দুই একটি আমার কাছ থেকে শুনুন। তারা পুরো দিন এই দোকানের পর সেই দোকান ঘুরে বেড়ায়। শত শত কাপড় দেখে এটি না সেটি বলে মালিক ও কর্মচারিকে বিরক্ত করে অতঃপর কাপড় না কেনে এই বলে বের হয়ে যায় যে, আপনার কাছে New design dress নেই। তখন ঘন্টার পর ঘন্টা ত্যক্ত বিরক্ত হওয়া কর্মচারি ও মালিক কি বলে জানেন? তারা বলে দাঁড়ান, আমাদের কাছে New design এর কাফনের কাপড় আছে। এটি দেখে যান। কি বুঝলেন?

৫০- الراوي : المغيرة بن شعبة । المحدث : الإمام البخاري رقم الحديث : ٧٤١٦

তাই বলছিলাম, আপনার পারিবারিক জীবনে যদি হায়া-শরমের সাথে সাথে দ্বীনদারিও থাকে তাহলে বুঝতে হবে আপনার পরিবারের উপর আল্লাহ্‌র রাহমাতের ছায়া রয়েছে। আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন পুরুষ নিজ স্ত্রীর ইয্‌যাত-সম্মানের একক পাহারাদার। আর স্ত্রী এমন পুরুষের অর্ধেক ঈমান। আপনি নিজেকে আত্মসম্মানবোধহীন কেন মনে করছেন? আল্লামাহ্‌ ইবনুল কায়্যেম (রাহি.) বলেছেন, মানুষের অন্তরে আত্মমর্যাবোধ অবশ্যই থাকে। যদি এটি না থাকে তাহলে সেই অন্তরে ভালোবাসা জন্ম নিতে পারে না। আর ভালোবাসা মুক্ত অন্তরে কখনো দ্বীন ও ঈমান থাকতে পারে না। অতএব আপনি কোন্‌ প্রকারের ঈমানদার একটিু ভেবে দেখবেন কি?

দাউয়্যুস কাকে বলে জানেন? যার টাকায় তার মেয়ে বা বোন সাজগোজ করে স্বল্প বসনায় বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থিত হয়ে তাদের চক্ষু শীতল করার মাধ্যমে মিস ওয়ল্ড হওয়ার স্বপ্ন দেখে সেই মূলত দাউয়্যুস! শারী'য়াতের ইসলামের দৃষ্টিতে কাবীরাহ্‌ গুনাহ্‌ হলেও ৮০% মুসলমানের মধ্যে ৩৭ হাজার দাউয়্যুসের সন্ধান মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে।

নিজেকে সাধু, নেক ও পরহেযগার ভাববেন না। কারণ রাব্বে যুল জালাল সাত্তার হওয়ায় আমার আপনার পাপ ও অপরাধকে তিনি অন্যদের দৃষ্টির আড়ালে রেখেছেন। যুব সমাজকে বলছি ফাতেমার গুণে গুণান্বিত এবং আলীর চরিত্রে চরিত্রবান হলে কারো ভাগ্যে ফাতেমাহ্‌ আর কারো ভাগ্যে আলী লিখে দেয়া হবে। ব্যতিক্রম হলে ঢাকার কলাবাগানের ডলফিন গলির নায়ক-নায়িকার মত ঘটনা ঘটবে। তখন ঘরে জায়নামায আর ক্বোরআন থাকাকে দলীল বানালেও কাজে আসবে না। মা-বাবা নিজের মেয়েকে কচি খুকি বলে কান্না করলে সেই কান্নাও অনর্থক বলে অন্যরা অট্টহাসি দেবে। প্রশাসনকেও পক্ষে পাওয়া যাবে না।

মা-বাবাকে বলছি! মনে রাখবেন মাথায় টুপি আর মুখে দাড়ি রাখা এটি সুন্নাহ্‌। তবে নিজ মেয়েকে ব্যভিচারের পথে ছেড়ে দিয়ে মাথায় টুপি আর মুখে দাড়ি রেখে পরহেযগার সাজতে যাবেন না। কারণ এটি

আল্লাহ্‌র সাথে প্রতারণা। আপনার বউ-কন্যাদের পর্দা করানো ফার্‌য। তাদেরকে হারাম খাওয়ানো এবং নিজে হারাম কামানো হতে বিরত থাকা আরেক ফার্‌য। এর পরিণতি অনেক ভয়াবহ। ডলফিন গলির নায়ক-নায়িকা চোখে আঙ্গুল দিয়ে আজকের মডার্ন মা-বাবাকে দেখিয়ে দিয়েছে। তাদের দুন্‌ইয়া কেমন ছিলো এবং আখেরাত কেমন হবে? তাও বুঝিয়ে দিয়েছে।

বাবাকে বলছি মনে রাখবেন! নিজ কন্যার জন্য এই লেভেল আর সেই লেভেলের ডিগ্রি নাফ্‌ল ডিগ্রি। এই ডিগ্রি থাকলেই কি না থাকলেই কি? আর তাদের দ্বীন ও শারী'য়াত মেনে চলা ফার্‌য। আর এই ফার্‌য ডিগ্রী না থাকলে সব বেকার। তা অর্জন না করায় বেপর্দার স্ত্রী-কন্যারা শুধু নিজেরা জাহান্নামে যাবে না; বরং আপনাকেও সাথে নিয়ে যাবে। যেমনটি এখন হচ্ছে। মেয়ে মরেও মাকে বেপর্দা করে ছাড়ছে। আর আপনার জীবনকে বিষাক্ত করে দিয়েছে। যদি আপনি মানুষ হয়ে থাকেন। আর হায়ওয়ান জানোয়ার হলো তো হিসাবের বাইরে। তবে মানুষ আপনার জন্য আফসোস ও দুঃখ করার পরিবর্তে অপদার্থ বলে গালি দিচ্ছে। দেখা যাচ্ছে আপনার ঘরের কান্ডারি আপনার বউ। তাই যা হওয়ার তাই হয়েছে। প্রতিনিয়ত এখনও সে বেপর্দায় মিডিয়ার সামনে কথা বলে আপনার গুনাহের পাল্লা ভারি করে চলছে। এখানেও আপনি অপরাধী। অতএব মেয়ে হারানোর কথা বাদ দিয়ে এবার তাওবাহ্‌ করে আখেরাতের প্রস্তুতি নিন। এখানেই আপনার কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে পুরুষ পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি! (অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ ব্যবহারের জন্য অগ্রিম ক্ষমা প্রার্থী) নারীর পোশাক যেমনই হোক না কেন, নারী তার মর্জি মতো যতই বেপর্দা ও উলঙ্গ হোক না কেন, নারীর Raping সব সময়ই হারাম। উলঙ্গপনার কারণে নারীর Raping পুরুষের জন্য কখনো হালাল হবে না। তাকে দেখা এবং তার শরীরের উত্থান-পতনের প্রতি তৃষ্ণার্ত কাকের মতো লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা তেমনই হারাম ও কাবীরাহ্‌ গোনাহ্‌ যেমন নারী বেপর্দায় ঘর হতে রাস্তায় বেগানার পুরুষদের মাঝে বের হওয়া হারাম।

তাই মনে রাখতে হবে, অনর্থক অন্যের জীবনে অনুপ্রবেশে আপনার কোনো লাভ নেই। আপনার নিজের মধ্যেই এমন অনেকগুলো বিষয় রয়েছে সেগুলোর প্রতি আপনার মনোযোগ দেয়া দরকার। কারণ আপনাকে আপনার কবরে তাশরিফ নিতে হবে, আর তাকে দুন্ইয়া হতে Delete হয়ে তার কবরেই Installe হতে হবে। যার যার গোনাহ্ের জন্য তাকেই সাজা ভোগ করতে হবে। কোনো পুরুষ যদি এটি মনে করে, বেপর্দার নারী দেখে নিজেকে সামলাতে পারেনি বললেই আখেরাতে মুক্তি মেলবে, বিষয়টি এমন নয়। যারা এমন কথা বলে তারাও একই গুনাহে লিপ্ত।

নিজের ঈমানী শক্তি বাড়াতে হবে নারী বোরকা পরিহিতা হোক বা বেপর্দা হোক, কোনো নারীই যেন আপনাকে ধোকায় ফেলতে না পারে। সাধারণ যুবকদের কথা কি বলবো, আজকের সমাজের অনেক হাজী, আলেম ও মাসজিদের ইমাম ও খাতীব চেহারায় সুন্নাতি দাড়ি ও গায়ে সুন্নাতি পোশাক, কিন্তু বেপর্দার নারী দেখে নিজেকে আর কন্ট্রোল করতে পারেন না। তবে মনে রাখবেন মডার্ন যুগে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে না পারলে Confidance এর অভাব মনে করে। কিন্তু ইসলাম বেগানা নারীর সাথে Eye Countact করারও কখনো ইজাযাত দেয় না। চাই সে আপনার অফিস কলিগ হোক বা আপনার ছাত্রী হোক। পুরুষকে নিজের আস্তিনের মধ্যেও উঁকি মেরে দেখতে হবে। কিছু দায়িত্ব নিজেকেও পালন করতে হবে। শুধু নারীর বেপর্দা হওয়াকে দোষ দেয়া যাবে না।

লজ্জার কথা হলেও বলতে হচ্ছে, কিছু পুরুষ তো নারীর বোরকার মধ্যেও অনেক কিছু বোঝে ফেলে। বোরকার মধ্যেও উঁকি মারার চেষ্টা করে। পর্দা নারীর উপর ফার্য। নারীর মে'রাজ এবং ইয্যাত ও সম্মান হলো পর্দা। পর্দাহীন জীবনের শীতলতা হতে পর্দার মধ্যের গরম নারীর জন্য হাজার বার উত্তম। তাই সব দায়িত্ব নারীর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে পুরুষকে বেকুসুর খালাস দেয়া যাবে না। নারী পর্দাও করলো, বিয়ের মাধ্যমে নিজেকে পুরুষের হাতে তুলে দিয়ে তার সামনে Surrender ও করলো, তারপরও পুরুষ বাইরের বেপর্দা নারীকে দেখে নিজের চোখের

তৃপ্তি মিটিয়ে বাসায় ফিরে আসে। অতঃপর তার বেপর্দা শরীরের বর্ণনা দিয়ে তাকে গালিও দেয়। আবার সেই বেপর্দা নারীর রূপে পাগল হয়ে নিজ স্ত্রীর টুটি চেপে ধরে তাকে হত্যাও করে।

জনাব এভাবে সমাজ চলবে না। শুধু নারীই পর্দা করবে, আর পুরুষ তাকে বোরকার ভেতরও দেখার চেষ্টা করবে। পরিশেষে আখেরাতে এটি বলে পার পেয়ে যাবে যে, নারী বেপর্দা হয়ে আমাকে একাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। আযাবের ফিরেশ্‌তা প্রচন্ড এক আঘাত করে বলবে এটি তোমাদের বানানো মনগড়া তন্ত্রে মন্ত্রে পরিচালিত ধান্ধাবাজদের সমাজ নয়, ড্রামা অন্য কোথাও গিয়ে করো, এখানে নয়। এই বলে আবার মার দেবে।

একবার আমাকে কেউ বলতেছিলো যে, নারী যদি নিজেকে সুন্দর দেখাতে চায় তাহলে তার উচিৎ হবে সে যেন কারো দৃষ্টিতেই না পড়ে। এটি শুনে আমি বললাম না, তার জন্মের পরেই তাকে মেরে ফেললে খুব সুন্দর দেখা যাবে। আর পুরুষের খাহেশাতের চিকিৎসাও হয়ে যাবে। কারণ নারীর নাম শুনতেই যেহেতু পুরুষের মনে সুরসুরি জেগে উঠে তাহলে এটিই একমাত্র সমাধান। তা না হলে এমন পুরুষকে আপনি কি বলবেন। যে পুরুষ বোরকার মধ্যেও নারীকে দেখার ইচ্ছা লুকিয়ে রাখে।

মনে রাখবেন, আপনি যদি আপনার দৃষ্টিকে কন্ট্রোল না করেন, আপনার চিন্তাধারার পরিবর্তন না করেন, নিজের হিদায়াত না চান, নিজের অপরাধ নিয়ে চিন্তা না করেন, শুধু নারীর অপরাধ, নারী অপরাধী বলে জপতে থাকেন, তাহলে সমাজ কখনো নিষ্কলুষ হবে না। আপনি যদি শুধু নারীকে Shuttlecock এর মধ্যে বন্দী রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং পর্দার নামে শুধু তাকেই দোষারোপ করেন পুরুষের শিক্ষা-দীক্ষা ও নীতি নৈতিকতাকে বিসর্জন দিতে থাকেন তাহলে আমাকে ক্ষমা চেয়ে খুব দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, কন্যা সন্তানকে পুনরায় জীবিত দাফন করতে অথবা জন্ম নেয়ার সাথে সাথে হত্যার কাজটি শুরু করে দিতে হবে। তবে যাই কিছু বলুন না কেন WhatsApp এর প্রাইভেসি প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে আপনাদের মত

ভদ্রলোকের মুখোশধারী ইউজারদের অন্তর কাঁপছে। আর হাশরের মাঠে যখন সবার প্রাইভেসি প্রকাশ হয়ে যাবে তখন কী হবে? এই নিয়ে কখনো ভেবে দেখেছেন? সম্প্রতি হোয়াটসঅ্যাপ তার সব ডাটা ফেসবুকের মাধ্যমে প্রকাশ করার ঘোষণা দিয়ে প্রযুক্তির জগতে কম্পন সৃষ্টি করেছে। এই ঘোষণার পর সমাজের কি ভদ্র কি অভদ্র, কি আলেম কি যালিম, কি নারী কি পুরুষ সব জগতের সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। কারণ এটি হলে সবার মুখোশ উন্মোচন হয়ে যাবে। সবাই সবার কাহিনী জেনে যাবে। অতঃপর হারাবে নিজের সব সাধুতা। রাতের অন্ধকারে আর পর্দার আড়ালের সব আলোচনা প্রকাশ হয়ে যাবে।

কিন্তু গত ১৪৪৪ বছর হতে হাজার বার আমাদের কাছে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, এমন এক দিন আসবে যেই দিন আপনার জীবনের সম্পূর্ণ তথ্য সবার সামনে প্রকাশ করা হবে। সবার নিজ নিজ অ্যাকাউন্টের হিসাব নেয়া হবে। তখন সবাই সবার চরিত্র জেনে যাবে। আফসোস! আমরা এই ঘোষণা নিয়ে কখনই ভাবিনি বা চিন্তাই করিনি।

অতএব হোয়াটসঅ্যাপ এর এই ঘোষণার পর এখনও যদি আমরা জেগে উঠে সতর্কতা অবলম্বন করি, তাহলে হয়ত হোয়াটসঅ্যাপ এর উপরিউক্ত ঘোষণা আমাদের অন্তরে আখেরাতের ভয় জন্ম দেবে এবং আমাদের ঈমান ও আমল সুন্দর করে আখেরাত বা পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে উদ্বুদ্ধ করবে ইন্ শা আল্লাহ্।

পরিশেষে পাঠকদেরকে বলছি মনে রাখবেন, বংশ পরিক্রমা এবং সামাজিক ও দলীয়ভাবে পাওয়া চেতনাকে ক্বোরআন-সুন্নাহ্ পড়াশোনার আলোকে নিজের বিবেক বুদ্ধি ও চিন্তাধারার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজ পরিবর্তনের যোগ্যতা যারা রাখে তারাই মূলত জীবিত মানুষ। এখন আপনার অবস্থান মহাস্থানে না কবরস্থানে কোথায় হবে আপনি নিজেই জেনে নিন।

এই অধ্যায়ের শেষ যে কথাটি আপনাকে বলবো তা হলো, মযলুমের সাথে যুলুম করা হবে আর যালিমকে বাহবা দেওয়া হবে মুসলমান মেয়েরা বেপর্দায় বাজার করবে ও শপিংমলে ঘুরে বেড়াবে তো আযাব সেখানে না এসে কোথায় আসবে? একবার ভেবে দেখুন।

সব ফ্যামিলিতে নারীর পর্দা ফার্‌য

বর্তমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শারী'য়াত বিরোধী রোগের জন্ম নিয়েছে। তাই নারী-পুরুষকে মনে রাখতে হবে, পর্দাহীন জীবনে কোনো আনন্দ নেই। এটি বিয়ের আগে হোক বা পরে হোক, নারী নিজ স্বামীর সাথে হোক বা বাবা-ভাইয়ের সাথে হোক, বাবার বাড়িতে থাকুক বা শ্বশুর বাড়িতে অবস্থান করুন, নারী যে বয়সেরই হোক না কেন এবং যে ফ্যামিলিতে থাকুক না কেন, সব ফ্যামিলিতে নারীর উপর পর্দা ফারয। নিজের বিয়ে হোক, বা অন্য কোনো কাজিনের বিয়ে, সব বিয়েতেই নারীকে পর্দা মেনে চলতে হবে।

কনে হোক বা কনের মা, পারিবারিক অনুষ্ঠান হোক বা সামাজিক অনুষ্ঠান, সব অনুষ্ঠানেই নারীকে পর্দা করতে হবে। আম্মু শোনো! পর্দা এবং হায়া-শরমের মাঝে পার্থক্য কি জানো? পর্দা কাউকে তোমার কাছে আসতে দেয় না। আর হায়া-শরম তোমাকে কারো কাছে যেতে দেয় না। এটি বুঝতে পারলে সুখে থাকতে পারবে।

বর্তমান সমাজের মুসলিম সভ্যতার গতি কোন্ দিকে? এই প্রশ্নটি আমার মনে সব সময় ঘুরপাক খেতে থাকে। সম্প্রতি জানতে পারলাম, **'দেওয়ানেগী'** নামক একটি ড্রামার মধ্যে এক মুসলিম মা তার তরুণী মেয়েকে বলছে, সারাক্ষণ ঘরে পড়ে থাক কেন? ঘরের বাইরেও একটু ঘুরে ফিরে সময় কাটাও। জীবনটাকে উপভোগ কর। আকর্ষণীয় জামা গায়ে দাও। নতুন নতুন ছেলেদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলো। এই যুগের মেয়েরা প্রতিদিন বয়ফ্রেন্ড বানাচ্ছে, তাদের সাথে কত জায়গায় ঘুরছে, আর তুমি তো কিছুই করতে পারছো না। তোমার দ্বারা তো কিছুই হবে না।

মায়ের মুখ থেকে যদি যুবতী মেয়ে এমন শিক্ষা পায়, তাহলে মুসলিম সভ্যতা আজ কোন্ পথে আপনাকে ভাবতে হবে না? বাবা হিসেবে আপনাকে লজ্জায় মরে যাওয়া উচিত নয় কি? আপনি আপনার সালাত

ও যাকাত, হাজ্জ ও সাউম আদায় করা এবং মুখে দাড়ি আর মাথায় টুপি রাখাকে যথেষ্ট মনে করছেন? এই দায়িত্ব শুধু আলেম এবং মাসজিদের খাতীব ও ইমামের ভাবছেন? আখেরাতে আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন না? ভুলে গেলে চলবে না, আপনার অধীনস্থরা যা করবে তার জাওয়াব আপনাকে আখেরাতের আদালতে দিতে হবে। আমার মনে হয় তাই **'অধিকাংশ নারীর জানাযায় তার আপনজনরা বলে উঠে মায়্যেতের মুখ ঢেকে রাখুন। গায়রে মাহারাম দেখবেন না। রাব্বে কা'বার ক্বসম জীবিতদের জন্যও একই হুকুম**।' [৫১]

দুঃখজনক হলেও সত্য এমন চিন্তা আজকের বাবা-ভাই ও স্বামীর মাঝে নেই বললেই চলে। তাই প্রতিটি নারী নিজের বিয়ে ছাড়াও যে কোনো প্রোগ্রামে যাওয়ার আগে বিউটি পার্লারে গিয়ে শুধু পর পুরুষকে নিজের রূপ এবং বেসামাল শরীরকে অশালীন কাপড়ে দেখানোর জন্য সেজে আসে। অতঃপর নারী যে বয়সের বা যে রূপেরই হোক না কেন, পরী হয়ে অনুষ্ঠানে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে। বর্তমান সমাজে নারীর বেপর্দা হওয়ার ভাইরাস সকল আঙিনায় সব বয়সের নারী-পুরুষের ঈমানী চেতনাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। তাদের চারিত্রিক অধঃপতনের নমুনা দেখুন! তারা আগে নিজেদের জুয়েলারি লুকিয়ে রাখতো, অতঃপর সেলারি গোপন রাখতো, আর এখন নিজেদের মোবাইলের গ্যালারি লুকিয়ে রাখে। তারপরও দাবি করে তারা নাকি পাক্কা জান্নাতি।

অথচ নারীদের হায়া-শরমের ব্যাপারে আমরা এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছি যে, পুরুষরা কখন এত বেশি বে-হায়া হয়ে গিয়েছে তা আমরা বুঝতেই পারলাম না। তাই বিউটি পার্লারের সামনে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বসে থাকা এক ফাক্বীর একবার বললো, এযাবত যত নারীকে আমি এই বিউটি পার্লারে ঢুকতে দেখেছি কাউকে আর এখান হতে বের হতে দেখলাম না। কি বুঝলেন? কি আলেম? কি জাহেল? কি ধনী কি গরীব?

৫১- মাত্র ৩ দিনের মধ্যে আমার এই পোস্টটি ৪৫৯ লাইক দিয়েছে, ১৩ জনে কমেন্ট করেছে এবং ৩৮৫ নারী-পুরুষ শেয়ার করেছে। যা প্রমাণ করে সমাজের নারী-পুরুষ ইসলামের পর্দাপ্রথাকে পছন্দ করে।

বর্তমান সমাজের ৯৮% মুসলিম পরিবারে পর্দার প্রথা নেই বললেই চলে। মাসজিদের খাতীব হোক বা মাদ্‌রাসার উস্তায, ইসলামি আন্দোলনের নেতা হোক বা কর্মী, বিয়ের সময় বেপর্দা হওয়া এবং বউয়ের ছবিকে ইন্টারনেটের হাতে তুলে দিয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়াকে কোনো গুনাহ্ মনে করে না। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, যারা ইক্বামাতে দ্বীনের আন্দোলনে রাত-দিন এক করে দিচ্ছেন তারাও নিজেদের আঙিনায় পর্দা প্রথার গলায় অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ছুরি চালিয়ে দেন।

বেপর্দার কুফল কি জানেন? বিয়েতে নারীরা অন্যের পোশাক ও গহনা দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে। আর পুরুষরা অন্যের স্ত্রী দেখে গোনাহের সাগরে ভেসে মরে। পর্দার নারীকে বলছি! ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থ সব সময় শেষ হওয়া নয়, যে ভাঙ্গে তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তাই নব উদ্যমে পর্দার সাথে চলার পথ বের করতে হবে। তবে যে সমাজে দিয়াশলাই থেকে নিয়ে সাইকেলের টিউব টায়ারের বিজ্ঞাপণ এবং ম্যাগাজিনে নারীকে পণ্য ও প্রদর্শনী হিসেবে ব্যবহার করা হয়, সে সমাজের যুবকদের কাছে নারী দেখে লজ্জায় দৃষ্টি সংযত রাখার আশা করা বোকামি নয় কি?

একবার ফ্রান্সের একটি সুপার মার্কেটে কিছু জিনিস ক্রয়ের পর হিজাব এবং বোরকা পরিহিতা এক নারী Cash Counter এ বিল পরিশোধ করার জন্য গেলো। আর সেই সুপার মার্কেটের ক্যাশিয়ার ছিলো একজন আরবী নারী। হিজাব এবং বোরকা পরিহিতা নারীকে দেখে সেই আরবী নারীটি অত্যন্ত ঘৃণাভরে বললো, এসব মুসলমানদেরকে হিজাব এবং বোরকা নিজ দেশে রেখে আসা উচিত ছিলো। এরা এসব নিয়ে এসে এখানে সমস্যা সৃষ্টি করছে। এমন কথা শুনে সেই নারী নিজের হিজাব এবং বোরকা উঠিয়ে নিজেকে দেখালো। সেই নারীটি ফ্রান্সেরই নাগরিক এবং সাদা ধবধবে এক Blonde ছিলেন।

অতঃপর তিনি সে অ্যারাবিয়ান নারীটিকে সম্বোধন করে বললেন, আমি খৃস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের ছায়া তলে আশ্রয় নিয়েছি। আমার আসল এবং নাস্‌ল পুরোটাই ফ্রান্সসী। ফ্রান্স আমার দেশ এবং আমি এই

দেশেরই নাগরিক। তোমরা বাইরে থেকে এসে তোমাদের দ্বীনকে বিক্রি করে দিয়েছো। আর আমরা সেই দ্বীন ক্রয় করে নিয়েছি। তাই বলছিলাম, যে সমাজে নারীর পর্দা নিয়ে নারীই ভেংচি মারে, ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, অনেক পরিবারে তার মা-বাবা ভাইও পর্দা অপছন্দ করে সে সমাজে পুরুষের কাছে নারীর সম্মানের দাবি করা হাস্যকর নয় কি?

তিক্ত হলেও সত্য হলো, দ্বীন ও শারী'য়াতের পিঠে ছুরিকাঘাত করে ক্বোরআন-সুন্নাহ্কে নিজেদের আঙিনা হতে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে বিধর্মীদের মাঝে প্রচলিত কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতিকে আলিঙ্গনের মাধ্যমে পর্দাকে বিসর্জন দিয়ে যাদের বিয়ে হচ্ছে, তাদের বিয়ে পরবর্তী জীবন কেমন যাচ্ছে তা জানার জন্য রাতের অন্ধকারে তাদের রুমের দেয়ালে কান না লাগিয়ে দিনে-দুপুরে মিডিয়ায় চোখ রাখুন এবং সরকারি ভাবে প্রকাশিত ডির্ভোসের তালিকা দেখুন তখন বুঝতে পারবেন।

শারী'য়াত মত বিয়ে হলে, শারী'য়াতের বাতলানো নারীকে বিয়ে করে সংসার করলে স্ত্রীর ত্বালাক্ব পেয়ে ইয্যাত সম্মান হারিয়ে পথে পথে কাঁদতে হবে না। Arrange Marriage ও ডিভোর্স হচ্ছে বলে প্রেমের বিয়ের বৈধতা খুঁজে বেড়ানোর অর্থ হলো ঔষধ খেয়েও যখন রোগী মারা যায় তাহলে বিষও খাওয়া যাবে। যারা প্রেম করে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছ তাদেরকে বলছি শোনো! তোমাদের সম্পর্কের বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় যদি আল্লাহ্র ভয়ের শব্দ না থাকে তাহলে ক্বাস্ম করে বলা যেতে পারে, শেষ পৃষ্ঠায় তোমাদেরকে বিচ্ছেদ বরণ করে নিতে হবে।

তাই বলছিলাম, ধান্ধাবাজ পুরুষদের থেকে বাঁচতে হলে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখে থাকতে হলে ইসলাম নারীর সাথে মাহ্রামকে থাকার কথা বলেছে। নারী যে বয়সেরই হোক না কেন, তার সাথে তার মাহ্রাম থেকে দেখুন পরকীয়া, প্রেম ও ডিভোর্সের হার ৮০% কমে যাবে। অতএব নিজের আত্মীয়ের ভাদাইম্মা ও দুশ্চরিত্রের ছেলে এবং বে-পর্দা ও ফ্রী মাইন্ড নামক উচ্ছৃঙ্খল মেয়েদের থেকে আপনার ছেলে-মেয়েদের সব সময় Distance রক্ষা করুন। কারণ এরা করোনা ভাইরাসের চেয়েও ভয়ানক। আপনার সন্তান খুব সহজে তাদের সাথে হাসতে খেলতে

আক্রান্ত হয়ে যাবে। পর্দা করার কারণে যারা আপনার মেয়েকে তাবুর মেয়ে বানিয়ে আপনাকে হেয় করে কথা বলে, তাদের চোখে চোখ রেখে বলে দিন তোমরা শুনে রেখো শুধু আমার মেয়ে তাবুর মেয়ে নয়; আমিও তাবুর মেয়ে। তাবুকেই আমি আমার ইয্যাতের ভরসাস্থল মনে করি। এখানে থাকতেই আমি সাচ্ছন্দ্যবোধ করি। কারণ আমি এমন এক নাবীর উম্মাত এবং এমন এক ধর্মের অনুসারী যে ধর্মের ছোট্ট মেয়েটিও যখন কোনো পুতুল কেনে তখন সেই পুতুলের সাথে দোপাট্টাও কেনে। কি বুঝলেন?

তাই বলছিলাম, শায়ত্বানীর সকল ছিদ্র নারীকেই বন্ধ করতে হবে। হে নারী মনে রেখো! তোমাকে বলছি, পুরুষ বদলে যায় এ কথা তোমাকে কে বলেছে? পুরুষ কখনো বদলে না। বিয়ের আগেও তাদের বিয়ে করার শখ থাকে এবং বিয়ের পরেও বিয়ে করার শখ নিয়ে বেঁচে থাকে। তাই শায়ত্বানের প্ররোচনায় সারাক্ষণ এই শখ পূরণের সুযোগের সন্ধানে ব্যস্তও থাকে।

কখনো অফিসের নারী কলিগদের সাথে আবার কখনো তোমার বান্ধবীদের সাথে, কখনো তোমার কাজিনদের সাথে ইনিয়ে বিনিয়ে নিজের মনের ভাব প্রকাশের চেষ্টা করে। এমন কি তোমার আপন বোনও তার টার্গেটের বাইরে নয়। তাই তুমিও যদি উপরিউক্ত ব্যক্তিদেরকে তোমার স্বামীর সাথে হাসি-তামাশা করার সুযোগ করে দাও, তাহলে মনে রাখতে হবে, সেই সুযোগ বাস্তবায়নের ভিত্তিপ্রস্তর তোমার মাধ্যমে উদ্বোধন হয়েছে।

অতএব সুখে থাকতে হলে এবং স্বামীকে শুধু নিজের মনে করতে হলে নিজ পরিবারে পর্দার বিধার চালু করে সকল ছিদ্র তোমাকে এখনই বন্ধ করতে হবে। দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এসব নিয়ে কথা বললেই ইসলাম নারী অধিকার হরণ করেছে বলে সমাজের অসৎ ও ধান্ধাবাজরা ইসলাম ও শারী'য়াতে ইসলামের বিরুদ্ধে চেঁচামেচি শুরু করে।

একবার এক ইংরেজ একজন মুসলিম আলেমকে জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের ইসলামে নারীদের বিষয়ে এত কঠোরতা কেন? অর্থাৎ একজন নারী অপরিচিত কোনো পুরুষের সাথে হাত মেলাতে পারে না

কেন? আলেম খুব ধৈর্যসহকারে তার অভিযোগ শুনলেন। অতঃপর খুব সুন্দর করে উত্তর দিতে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের দেশের প্রত্যেক মানুষ কি ব্রিটেনের রানীর সাথে হাত মেলাতে পারে? লোকটি বললো না! এটি কি করে সম্ভব? তিনি ব্রিটেনের নারী। তার প্রোটোকলের কারণে যেই সেই তার সাথে হাত মেলাতে পারে না। রানীর প্রোটোকলের আইনটি কেবলমাত্র সাত ধরণের লোককে রানীর সাথে হাত মেলানোর সুযোগ দিয়েছে।

অতঃপর আলেমটি তাকে বললেন, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের শারী'য়াতে ১৪ প্রকারের পুরুষের সাথে একজন নারী হাত মেলাতে পারে। আপনাদের রানীর সম্মান রক্ষার্থে শুধুমাত্র সাত ধরণের মানুষ তার সাথে হাত পারে। আপনারা এই সম্মান শুধুমাত্র রানীর জন্যই নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। আর আমাদের ইসলাম এতবেশী উদার যে, প্রত্যেক নারীকেই একজন রানীর মর্যাদা দিয়েছে। তাকে সম্মান দিয়ে রানীর আসনে অধিষ্ঠিত করে রেখেছে। তাই তার সাথে যেই সেই হাত মেলাতে পারে না। এটি তার প্রোটোকল। কি বুঝলেন?

অন্যদের নিয়ে কী বলবো? ইসলামপন্থীদের মাঝেও শারঈ পর্দার সঠিক কোনো ধারণা নেই। তাই দেখলাম ইসলামী আন্দোলনের এক নেতার ছেলের বিয়েতে অন্য আরেক নেতা সেই ছেলের বউয়ের সাথে ছবি তুলে সেটিকে আবার ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচার করে নিজেদেরকে মডার্ন মুসলমান বা উদারপন্থী বলে পরিচয় দিয়ে তারা এই দেশে কোন্ ইসলাম এবং নারীর কেমন পর্দা প্রতিষ্ঠা করতে চান তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। অথচ সাহাবায়ে কেরামদের বিয়েতে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর উপস্থিতিকে কেউ কখনো প্রয়োজন মনে করতো না। এটি আমার বানানো কোনো গল্প নয়।

সীরাত গ্রন্থের পাতা উল্টালে যে কেউ দেখতে পাবে, আব্দুর রাহমান বিন আউফ (রা.) নিজ বিয়ের কথা রাসূলুল্লাহ্ (স.) কে শুনানোর এবং দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। তবে আনন্দের বিষয় হলো, ইসলাম ও শারী'য়াতের ইসলামের এই দুর্দিনেও আমাদের সমাজ ও পরিবারে কিছু ভাই ও বোন এই সব সামাজিকতা ও পশ্চিমা সভ্যতাকে

লাথি মেরে ইসলামকেই নিজেদের শেষ ভরসা মনে করেছেন। তাই তারা বিয়ের আসরেও নিজেদের স্ত্রী-কন্যা এবং বোন-ভাবিকে পর্দাসহকারে বউ সাজিয়ে স্টেজে বসায়। অতঃপর তাদের স্বামীরা তাদেরকে পর্দাসহ অনুষ্ঠান হতে নিজের বাসায় নিয়ে যান। কারণ নিজের স্ত্রীকে বেপর্দায় রেখে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে আখেরাত বরবাদ করা ছাড়া এখানে আর কোনো কিছুই পাওয়ার নেই, এটি তারা ভালো করেই বুঝেছেন।

তবে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে আমাদের বর্তমান মুসলিম সমাজের নারী-পুরুষ নিজেদের শখের জিনিসের যত্নের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারলেও নিজের শরীর, মন ও দৃষ্টির হেফাযাতের প্রয়োজন অনুভব করতে পারছে না। যারা শারী'য়াতের বিধি-বিধানকে শিরোধার্য মনে করেন তদের এক বাবা ও মেয়ের সংলাপটি শুনুন। মেয়েটি একবার একটি iphone ক্রয় করলো। বাবা তার হাতে নতুন মোবাইল দেখে মোবাইলটির নাম জিজ্ঞেস করলেন।

মেয়েটি খুব আগ্রহের সাথে বাবাকে সেটটির নাম বললো। তখন বাবা তার মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন কিন্তু তার উপর কালো এটি কি দেখা যাচ্ছে? মেয়েটি বললো এটি একটি কভার। তখন বাবা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন Cover লাগানোর জন্য কি মোবাইল কোম্পানী বলেছে? মেয়ে বললো না বাবা, আমি নিজেই লাগিয়েছি।

এটি শোনে বাবা বললেন, এতে কোম্পানীর সম্মানহানি হয় না? মেয়ে বললো না বাবা; বরং এটি লাগালে মোবাইলটি সুন্দর থাকে। কিন্তু এত দামী সেটটি কালো কাপড় দিয়ে মোড়ানোর কারণে তোমার কাছে খারাপ লাগে না? মেয়ে বললো, না বাবা! এটির কারণে মোবাইলটির হেফাযাত হয়। মানুষের চোখে খারাপ লাগলে আমার অসুবিধা কোথায়? আমার সেটটি সুন্দর থাকা চাই।

তখন বাবা বললেন মা; নারীর হিজাবও এমনই একটি কভার। যে কভার পুরুষদের চোখ হতে নারীকে ঢেকে রেখে গোনাহের আবর্জনা হতে তাকে হেফাযাত করে। অনুরূপভাবে নারীকে বুঝতে হবে, অন্যদের চোখে খারাপ লাগলেও আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান পর্দা তোমাকে

সংরক্ষণ করে জান্নাতে পৌঁছে দিবে। তাই যারা নিজের স্ত্রীর-কন্যাকে বেপর্দা করে মডার্ন সাজতে চায়, তারা শুধু নিজেই নিজের সাথে প্রতারণা করে। তবে যে সব নারী হিজাব করে তারা খুব ভালো করেই বোঝে যে, হিজাবের মধ্যে Weather Control Technology রয়েছে। যে নারী এটি পরিধান করে তার কাছে কখনো গরম লাগে না। কিন্তু আশে পাশের মানুষ গরমে সিদ্ধ হয়ে যায়। যে নারী হিজাবের মধ্যে থাকে সে আসমানি বিউটি পার্লারের নির্দেশনা মেনে পর্দা করে আসমানি ক্যামেরায় রাজরানী হলেও যা ধান্ধাবাজ এবং মানুষরূপী শায়ত্বানের রঙচটা দৃষ্টিতে ক্ষ্যাত। তাদেরকে আনস্মার্ট বলে উপহাস করে। তবে তাদের এসব শায়তানি ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ করোনা প্রমাণ করেছে যে, নারী মাস্ক লাগিয়ে এখন স্মার্ট হয়েছে। অতএব যে নারী মাস্ক লাগিয়ে দিব্যি আরামে শ্বাস নিতে পারে সে নিকাব লাগিয়েও শ্বাস নিতে পারে। এখানে নারীর কষ্ট হওয়ার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

অনুরূপভাবে যে পুরুষ দাড়ি রাখে সে ভালো করে জানে যে, পুরুষের দাড়ির মধ্যে Wireless Technology রয়েছে। তাই যে পুরুষ দাড়ি রাখে তার কখনো চুলকায় না। কিন্তু আশে পাশের মানুষের চুলকানোর কারণে ঘুম হারাম হয়ে যায়। তবে কোনো কমরেডকে দাড়ি রাখতে এবং টুপি মাথায় দিতে দেখে মুসলমান মনে করলে ভুল করবেন। কারণ তাদের বডি এখানে থাকলেও তাদের দিল ও দেমাগ মস্কোতে পড়ে থাকে।

তবে যারা ঈমানী বলে বলিয়ান তারা এসব উপহাসকে কখনো পরোয়া করে না। তেমনই এক ভদ্রলোক স্ত্রীকে নিয়ে তার **'বাবার বাড়ি'** যাওয়ার পথে ক্ষুধার জ্বালা মেটানোর জন্য নিজের শারীকে হায়াতসহ কোনো রেষ্টুরেন্টে বসে খেতে চাইলেন তখন তারা শুধুমাত্র পর্দা লঙ্ঘিত হওয়ার ভয়ে না খেয়েই থেকে গেলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, খেতে হলে পর্দা রক্ষা করেই খাবেন। তাছাড়া বেচারা একজন খাদক টাইপের মানুষও বটে। চা আর গরুর গোস্ত না হলে তার চলেই না। তাই বার বার শারীকে হায়াতের কাছে ভালো কোনো হোটেলে বসে গোস্ত

পরোটা এবং চা খাওয়ার সুযোগ দাবি করতে লাগলেন। তিনি নিজেও স্বামীর অভ্যাস এবং তার ফেবরিট খাবার সম্পর্কে অবগত আছেন। কিন্তু পর্দার ব্যবস্থা না থাকায় তারা উভয়ে না খেয়েই গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন।

আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় থাকার কারণে তিনি শারীকে হায়াতকে বেপর্দায় বসিয়ে পথে কিছু খাবেন না এটি আগেই বলে দিয়েছেন। তাই যাওজাহ্ মুহতারামাহ্ প্রতিবারই এই বলে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন যে, এবার তো এখানে সময় হবে না এবং পর্দারও কোনো ব্যবস্থা নেই, সামনে আরেকবার গাড়ি হতে নামতে হবে, তখন আমরা ভালো একটি হোটেলে বসে খেয়ে নেবো। তারপর যা করার তাই করবো। এসব বলে স্বামীকে পুরো পথ ছোট বাচ্চার মত চা-নাস্তার কথা ভুলিয়ে রেখেই চলছেন। গাড়ি তো আর থামে না। চলছে তো চলছেই। স্বামী বেচারা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে অধিক আগ্রহের সাথে গাড়ি হতে নামার অপেক্ষায় থাকছেন আর স্পাউজের কাছে বার বার জানতে চাচ্ছেন আর কত দূর? আর কত অপেক্ষা করতে হবে? স্ত্রীর উত্তরঃ

" أَنَا أُرِيْدُ وَأَنْتَ تُرِيْدُ وَاللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ"

'আমিও চাচ্ছি তুমিও চাচ্ছ, কিন্তু হবে তো সেটিই যা আল্লাহ্ চাচ্ছেন।'

তাই বলছিলাম, যারা স্ত্রী-কন্যা, বোন-মা এবং ভাবিকে বে-পর্দা রাখে এবং ধানমন্ডির স্টার কাবাব ও বনানীর রেডিসন এবং চট্টগ্রামের ওয়েলপার্ক, রেডিসন ও বনজৌড় এ বে-পর্দায় নিয়ে খেয়ে তা আবার ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচার করে স্ত্রীর সৌন্দর্য দেখিয়ে নিজেদের আধুনিকতা খুঁজে বেড়ায় তাদের স্ত্রী-কন্যা, বোন-মা ও ভাবিকে মনে রাখতে হবে, আপনারা আজ অপদার্থ স্বামী ও বাবা, ভাই ও ছেলের সাথে বে-পর্দায় ঘুরছেন, এভাবে ঘুরার কারণে যতজন পুরুষ আপনাদেরকে দেখছে ততজনই আপনাদেরকে বস্ত্রহীন কল্পনা করছে তা কি আপনারা জানেন? **আল্লাহ্‌র কসম!** এই ছাড়া পুরুষরা নারী দেখলে আর কিছুই কল্পনা করে না। অবিবাহিতদের চেয়ে বিবাহিতরা আপনাদের নিয়ে আরো বেশি ভাবে। নিজের বউয়ের শারীরিক গঠনের সাথে তুলনা করে নিজের লাভ লসের হিসাব মেলায়। শুনতে অভদ্র শুনালেও এটিই সত্য। তাই আল্লাহ্ ক্বোরআনে ব্যভিচারে লিপ্ত

অবিবাহিতদের চেয়ে বিবাহিতদের শাস্তি কঠিন বলেছেন। বিবাহিতদের কঠিন শাস্তির কথা বলতে গিয়ে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করতে বলেছেন।

আপনাদেরকে বেপর্দায় দেখার পর পুরুষরা একে অপরের সাথে যে সব কথা বলে তা যদি কখনো শুনতেন, তাহলে লজ্জায় মরে যেতেন। নিজের কবর নিজে খুঁড়ে সেখানে ঢুকে মরে যেতেন। বেঁচে থাকলে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবাহ্ করে নিজেরা শপথ নিতেন যে, আর জীবনে বেপর্দায় ঘরের বাইরে কখনো পা রাখার সাহস করবেন না। অতঃপর সাজদায় রাতের অন্ধকারে পড়ে কেঁদে কেঁদে চোখের অশ্রু ছেড়ে দিয়ে জায়নামায ভেজাতেন। তাই পুরুষকে বলবো, সাবধান! ভাইয়া আপনি একজন পুরুষ। মডার্ন সাজতে এবং পরিবারের সবার মন রক্ষা করতে গিয়ে বউ হারাবেন না। চারিদিকের খবর নিয়ে একটু দেখুন, দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কলহের মূল হলো বেপর্দা ও তথাকথিত মডার্নিজম এবং ফ্রি মাইন্ড থিউরী। অতএব আপনার বউ বেপর্দায় থাকলে আখেরাতের আদালতে আপনি হবেন প্রধান এবং হুকুমের আসামী।

মনে রাখবেন, নারী বেপর্দায় থাকলে চলন্ত পথের পথিকের শারীরিক প্রশান্তি লাভ না হলেও উভয়ের চোখ ও হৃদয়ের প্রশান্তি অবশ্যই লাভ হয়। শারী'য়াতের দৃষ্টিতে এটিকে চোখের এবং হৃদয়ের যিনা বলে। এই সুযোগে শায়ত্বান উভয়ের মনের মনিকোঠায় উঁকি ঝুঁকি মারে। পরিণতিতে পরকীয়ার জন্ম হয়। তাই কেউ দেখে এবং কেউ দেখিয়ে নিজের তৃপ্তি মেটায়। অতঃপর এই দু'টি মিটে গেলেই স্বামী-স্ত্রীর কাছে একে অপরকে দেয়ার মত এবং নেয়ার মত কিছুই আর থাকে না। না মেটলেই একে অপরকে কাছে পেতে চায়। কেউ দিয়ে সুখি, কেউ নিয়ে সুখি। তাই নিজের সকল প্রেম-ভালোবাসা এক জনের জন্যই সংরক্ষণ করা শারী'য়াতের নির্দেশ। তিনি হলেন কারো স্বামী আর কারো স্ত্রী।

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং আল্লাহ্‌ভীরু পুরুষ কখনো পর পুরুষের সাথে নিজ স্ত্রীর অপ্রয়োজনে কথা বলাকেও মেনে নিতে পারে না। নিজেও কোনো নারীর সাথে এমন সময় কাটানো এবং অযথা কথা বলাকে

পছন্দ করে না। হেসে হেসে কথা বলতে বলতে পর পুরুষ বা পর নারীর সাথে চাইনিজ খেতে চলে যাওয়া বা নিজ স্ত্রীকে হুর সাজিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করে সময় কাটানো তো বাহুত দূর কী বাত। মনে রাখবেন, নর-নারীর অবৈধ সম্পর্কের শুরুতে মধু, মাঝ পথে মিষ্টি, শেষপ্রান্তে হাড়ি ভেঙে দিয়ে আল্লাহ্‌র নাফরমানীর ইতি ঘটায়। তারপরও কিছু গর্দভ প্রেমের বিয়েতে সুখে থাকার দাবী করে। বাস্তবতার বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় লিখা রয়েছে ৯০% প্রেমের বিয়ের পরিণতি হচ্ছে বিচ্ছেদ। আর ১০% কচু পাতার পানির মত কোনো ভাবে টিকে আছে। এরপরও গর্দভরা তর্ক করে।

তাই বলছিলাম, এটি যৌথ পরিবারে হোক বা নিজস্ব ভূবনে হোক, সব ভূবনেই নারীর বেপর্দা হওয়া বা এখানে সেখানে পর পুরুষের সাথে হেসে খেলে সময় কাটানো সম্পূর্ণ হারাম ও কাবীরাহ্ গুনাহ্। অফিস কলিগের সাথে হোক, বা দেবর ভাসুরের সাথে হোক, সব সুরই পাপাচারের সুর। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মস্থলের সহচর অথবা রাস্তা-ঘাটের সহচর হোক সবই শায়তানের সহচর শুধু নয়; বড় শায়ত্বান। যৌথ পরিবারের বেগানা পুরুষ বা নারী সহচর হোক, সব চরই জাহান্নামের চর।

মোটকথা, নারী বেপর্দায় থাকলে দুর্ঘটনা ঘটবেই। এমন একটি বাস্তব সত্য যে বোঝে না সে নারীও নয় পুরুষও নয়। আর যারা পুরুষ তারা যেমন বোঝে নারীও এসব বোঝে। আপনার পরিবারের বেপর্দায় থাকা নারীর সাথে এখানে সেখানে ঘটে যাওয়া কিছু বিষয় আপনি জানেন, আর কিছু জানেন না। যেদিন জানবেন সেদিন মাথায় হাত রেখে কাঁদবেন। তবে এই কান্না কোনো কাজে আসবে না। আখেরাতের শাস্তিও মাফ হবে না। কারণ তব চিড়িয়া উড় গাঈ। তাই অসৎ ও দুশ্চরিত্রের সহচর হতে আপনার একা থাকাই ভালো। কারণ একা থাকায় আপনার Character Buildup না হলেও তবে যা আছে তা কখনো নষ্ট হবে না। নারী যখন পর্দা করে তখন মূলত সে ১৭৯ বিলিয়ন ডলারের Fashion Industry উপর অভিশাপ দেয়। তাই স্বার্থে আঘাত লাগাতে নারীর পর্দায় অনেকের চুলকানি শুরু হয়ে যায়।

অতএব আপনার পর্দার প্রতি কারো অসভ্য আচরণে ঘাবড়াবেন না। সে তো তার পরিচয় দিয়েই ফেলেছে। এখন তার পরিচয় পেয়ে আপনি এগিয়ে যান এখানেই কল্যাণ রয়েছে।

আম্মু তোমাকে বলছি! আজ বেপর্দায় থেকে মডার্ন সেজে রাস্তা-ঘাটের বাদাইম্মাদেরকে নিজের সৌন্দর্য ও শারীরিক গঠন দেখিয়ে তৃপ্তি অনুভব করছ? মনে রেখো, যারা আজ তোমাকে দেখে বাহ্‌বা দিচ্ছে তুমি যেদিন পড়ে যাবে, সেদিন কিন্তু তারা তোমাকে উঠাতে যাবে না। তারপরও তুমি যদি সাহস করে উঠে দাঁড়াতে চাও পুনরায় ফেলে দিতে তারা শুধু এগিয়ে আসবে না; বরং মোবাইল হাতে নিয়ে তোমার পড়ে যাওয়ার দৃশ্যকে ধারণ করে আবারও তোমাকে বাহ্‌বা দেয়ার পথ খুঁজবে। এই দৃশ্যকে পুঁজি করে তোমাকে রাত-দুপুরে লুটের ব্যবস্থা করবে। আর তখন তুমি একুল ঐকুল সব কুলই হারাবে। আমি মনে করি এমন ইশারাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

পুরুষদের কানে কানে একটি কথা বলে রাখতে চাই। তা হলো, ঘরে স্ত্রী রেখে পর নারীর সাথে কোনো প্রকারের সম্পর্ক করতে যাবেন না। করলে নিজ স্ত্রীর কাছে কোনো এক সময় অবশ্যই ধরা খেয়ে যাবেন। তাই সাইকোলজিস্টদের পরামর্শ হলো, স্ত্রীর সাথে কখনো মিথ্যা বলবেন না। কারণ স্ত্রী নিজ স্বামীর সব গোপন রহস্য জানার পরই স্বামীকে প্রশ্ন করে সত্যতা যাছাই করে মাত্র। অতএব আপনি আপনার স্ত্রীকে অন্ধকারে রেখে কোথায় কি করছেন? কার মধু আহরণে ব্যস্ত রয়েছেন? তা আপনার স্ত্রী খুব সহজেই বুঝতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা না বলে পারছি না। কথাটি হলো, আল্লাহ তা'য়ালা নারীদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করে আধুনিক প্রযুক্তির এমন এক Security System দিয়েছেন যা মানব সমাজ কখনো কল্পনাও করতে পারবে না। এই সিস্টেমটি জন্মগতভাবে আসমানি ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে তাদের মস্তিষ্কের সাথে ফিট করে দেয়া হয়েছে। তাই তারা নিজেদের প্রতি পুরুষদের যে কোনো দৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য খুব সহজেই বুঝতে পারে। কোনো ধরণের কু-দৃষ্টি তাদের দিকে পড়তেই আল্লাহ্‌র দেয়া সিকিউরিটি সিস্টেমের সকল

এলার্ম প্রচন্ড বেগে বাজতে থাকে। এ কারণেই নারীকে ধোকা দেয়া ও প্রতারণার জালে আটকানো সহজ নয়। তবে নারী যদি নিজে জেনে শোনে ধোকা খায় এবং ধান্ধাবাজদের প্রতারণার জালে আটকা পড়ে, তাহলে এটি শুধু তার একার দুর্ভাগ্য নয়, পুরো নারী জাতির দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। এর জন্য তারা নিজেরাই দায়ি।

অতএব নারীকে মনে রাখতে হবে যে, সময় স্বাচ্ছন্দ্যে প্রমাণ করে দেয় যে, শারঈ সীমানা থেকে মুক্ত একজন নারী পর পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক আকাক্ষা নিভিয়ে ফেলার এবং দুশ্চরিত্রের পুরুষদের সময় কাটানোর মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে দুঃখজনক হলেও ১০০% সত্য যে, নারী এখন না বুঝলেও বেলা শেষে প্রত্যেক নারীই কিন্তু ষোলাআনা বোঝে। আল তখন বোঝে, সময় কত সহজে প্রমাণ করে দেয় যে, ফি-মাইন্ডের নারীরা পর পুরুষের জন্য সাময়িক আনন্দ আর টাইম পাস ছাড়া আর কিছুই না। কি বুঝলেন?

তাই পশ্চিমাদের শেখানো বুলি আওড়ানোর আগে এবং নারী স্বাধীনতা ভোগের নামে তাদের দেখানো মতে ও পথে অশালীন কাপড়ে বেসামাল শরীর নিয়ে ঘরের বাইরে পা রাখার পূর্বে আমাদের নারী সমাজ এবং পরিবারের বাবা-ভাই ও স্বামী নামক অভিভাবকদেরকে মনে রাখতে হবে, এই পৃথিবীর সবই মকসুদ আলী বা মতলববাজ। আর এই কারণেই সাগরও একজন পর্যটককে আনন্দ দেয়ার নামে বুকে টেনে নিয়ে রূহটা বের করে নিজের উত্তাল ঢেউকে Dead body টাকে পুনরায় সাগরতীরে ফেলে আসতে বলে। কি বুঝলেন? [৫২]

শুনতে খারাপ শুনালেও বলতে হচ্ছে, আজকের মুসলিম উম্মাহর সন্তানদের বিয়েতে ভিডিও করার নামে সিনেমার নায়িকাদের মত নববধূর যেভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে শতশত নারী-পুরুষের সামনে প্রকাশ্যে ফটো সেশন চলে, তখন লজ্জায় শুধু তার বাপ-ভাইয়ের নয়, উপস্থিত কারো ঘাড়ে মাথা থাকার কথা নয়। কিন্তু তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, এটি কোনো বিষয়ই নয়। অথচ অনুষ্ঠানের ছোট-বড় সবাই

৫২- বিস্তারিত পড়ুন: লেখকের বই, **বিশ্বায়ান ও নারী**।

কাবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত। কষ্টের কথা হচ্ছে, অনেক দ্বীনদার এবং আলেমদের ফ্যামিলিও আজ একই রোগে আক্রান্ত। তাদের ছেলে-মেয়েদের বিয়েতেও হায়া-শরমের জানাযার কফিন অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে দাফনের অপেক্ষা করছে।

বেপর্দার নারীদেরকে আরো একটি বাস্তব ও সত্য কথা বলছি শুনুন! একবার এক লোক একজন দ্বীনদার এবং অভিজ্ঞ আলেমের কাছে গিয়ে বললো, হুযুর আমি বিয়ের আগে আমার স্ত্রীকে যখন পছন্দ করলাম, তখন আমার কাছে মনে হয়েছে, আল্লাহ্ দুন্ইয়াতে তার মত হাসীন ও সুন্দর কোনো নারীই সৃষ্টি করেন নি। তাই তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে গেলাম।

অতঃপর তাকে বিয়ে করার জন্য যখন বিয়ের প্রস্তাব পাঠালাম, তখন আমার কাছে মনে হলো, সুন্দরের দিক দিয়ে তার মত সুন্দর সমাজে আরো বহু নারী আছে। যখন তাকে বিয়ে করলাম তখন মনে হলো, সমাজে তার চেয়েও সুন্দর ও আকর্ষনীয় শারীরিক কাঠামোর বহু নারী রয়েছে। অতঃপর কয়েক বছর কাটানোর পর মনে হলো, পৃথিবীর সব নারীই আমার স্ত্রীর চেয়ে বহু গুণ বেশী সুন্দর। এটি শোনার পর তিনি বললেন, তুমি যদি বিশ্বের সব নারীকেই যদি বিয়ে করে ফেল, এরপরও রাস্তার উপর বেওয়ারিশ এবং আওয়ারা কুত্তাগুলো ঐসব নারীদের চেয়ে তোমার কাছে ভালো লাগবে।

এটি শুনে লোকটি খুবই আশ্চর্য হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলো। তখন তিনি উত্তরে বললেন, সমস্যা তোমার স্ত্রী নয়; সমস্যা হলো মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও লোভ, উড়ন্ত চোখ এবং আল্লাহ্ ও আখেরাতের ভয়হীন অন্তর। এমন মানুষের চোখ কবরের মাটি ছাড়া আর কিছু দিয়ে ভরা যাবে না। তোমার সমস্যা হলো, তুমি আল্লাহ্র হারামকৃত জিনিস হতে নিজের দৃষ্টিকে হিফাযাত করতে পারলে না। তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কোনো নুসখা বলবো না? যে নুসখা তোমার স্ত্রী তোমার কাছে আগের মতই সুন্দর মনে হবে। লোকটি বললো, হ্যাঁ! অবশ্যই বলুন। তখন তিনি বললেন, নিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখ। কারণ আল্লাহ্ বলেছেন:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾[٥٣]

'হে নাবী! মু'মিন পুরুষদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে।'

রাসুল (স.) বলেছেন, যদি কোনো নারী দেখে তোমাদের মনে কামনা জাগে তাহলে নিজেদের স্ত্রীদের কাছে যাও। এই নারীর কাছে যা আছে তোমার স্ত্রীর কাছেও তাই আছে; বরং তা তোমার জন্য হালাল।

(عَنْ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ، فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ) [٥٤]

'জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন: তোমাদের কারো যদি কোনো নারী দেখে মনে কিছু উদয় হয়, তখন সে যেন তার স্ত্রীর নিকট চলে যায় এবং তার সাথে শারীরিক মিলন করে। এতে তার মনে যা আছে তা দূর করবে।'

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (স.) নারীকে নিজ স্বামীর কাছে অন্য নারীর সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন:

(عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ تُبَاشِرُ الْمَرأَةُ المرأَةَ فَتَـنْعَـتْهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا) [٥٥]

'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, কোনো মহিলা অন্য মহিলার দিকে তাকিয়ে অথবা দেহ স্পর্শ করে নিজ স্বামীর কাছে এমনভাবে বর্ণনা করা উচিত নয়, যেন সে মহিলার অঙ্গ তার স্বামী দেখতে পায়।'

৫৩- সূরাতুন নূর, আয়াত নং-৩০

٥٤- صحيح مسلم، باب نَدْبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُوَاقِعَهَا. رقم الحديث: 1403

٥٥- صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا تباشر ...، رقم الحديث: ٥٢٤٠

পর্দাহীন একজন নারী চারজনকে জাহান্নামে নেবে

অপদার্থ স্বামী ও বাবা, ভাই ও ছেলেকে মনে রাখতে হবে, বেপর্দার একজন নারী ক্বিয়ামাতের দিন চারজন পুরুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। কীভাবে জানেন? না জানলে শুনুন। হয়ত জীবনের কোনো এক বাঁকে কাজে আসতে পারে। ক্বিয়ামাতের দিন বেপর্দার একজন নারীকে জাহান্নামে যাওয়ার হুকুম দেয়া হবে। অতঃপর এই হুকুম শোনার পর সে বলবে হে আমার মালিক! আমার বাবাকে একটু ডাকা হোক। অতঃপর তার বাবাকে ডাকা হবে। তার বাবাকে যখন আনা হবে তখন সে বলবে **ইয়া আল্লাহ্**! ইনি আমার বাবা, আমি তার মেয়ে। আমার শিক্ষা-দীক্ষা এবং তারবিয়াতের সকল দায়-দায়িত্ব ছিলো তার হাতে। আজ আমি যে গুনাহ্ এবং পাপের কারণে জাহান্নামে যাচ্ছি তার মূল কারণও কিন্তু আমার বাবা। তাই আমার বাবারও বিচার করা হোক।

অথচ এই বাবা নিজের সন্তানের শিক্ষার জন্য সব কিছু বিলীন করে দিয়েছিলেন। ব্যাংক খালি করে সকল অর্থ তার পেছনে ব্যয় করলেন। এমনকি টাকার যখন আরো প্রয়োজন পড়লো তখন সম্পত্তিও বিক্রি করে দিলেন। সব শিক্ষাই তিনি সন্তানকে দিলেন। তবে দেন নি শুধু দ্বীনের শিক্ষা। কখনো ভুলেও পর্দা করার কথা বলেন নি। ক্বিয়ামাতের দিন এধরণের বাবারা কোনো উত্তর দিতে পারবেন না। তখন বলা হবে, একে পাকড়াও কর এবং তার বাবাকেও পাকড়াও কর। অতঃপর উভয়কে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

ঐ নারী আবারও বলবে হে আমার মালিক! আমার ভাইকেও একটু ডাকা হোক। অতঃপর ভাইকেও ডাকা হবে। সে বলবে **ইয়া আল্লাহ্!** এই যুবকটি হলো আমার ভাই। আমি হলাম তার আদরের বোন। ওর অহমিকা ছিলাম। তার আত্মসম্মানবোধ রক্ষার কারণ ছিলাম আমি। যে রাস্তায় চলার কারণে আজ আমি তোমার ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ ও গযব এবং শাস্তির উপযুক্ত হয়েছি এর পুরো জিম্মাদার আমার এই ভাই।

কারণ আমার ভাই যদি আমাকে বেপর্দা হতে নিষেধ করতো এবং আমাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতো তাহলে আমি রাত-দুপুরে পর পুরুষদের মনোরঞ্জনের জন্য বেপর্দায় ঘুরে বেড়াতে পারতাম না।

আমার ভাই আমার পর্দা ও হারাম কাজ সম্পর্কে সতর্ক থাকলে এবং আমাকে শাসন করলে কোচিং এর নামে বাসা হতে বের হয়ে অলি-গলিতে এবং আলো-আঁধারের রেস্টুরেন্টে গিয়ে বয়ফ্রেন্ডের হাতে হাত রেখে গায়ে গা মিলিয়ে এবং তাদের কোলে মাথা রেখে কাবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ পেতাম না। আমার ইয্যাতের হেফাযাত করা এবং বোনের সম্মান ও সম্ভ্রমের পাহারা দেয়া তার পারিবারিক ও ঈমানী দায়িত্ব ছিলো। যদি আমার ভাই এসব অক্ষরে অক্ষরে পালন করতো তাহলে আমি এপথে কোনো ভাবেই পা বাড়াতে পারতাম না। আমার নষ্ট হওয়ার কারণ একমাত্র আমার এই ভাই।

বোনের এসব অভিযোগের উত্তর আল্লাহ্কে এমন ভাই কি দিবে? যে ভাই নিজেও চৌরাস্তা এবং অলি-গলিসহ সকল মোড়ে মোড়ে সকাল-সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্যের মেয়ে ও বোনকে দেখে **চাঁদকা টুকরা যা রাহা হ্যায়** বলেছে শুধু তাই নয়, আরো বাজে এবং অসভ্য মন্তব্য করেছে। স্কুল-কলেজ-ভার্সিটির মেয়েদেরকে দেখে চোখ শীতল করে তাদেরকে পাওয়ার চিন্তায় সারাক্ষণ মগ্ন থেকেছে। আর না পেলে চলন্ত পথের মেয়েদেরকে ইভটিজিং করে সাধ মিটিয়েছে। এমনকি পর্দানিশীন মা-মেয়েকে বড় হুযুর আর ছোট হুযুর বলে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে ইসলামের পর্দার বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে শুধু শায়তানি করেনি; বরং নিজেও বড় শায়ত্বান হয়ে অন্য নারীর ইয্যাত নিয়ে খেলা করেছে। পরিশেষে না পাওয়ার বেদনায় এ্যাসিড মেরে তাদের শরীরকে জ্বালিয়ে দিয়ে মনের ক্ষোভও মিটিয়েছে। আর সে মনে করতো তার বোন ঘরে নিরাপদে আছে। এধরণের বাদাইম্মা এবং দুশ্চরিত্রের ভাইয়েরা ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্কে কি উত্তর দিবে?

তখন আল্লাহ্র হুকুম হবে একেও ধর, এর বাবা ও ভাইকেও ধর এবং সবাইকে একত্রে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। তখন ঐ নারী আবারও বলবে **ইয়া রাব্ব**! হে আমার মালিক! না, আমি এখনো যেতে চাচ্ছি না।

আমার স্বামীকেও একটু ডাকা হোক। তার সম্পর্কেও কিছু অভিযোগ আছে। তখন স্বামীকে ডাকা হবে। স্বামী হাযির হওয়ার পর ঐ নারী বলবে **ইয়া আল্লাহ্!** এ হলো আমার স্বামী। আমি তার স্ত্রী। আমার তারবিয়্যাত বা শিক্ষা দীক্ষার মূল চাবি-কাঠি আমার মা-বাবা এবং ভাইয়ের পরে তার হাতে ছিলো। আমি তার বউ হয়ে পুরো জীবন তার কন্ট্রোলে ছিলাম। তাকে খুশি রাখার জন্য নিজের জীবন ও যৌবন, শরীর ও মন তার হাতে তুলে দিয়ে তার চাহিবামাত্র নিজেকে সকাল-সন্ধ্যা তার জন্য বিলীন করে দিয়েছি। তার সন্তান জন্ম দিয়ে তাকে পরিবার ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

স্বামীর সংসার ও তার সন্তানদের দেখা-শোনার দায়িত্ব হতে জীবনে কোনো দিন ছুটি নেইনি। রাত-দিন এক করে ফেলেছি। গভীর রাতে শীতের মধ্যেও তার সন্তানদের মল-মূত্র পরিষ্কার করেছি। অসুস্থ হওয়ার ভয়ে তাদেরকে কখনো ঠান্ডা খাবার খেতে দেয়নি। শুধুমাত্র স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য সে যেভাবে চেয়েছে সেভাবে তার সংসারে থেকেছি। কোনো দিন তার অবাধ্য হইনি। তার হাতে ত্বালাক্বের মত কঠিন একটি জিনিসও ছিলো। আমার বিরুদ্ধে এটি এমন এক ভয়াণক অস্ত্র ছিলো, সে এটিকে ব্যবহার করে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চলতে আমাকে বাধ্য করতে পারতো। কিন্তু আমাকে কোনো দিন সত্যের পথে ডাকেনি। দ্বীন ও শারী'য়াতের পর্দার বিধান সম্পর্কে বলেনি এবং বেপর্দা হতে কখনো নিষেধ করেনি।

এমন স্বামী তখন কি উত্তর দেবে? যে নিজে এই নারীকে বিয়ে করে তার বন্ধুদেরকে চা খাওয়ার দা'ওয়াত দিয়ে ডেকে এনে নিজের স্ত্রীকে বেপর্দা করে পেট ও পিঠ খোলা রেখে তাদের সামনে বসিয়ে স্ত্রীর সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনতে চেয়েছে। কেউ কিছু না বললে সে নিজেই তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে ভাবি কেমন লাগলো?

এমন নিকৃষ্ট পরিবারের মা-বাবার সম্মতিতে বিয়ের আসরে শত শত যুবকের সামনে বউকে বসিয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে বিভিন্ন এঙ্গেলে পর পুরুষের মাধ্যমে ভিডিও ফিল্ম বানিয়েছে। পরিশেষে ফেসবুকসহ সকল প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে দুন্ইয়াবাসীকে তার রূপের বাহার দেখিয়ে

কাবীরাহ্ গোনাহে লিপ্ত থেকেছে। এই ধরণের দাইয়্যুস স্বামী ক্বিয়ামাতের দিন কি উত্তর দেবে? তখন বলা হবে, একেও ধর এর বাবাকেও ধর, ভাইকে এবং তার স্বামীকেও ধর, আর একসাথে সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

ঐ নারী আবারও আল্লাহ্র আদালতে আবেদন জানাবে এবং বলবে **ইয়া আহ্কামাল হাকেমীন!** হে আমার মালিক! না, আমি এখনই যেতে চাচ্ছি না। আমার ছেলেকেও একটু ডাকা হোক। অতঃপর ছেলেকেও ডাকা হবে। তখন ঐ নারী বলবে **ইয়া আল্লাহ্!** এই হলো আমার ছেলে। আমি তার মা। আমার বুকে ওর জন্য এমন এক মমতা ছিলো, সে যদি আমার কোনো আচরণের প্রতিবাদী হয়ে উঠতো এবং আমাকে ছেড়ে চলে যেতো; তাহলে আমার জীবন বরবাদ হয়ে যে'ত। সে যা চাইতো জেদ ধরে আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারতো।

শুধুমাত্র ওর সুখের জন্য মানুষের বাসায় বুয়ার কাজ করতে হলেও আমি তা করেছি। ঘরের বাইরে গিয়ে চাকুরি করেছি। তার ভবিষ্যতের জন্য স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটি, ব্যাংক-বীমাসহ কল-কারখানায় শ্রমিকের কাজ করেছি। এভাবে অর্থ কামিয়ে তার সকল ইচ্ছা পূরণ করেছি। এখানেও যখন অভাব দেখেছি তখন আমার গহনা বিক্রি করে তার শিক্ষার পেছনে ব্যায় করেছি। সে যদি আমাকে বলতো মা তুমি সালাত ও যাকাত, হাজ্জ ও সাউম আদায় করো। পর্দা কর এবং শারী'য়াতের বিধি-বিধান মেনে চলো। না হলে আমি কখনো তোমার হাতের রান্না খাবো না। তোমার সাথে থাকবো না। তুমি এমন কাজ কেন কর যা শারী'য়াতে জায়েয নেই। শারী'য়াত বিরোধী কাজ করলে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাবো। তাহলে আমার মমতা তার এসব দাবির কাছে ঝুঁকে গিয়ে হার মেনে নিত। সন্তানের ভালোবাসার কাছে আমি নতি স্বীকার করতাম।

সে তো আমাকে এসব সম্পর্কে কোনো দিন কিছু বলেনি। আমাকে এসব কাজে কোনো দিন বাধা দেয়নি। যে সন্তান নিজের সকল ইচ্ছা পূরণের জন্য মায়ের সাথে জেদ ধরেছে; কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে কোনো দিন সে মায়ের সাথে জেদ ধরেনি, ক্বিয়ামাতের দিন এমন সন্তান কি

উত্তর দেবে? তখন বলা হবে একেও ধর, এর বাবাকেও ধর, এর ভাইকেও ধর এবং তার স্বামী ও সন্তানকেও ধর। অতঃপর সবাইকে একসাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। তাই নিজের মা-বোন, স্ত্রী ও মেয়েকে বেপর্দা করার আগে আখেরাতে কী হবে সেই চিন্তা করতে হবে। মনে রেখো, যে দিন তোমার স্বামী বেগানা নারীর সাথে হেসে হেসে কথা বলতে লজ্জা করেনি এবং তোমাকে বিয়ের আসরে ফটো সেশনের জন্য বেপর্দায় বসিয়ে সবার উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে সেই দিনই তার চরিত্রের তাপমাত্রা তোমার থার্মোমিটারে ধরা না পড়লেও শারী'য়াতের চোখে খুব সহজে ধরা পড়েছে। তুমি একজন পুরুষের বউ না হয়ে একজন দাইয়্যুসের বউ হয়েছো।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখ, যারা ফ্রি মাইন্ড ও মডার্নিজমের নামে তথাকথিত ফেরেশ্তা চরিত্রের স্বামীকে উল্লেখিত স্বজনদের সাথে মাখামাখি করতে দিয়েছে পরিশেষে সে বউ রেখে বউয়ের বোন নিয়ে পালিয়েছে। তাই তুমিও যদি তোমার স্বামীকে উপরিউক্ত নারীদের সাথে হাসি-তামাশা করার সুযোগ করে দাও, তাহলে মনে রেখো সেই সুযোগ বাস্তবায়নের ভিত্তিপ্রস্তর তোমার মাধ্যমে উদ্বোধন হয়েছে। অতএব সুখে থাকতে হলে নিজ পরিবারে পর্দার বিধান চালু কর। কারণ মুসলিম নারীর হিজাব শুধু একটি কাপড় ও একটি পর্দার নাম নয়; বরং এটি Secularism, Liberalism এবং Atheism প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নকারীদের কাফনও বটে।

তাই বলছিলাম, নারীর জিলবাব বা পর্দার মধ্যে শুধুমাত্র একজন নারীর মুক্তি মেলে না; বরং এটি পুরো একটি পরিবার, সমাজ ও উম্মাহ্র চরিত্র রক্ষার Fence ও বটে। হিজাব সম্পর্কে অনেক নারীর ভুল ধারণা রয়েছে। তারা মনে করে হিজাব তাদেরকে লুকিয়ে রেখেছে। এটি ঠিক নয়; বরং হিজাব নারীকে লুকিয়ে না রেখে তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটিয়ে বিশ্বকে জানিয়ে দেয় যে, হিজাব পরিহিতা এই নারী একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারী। এই নারী একজন মুসলিম নারী এবং শেষ নাবীর উম্মাত। অথচ রাসূল (স.) নিজ স্বামীর কাছে পর্যন্ত অন্য নারীর সৌন্দর্য বলতে নিষেধ করেছেন। আর আজকের মুসলিম উম্মাহ্র বাবা-

ভাই, স্বামী ও ছেলে বিয়ের নামে হাজার যুবকের সামনে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে একটি মেয়ের সৌন্দর্য তুলে ধরছে। নারীর কাছে হয়ত মনে হচ্ছে এখানে স্বর্গীয় সুখ পাওয়া যাবে। এটি সম্পূর্ণ কল্পনা যা সত্যের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। যারা স্ত্রীকে ভালোবাসে তারা নিজ স্ত্রীকে সবার আড়ালে রাখে।

নিজেদের জীবনে পর্দার বিধান প্রতিষ্ঠা করতে পারলে নিজেরা গুনাহ্ হতে যেমন বাঁচতে পারবে তেমন পরস্পরের মাঝে সন্দেহের জন্মও বন্ধ হবে। তা না হলে সন্দেহ শুধু জন্ম নেবে না, খুব দ্রুত ডাল-পালা বৃদ্ধি পেয়ে সেখানে অন্য কেউ আশ্রয় নিয়ে তোমাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে। আর তারাও যে সুখে থাকবে বিষয়টি এমন নয়, চার দিন ভালোবেসে পালিয়ে বিয়ে করে কয়েক মাসের মধ্যে আদালতের আঙিনা মাড়িয়ে ত্বালাক্ব নিয়ে নিজ বাড়িতে সেই হতভাগা বাপের কাছেই ফিরে আসবে।

তাই সুখে থাকতে হলে নিজ পরিবারে পর্দার বিধান চালু করে সকল ছিদ্র তোমাকে এখনই বন্ধ করতে হবে। কারণ তোমার অবর্তমানে তোমার আদরের বোনও তোমার স্বামীর সাথে ঘষাঘষি করতে পছন্দ করে। এটি ঠাট্টা মনে করলে সব হারাতে হবে। শুনতে খারাপ লাগছে তাই না? তোমার খারাপ লাগলেও এটিই সত্য এটিই বাস্তব। এই জন্যই ইসলাম নারীকে শারী'য়াতের গন্ডি অতিক্রম করতে নিষেধ করেছে। আজকের মিডিয়া তোমাদের মত লাগামহীন দম্পতিদের চোখে আঙুল দিয়ে প্রতিনিয়ত দেখিয়ে দিচ্ছে সমাজের রাত-দুপুরে ঘটে যাওয়া অসভ্য ঘটনা। তাই তোমার সাহেবকে ফেরেশ্তা মনে করলে ভুল করবে। মানুষ এবং পুরুষ মনে করলে লাভবান হবে।

পরিশেষে নিজের অভিজ্ঞতা হতে বলতে চাই Responsibility বা ফারয্ আদায়ের অনুভূতি কিছু কিছু মানুষকে কখনো কখনো নির্ভীক বানিয়ে ফেলে। তবে এই অনুভূতি যার আত্মা ও বিবেক জাগ্রত শুধুমাত্র তার মাঝেই জেগে উঠে। এখন আপনার অবস্থান কোন্ Category তে সেটি নিজেই নির্ণয় করুন।

আঠার বছরের মেয়েটি এখন জয়েন্ট ফ্যামিলির পুত্রবধূ

১৮ বছরের একটি মেয়ে এবং ২০/২৫ বছরের একটি ছেলের সাথে বিয়ে হওয়ার পর পরই মেয়েটি স্ত্রী, ভাবি, চাচি, মামি, এবং পরিবার ও সমাজের সবচেয়ে বড় ভয়ানক এক বিশেষণ **'বউ'** নামে পরিচিতি লাভ করে। অতঃপর এক দেড় বছরের ব্যবধানে সে মায়ের স্থানে পৌঁছে গিয়ে নিজের অবশিষ্ট জীবনকে বিসর্জন দিয়ে দেয়। অন্যদিকে বিয়ের পরে ছেলেটি শুধুমাত্র একজন পুরুষের নাম পরিবর্তন হয়ে কারো কাছে জামাই আর করো কাছে স্বামী হয়ে সম্পূর্ণ সীমিত একটি স্থানে স্থানান্তরিত হয়। এ কারণেই তার অধীনে একটি মেয়ে স্ত্রীর নাম ধারণ করে চলে এসেছে। কাটিয়েও দেবে পুরো জীবন। এখন তার সাথে যেমন ইচ্ছা তেমন আচরণ করতে পারবে। ভালো হোক বা মন্দ হোক, কোনো কিছুই বিবেচ্য বিষয় নয়।

আঠার বছরের এই মেয়েটি বিয়ের দুই চার দিন পরেই আত্মীয়-স্বজনদের সংবেদনশীলতাকেও বুঝতে বাধ্য হয়। সবার মন জয় করতে গিয়ে বুদ্ধি বিবেচনায় ও আচার আচরণে নিজের বয়সের চেয়েও একটু আগে চলে যেতে হয়। আঠার বছরের মেয়েটি উনিশ বছরে মা হয়ে হঠাৎ করে ত্রিশ চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন নারীর রূপে রূপান্তরিত হয়ে সন্তানের আয়েশ আরামের চিন্তায় রাত-দিন এক করে নিজের অস্তিত্বকে ভুলে গিয়ে নিজের আয়েশ আরামকে হারাম করে ফেলে। আর আত্মীয়-স্বজনদের সন্তুষ্টির চিন্তায় নিজের সব কিছুকে পুরো জীবনের জন্য বিসর্জন দিয়েই বেঁচে থাকে।

অন্যদিকে স্বামীর মুডের কথাও তাকে সারাক্ষণ মাথায় রেখে নিজের ইয্যাত বাঁচাতে হয়। ধীরে ধীরে বাচ্চা যখন বড় হতে থাকে এবং স্কুলে যেতে শুরু করে তখন ২৪/২৫ বছরের একজন নারী শুধু একটি 'কান' হয়ে যায়। যে কানে শুধু সন্তানের স্কুলের পড়ার কথা, স্কুলের বেতন, গৃহ শিক্ষক, তার বন্ধুদের কথা-বার্তা অথবা স্বামীর ব্যবসা-বাণিজ্যের

টেনশন ও তার অফিসের সমস্যা, রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা ঢুকানো হয়। তার সাথে সাথে শ্বশুরালয়ের আত্মীয়-স্বজনদের লটকানো রশির উপর দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চলা নিজের উপর প্রথম ফরয মনে করে নিতে হয়।

আপনি তার পেছনের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, সেই আঠার বছরের মেয়েটি যদিও দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছে তার জীবন। অর্থাৎ পুরো আঠারো বছর হতে চৌদ্দ বছর স্কুল-কলেজের জীবন তার হিসার হতে বাদ দিলে দেখা যাবে যে, সে তার জীবনের শুধুমাত্র চারটি বছরই শান্তিতে কাটিয়েছে। এখন সে এক যবরদস্ত রাঁধুনী, স্বামীর সেবিকা, কাজের বুয়া, বাচ্চাদের আয়া, নার্স, ডাক্তার, ড্রাইভার, স্বামীর সংসারের চৌকিদার, স্বামীর অর্থের ক্যাশিয়ার, প্রতি মাসের সংসারের বাজেট প্রণেতা ও ব্যাংক, পুরো পরিবারের উত্তম একজন ধোপা, স্বামী ও বাচ্চার কাপড় প্রেসকারিনী, টেইলার, বাচ্চার হোম ওয়ার্ক করানোর শিক্ষক, কাউন্সেলিং করার দায়িত্বও তারই কাঁধে।

পরিশেষে পুরো সংসারের এলার্ম হয়ে প্রতি সকালে স্বামীর অফিস, বাচ্চাদের স্কুলের টিফিন তৈরীর জন্য সকাল সকাল ঘুম হতে উঠা, সময় মত তাদেরকে স্কুলে পৌঁছানো, আবার ছুটির পর স্কুলে গিয়ে তাদেরকে বাসায় নিয়ে আসা, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানো, সকালের নাস্তা, দুপুরের ভাত এবং রাতের খাবারের সময় হতেই এটি অটোভাবে প্রচন্ড বেগে বেজে উঠে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, নিজের বেলায় হৃদয়হীন এবং অন্যের বেলায় সে শুধু একটি 'কান'। যে কানে শুধু অন্যের আওয়াজ ঢুকে।

তবে পরিবার ও সমাজের কেউ কখনো ভেবে দেখে না, বিয়ের পূর্বে যে মেয়েটির এখানে সেখানে যখন তখন বেড়ানোর শখ ছিলো, রেষ্টুরেন্টে গিয়ে কাজিনদের সাথে বসে হৈ হুল্লোড় করে আড্ডা মেরে আস্তা-পাস্তা, আর্গার ও বার্গার খাওয়াকে জীবনের লক্ষ্য মনে করতো, নভেল-নাটক ও উপন্যাসের বই পেলে নাওয়া খাওয়া ভুলে যেতো, কার্টেসি মেনটেইন করে মেপে মেপে কথা বলতো ও হাসতো, চলার পথে ধীরে ধীরে শালীনতা বজায় রেখে পা বাড়াতো, ম্যাচিং করে জামা-কাপড় গায়ে

দিতো এসব অভ্যাস বিয়ের সাথে সাথে কোথাও যেন মুহূর্তের মধ্যে গায়েব হয়ে গেলো। আজ কেন সে একজন কর্কশভাষী নারী হয়ে উঠলো? কাউকে সহ্য করার ক্ষমতা কেন হারিয়ে ফেললে? কাপড়-চোপড় নিয়ে তার সে সব ভাবনা কোথায় গেলো? ম্যাচিং করে কাপড় পরা সাজগোজ করার সেই শখ আজ কোথাও এবং কেন উধাও হয়ে গেলো? এমন প্রচন্ড ব্যস্ততার মাঝে **জো মিলা খা লিয়া** কেন আজ তার অভ্যাস হলো? সব কাজে তার হাত কেন আজ মেশিনের মত চলে? সারাক্ষণ তার কিসের এত ব্যস্ততা?

সর্বক্ষণ সেজে-গুজে থাকা মেয়েটি এখন শুধু পারিবারিক কোনো অকেশনে কেন সাজে? সব ঋতুতে সবার আগে কেন তার ঘুম ভাঙে? এসব কখনো ভেবে দেখেছেন কি? আপনি খুঁজে না পেলেও আমি পেয়েছি। তা হলো, মা সব সময় মেয়েকে বলতেন, আম্মু ঘর-দুয়ার সাজানো গোছানো শিখে নাও। ভালো শাশুড়ি পাওয়ার আশায় পড়ে থেকো না। মনে রেখো আপন খালাও যদি শাশুড়ি হয়, পর হতে তখন কিন্তু দেরি লাগবে না। তারপরও কিন্তু আমাদের সমাজের মায়েরা শুধু মেয়েকেই শেখান। আমি বলবো **শুধু মেয়েকে কেন? ছেলেকেও শেখান। তার শ্বশুরালয়ে Adjust হতে, ঝুকতে ও Sorry বলতে শেখান। সংসার সুন্দর করার দায়িত্ব স্বামী-স্ত্রী উভয়ের**।[৫৬]

নিজ ব্যক্তিত্ব ও পারিবারিক মর্যাদার সাথে মমতার আচরণ করুন। কারণ যখম তখনই ভরে উঠে এবং শুকিয়ে যায় যখন সেখানে নরম হাতে মলম লাগানো হয়। সংসার সুন্দর করার দায়িত্ব শুধু নারীর একার নয়। তবুও বাস্তবতার আলোকে নিজেকে কয়েকটি প্রশ্ন করুন:

- বিয়ের আগে সন্তান জন্ম দেয়ার এবং সন্তান পালনের কি সে কোনো ট্রেনিং নিয়েছে?
- এসব দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার জন্যই কি সে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছে?

৫৬- আমার এই পোস্টটিতে ৯৮৬ টি লাইক পড়েছে। ১১৫ জনে পক্ষে-বিপক্ষে কমেন্ট করেছে। তবে অধিকাংশ হিন্দু ছেলেরা গাল-মন্দ করেছে এবং মেয়েরা আমার পক্ষ নিয়ে খুব বেশী বেশী শেয়ার করেছে। যা হিন্দু সমাজে নারীর অবস্থান এবং শ্বশুর বাড়ির চিত্র ফুটে উঠেছে। ৫৭৫০ এরও বেশী নারী-পুরুষ এটিকে শেয়ার করেছে।

- বুয়া সেজে ঘরের কাজ করার জন্যই কি সে তার চেয়ে বয়সে বড় কারো বউ হয়ে এসেছে?
- স্বামীর ইশারায় উঠতে-বসতে অভ্যস্ত হওয়া এবং নিজের সকল আবেগ-অনুভূতিকে বিসর্জন দেয়ার জন্যই কি বিয়ের নামে তার মা-বাবাকে ছেড়েছে?
- শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়-স্বজনদের খোঁচামারা কথা শোনার জন্যই কি বিয়েতে রাজি হয়েছে?
- শ্বশুর বাড়িতে যখন তখন চাহিবামাত্র যৌতুক নিয়ে আসার জন্যই কি তার বিয়ের আয়োজন হয়েছে?
- বাপ-ভাই হতে টাকা নিয়ে এসে প্রতিনিয়ত স্বামীর সমস্যা সমাধানই কি তার বিয়ের লক্ষ্য?

তবে তিক্ত হলেও সত্য, স্ত্রীর বয়স যাই হোক না কেন, ৮০% নারী স্বামীর প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ানোর জন্য সারাক্ষণ প্রস্তুত থাকে। এর পেছনেও জটিল একটি কারণও রয়েছে। তা হলো, নারী এমন না করলে তাকে সকাল-সন্ধ্যা শুনতে হয় **'তুমি তো শুধু মেহমান এখানে বেড়াতে এসেছো।'** একটু দেরি হলেই সবাই চেঁচামেচি করে বলে উঠে, সে তো শুধু সেজেগোজে যখন তখন মান-অভিমান করার জন্যই বিয়ে করেছে, যেমন একটি ছেলে করে থাকে।

মনে রাখবেন, একটি ছেলে যেমন এক দিনের একটি সন্তানকে কোলে উঠাতে ভয় পায়, বিশ্বাস করুন সেই মেয়েও কিন্তু তেমনই ভয় পায়। তারপরও সেই মেয়েটিই কিন্তু একটি শিশুকে লালন-পালন করে বড় করে তোলো। অতঃপর এই শিশুটি বড় হয়ে কোনো এক সময় আর নিজ মায়ের খবর রাখে না। একজন ছেলে যেমন শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে খুব দ্রুত স্বাভাবিক হতে পারে না, একজন মেয়েও তেমন সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি ছাদের নিচে থাকতে এবং শ্বশুর বাড়ির পুরো পরিবেশকে বুঝতে তার কাছেও ক্বিয়ামাত মনে হয়। যখন একজন পুরুষ তার আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে ভয় পেয়ে যায়, বিশ্বাস করুন একজন নারীও কিন্তু ঠিক একই ভাবে স্বামীর সংসারের এই সব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ঘাবড়ে যায়।

ছেলেটি যখন সন্তানদের সংখ্যা বৃদ্ধি অথবা তাদের স্কুল-কলেজের ফিস নিয়ে টেনশন করে, তাহলে তখন এটি কি করে সম্ভব যে, একজন নারী যখন সারাক্ষণ ঘরে থেকে এটি সেটির সম্মুখীন হতে থাকে আর সে টেনশন মুক্ত থাকবে? ছেলে যখন জুম'আহ্ বারে পুরো দিন ঘুমিয়ে থাকে তাহলে মেয়েটির কি মন চায় না একদিন কিচেন হতে ছুটি পেয়ে যাক? জুম'আহ্ বারে ছেলে যখন তার বন্ধুদের সাথে ঘুরতে চলে যায় তাহলে ঐ মেয়ের অন্তর তো পাথরের নয় যে, সে অনুভূতিহীন হবে এবং নিজের বান্ধবীদেরকে ভুলে যাবে। তাই বলছিলাম, বিষয়টি হলো শুধু অনুভূতির বিষয়।

তবে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে ধীরে ধীরে এমন মানবীয় অনুভূতি কেন যেন আমাদের পরিবার ও সমাজ হতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই সম্পর্কগুলো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। তাই এমন এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমরা যদি নারীর প্রতি সদয় না হই, তাহলে পারিবারিক বন্ধনের কনসেপ্ট শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকবে। পরিবার ও সামাজ কলুষিত হয়ে একদিন সকল শৃঙ্খলা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। তাই নারীর ইয্যাত-সম্মান করা এবং তার আবেগ ও অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক বিবেকবান স্বামী নামক পুরুষের দায়িত্ব বলে আমি মনে করি।

তাই বলছিলাম, নর-নারীর সংসার ভেঙে যাওয়ার পর কোনো এক পক্ষের কথা বিশ্বাস করে অন্য পক্ষকে দোষারোপ করতে যাবেন না। বিশেষ করে পুরুষের কথা বিশ্বাস করতে শতবার নয়; হাজার বার আপনাকে ভাবতে হবে। যেহেতু নারী তার সংসার ভেঙে যাওয়ার কারণ পুরুষের মত প্রকাশ্যে হাটে-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে বলে বেড়াতে পারছে না, তাই এক পক্ষ অর্থাৎ শুধুমাত্র পুরুষের কথা বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ আজ পর্যন্ত কেউ কি কখনো শুনেছেন যে, কোনো পুরুষ এসে বলেছে, আমি আমার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলি, তার শারীরিক চাহিদা মেটাতে পারিনা, তার মা-বাবাকে গালি দেই, তাকে সারাক্ষণ এটি সেটি বলে খোটা দেই, আর আমার স্ত্রী এগুলো আমার অধিকার বলে মেনে নিতে পারে নাই বলেই আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। এমন

একজন পুরুষও পাবেন না। এক প্রকারের পুরুষ আছে যাদের সংসার ভেঙে যাচ্ছে তাদের সংসার ভাঙার কারণ হিসেবে যা শুনবেন তা হলো, সে আমার অবাধ্য। আমার কথা শুনে না। আমার মা-বাবার সেবা করে না। আমার সঙ্গ দিতে চায় না। আমার সালাত ও সাউম, টুপি ও দাড়ি পছন্দ করে না। তাই ত্বালাক্ব দিয়ে বাহাদুরি দেখিয়েছি। আরেক প্রকারের পুরুষ আছে যারা ত্বালাক্ব দেয়ার পরে বলে বেড়ায়, সে যখন তখন ঘুরে বেড়াতে চায়। বন্ধুদের সাথে এখানে সেখানে চলে যেতে চায়। চাকরি করতে চায়। তাই ত্বালাক্ব দিয়েছি।

আমি মনে করি এসব অভিযোগ পুরোটাই মিথ্যা। কারণ যারা এখন এসব বলছে, তারা বিয়ে করার সময় কিন্তু এসব কিছুই দেখেনি। স্ত্রী হবে আমার প্রেমিকা, আমি হবো তার প্রেমিক, বিয়ে করে তাকে নিয়ে প্রেম করার সাধ মেটাবো। এমন কথা কখনো ভাবেনি। উল্টো যৌবনে পা রাখার পর হতে মডার্ন নারীকে বউ বানিয়ে বেড শেয়ার করার স্বপ্ন দেখেছে। কখনো দ্বীন দেখেনি। তাকে পর্দায় রেখে সালাত ও সাউম পালন করতে হবে এমন শর্ত দিয়ে বিয়ে করার কথা কল্পনাও করেনি। মা-বাবার সেবা করার কথা তো সেদিন ভাবেই নি। বিয়ে করেই বউ নিয়ে উড়াল দেয়ার স্বপ্ন দেখেছে। আকর্ষণীয় শারীরিক গঠনের নারীকে বউ হিসেবে পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে সারাক্ষণ।

অতঃপর সেই নারীর মন জয় করার জন্য নিজের মধ্যে যা দ্বীন ছিলো তা বিসর্জন দিয়ে নিজেও মডার্ন হয়ে দাইয়্যুসে পরিণত হয়েছে। আর অপদার্থ পুরুষ এমন নারীকে বউ বানিয়ে বেপর্দায় পথে ঘাটে নিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে নিজে দাইয়্যুস হওয়ার প্রমাণ দিয়েছে। এই সুযোগে নারীও তার আকর্ষণীয় শরীরকে অন্যকে দেখানোর পুরো হক্ব পেয়ে বসেছে। অপদার্থ পুরুষ নিজের দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এসবকে জায়েয বানানোর অপচেষ্টাও করেছে। নিজের দাড়ি লম্বা রাখাকে নিজেই কখনো পছন্দ করেনি। অনেক সময় এটি সুন্নাহ্ মানতেও নারায ছিলো। এই নিয়ে তর্ক করেছে। এখন জব দিয়া রঞ্জ ভূতোঁনে তো খোদা ইয়াদ আয়া। এখানেই শেষ নয়; বউকে দিয়ে চাকরি করিয়ে নিজেকে মডার্ন বুঝিয়েছে।

বউ চাকরি করে এমন কথা ভাবতেই প্রাউড ফিল করেছে। পরবর্তীতে চাকরির কারণে বউ যখন অলি-গলি চেনে ফেলেছে, পুরুষ কলিগদের সাথে মেলামেশা করাকে সহজ পেয়েছে তখন আর তাকে ফেরানো যায়নি। কারণ তব চিড়িয়া উড় গাঈ। অতঃপর ধীরে ধীরে তাদের মাঝে ফাটল ধরতে শুরু করেছে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কীভাবে ফাটল ধরেছে জানেন? না জানলে শুনুন! একবার এক দম্পতি রাতে শুয়ে শুয়ে গল্প করছে। স্বামী বলছে, আমি শুনেছি নারীরা দৈনিক তিন হাজার কথা বলে। অথচ একজন পুরুষ দৈনিক মাত্র একহাজার কথা বলে। স্ত্রী উত্তরে বলেছে, হ্যাঁ তুমি সঠিক শুনেছো। কারণ নারীরা অপারগ হয়ে নিজের প্রত্যেকটি কথাকে আরো দুইবার দুইবার বলে। যাতে আহমক পুরুষরা তৃতীয় বারে গিয়ে স্ত্রীর কথা বুঝতে পারে। স্বামী রেগে গিয়ে বললো তুমি কি বলতে চাও? স্ত্রী বললো, দেখলে যতক্ষণ দ্বিতীয় বার না বলবো, আমার কথা তোমার বুঝে আসবে না।

তাই বলছিলাম, আপনি কোথায় বাস করছেন? নারীকে আপনি নিজের কন্ট্রোলে রেখেছেন বলে যতই তৃপ্তির ঢেকুর তুলুন না কেন মূলত আপনি নিজে বন্দী হয়ে আছেন তার হাতে। তার হুকুম মত কাজ করে চলছেন। তা কীভাবে জানেন? না জানলে শুনুন! আগে নারীরা কুয়া বা পুকুর হতে কলসি নিয়ে পানি আনতে যেতো। আর এখন পুরুষ অর্থাৎ আপনি গ্লাস বা বোতল হাতে নিয়ে ফিল্টার হতে পানি আনতে যান। যাকে বলে মুকাফাতে আমল বা সময়ের প্রতিদান ও প্রতিশোধ।

মনে রাখবেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মালিক-চাকরানীর সম্পর্ক নয়। স্ত্রী কখনো স্বামীর চাকরানী বা কাজের বুয়া নয়। তাই সুখে থাকতে হলে দাম্পত্য জীবনের পুরোটি সময় প্রত্যেকবার তাকে সেই আগ্রহের সাথে দেখুন যে আগ্রহের সাথে প্রথমবার দেখেছিলেন।

ভালো মানুষের বৈশিষ্ট্য কি জানেন? তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তাদেরকে কখনো মনে রাখতে হয় না, তারা মনে থেকেই যায়। তাই পুত্রবধূর সাথে নিজেদের আচরণে পরিবর্তন আনুন। যাতে করে আপনাদের অবর্তমানে যেন পুত্রবধূ আপনাদের কথা মনে করে আল্লাহর কাছে আপনাদের জন্য দো'য়া করে। বান্ধবীদের সাথে সাক্ষাতে আপনাদের

নিয়ে যেন প্রাউড ফিল করে। তার কথা শুনে যেন অন্যরা আপনাদের মত শ্বশুর-শাশুড়ি পাওয়ার জন্য দো'য়া করে।

আমার আম্মার কাছে আমি আমার দাদা-দাদীর কথা বহুবার শুনেছি। তিনি আমার দাদার কথা সব সময় বলতেন। তিনি আমার আম্মাকে খুব মায়া করতেন। ঘুরে ফিরে আম্মার কাছে চা খাওয়ার জন্য সকাল-বিকাল চলে আসতেন। আর তাই আম্মাও তার জন্য চা বানিয়ে বসে থাকতেন। তিনি আমার আম্মাকে মা ছাড়া কখনো ডাকতেন না। মনে রাখবেন এমন পরিবেশ ও আদর সব নারীর কাম্য।

আল্ হামদু লিল্লাহ্! আমিও আমার ছেলের বউ তাকরিমা বিনতে মূসাকে মা ছাড়া কখনো ডাকি না। আমার ডাক শুনে সেও হরিণের মত দৌড়ে চলে আসে। তার এমন আচরণ দেখে আমরা তার মা-বাবার জন্য দো'য়া করি। আমরা আমাদের দুই মেয়ে এবং ছেলের বউয়ের মাঝে কখনো ১৯/২০ তফাত মনে করি না।

তাই পুত্রবধূকে নিজের মেয়ের মত ভাবুন ও তাকে মায়া দিন। বিনিময়ে সে আপনাদের জন্য জান দিয়ে দেবে। পুত্রবধূকে সারাক্ষণ কাজে লাগিয়ে রেখে নিজের মেয়ে রয়েছে এটি ভুলে যাবেন না। অন্যের মেয়েকে পুত্রবধূ বানিয়ে তার সাথে কঠোর আচরণ করলে এবং কাজের মেয়ের মত ব্যবহার করলে এবং কাজ করালে শিক্ষিত মেয়ে না আনলেই পারতেন। এখন যেহেতু এমন অপরাধ করেই চলছেন তাই আপনার মেয়ে অন্যের ঘরে একদিনও থাকতে পারবে না এটি এখনই লিখে রাখুন। কারণ আপনার অপরাধের শাস্তি আপনার মেয়েকে পেতে হবে। তখন টের পাবেন।

মনে রাখবেন, ইবাদাহ্ শুধু জায়নামাযে হয় না, ইবাদাহ্ আত্মীয়-স্বজন, মা-বাবা এবং দাম্পত্য জীবনে শারীকে হায়াতের সাথে মিষ্টি ভাষা, কোমল সুর এবং সহানুভূতিশীল ও নম্র মনোভাব প্রকাশের মাধ্যমেও হয়। আমার এমন মন্তব্যে যদি কোনো ভাই বা বোন মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। তবে আবেগের উর্ধ্বে উঠে ন্যায় ও ইনসাফের দৃষ্টি দিয়ে ভেবে দেখবেন, আমি যা বলেছি কোন্‌টি ভুল বলেছি?

জয়েন্ট ফ্যামিলিতে স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টির উপায়

অনেকেই আমার লেখা পড়ে মন্তব্য করে বলে স্যার! আপনার লেখায় যাদু আছে। আপনার প্রতিটি লেখা পাঠকের হৃদয়কে নাড়িয়ে দেয়। আপনার কলমের মধ্যে মানুষের জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেয়ার শক্তি রয়েছে। তাই তারা আমার কাছে দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার ফর্মূলা জানতে চায়। রাত-দুপুরে ফোন করে নিজেদের দাম্পত্য জীবনের সমস্যার কথা বলে সমাধান চায়।

তাই আমার এমন শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে বলছি শুনুন! যে সব স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মাঝে শারীরিক সম্পর্কের চেয়ে রূহের সম্পর্ক গভীর বানাতে পারে তারা সব সময় অতৃপ্ত থেকে যায়। আর এই অতৃপ্তিই পরস্পরের প্রতি দুর্বলতা সৃষ্টি করে বলেই তারা স্বর্গীয় সুখে বাস করে। বিয়ের মূল রহস্যও কিন্তু এখানে লুকায়িত। মুসলিম নর-নারী শারী'য়াতের বাতলানো মতে ও পথে বিয়ে করে একে অপরের খেয়াল রাখার জন্য। একে অপরকে ব্যবহার করার জন্য নয়। এই দুটির মাঝে যারা পার্থক্য বুঝতে পারে তারাই মূলত রাত-দুপুরে বিয়ের স্বাদ পেয়ে থাকে। দাম্পত্য জীবনে স্বর্গীয় সুখ চাইলে লাইলী-মজনুর ভালোবাসাকে টার্গেট না করে রাসূল (স.) ও খাদীজাহ্ (রা.) এর মাঝের ভালোবাসাকে টার্গেট করুন।

অনেকে আমাকে ফোন করে জানতে চায় স্যার! পারিবারিক জীবনে আপনার এত বেশি সুখি হওয়ার রহস্য কি? যারা আমাকে এমন প্রশ্ন করেন তাদের অবগতির জন্য বলছি শুনুন! আপনারা যাই মনে করুন না কেন? শারীকে হায়াতের সাথে আমার দিন দিন দূরত্ব সৃষ্টি হতে চলছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় বললে বলতে হয়, **'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলে দেয়।'** আজকের বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র এবং ছোট-বড় সবার জীবনে এটি শতভাগ প্রমাণিত। সবাই একটু স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা এবং আয়েশ আরাম উপভোগের জন্য কেউ কারো

কাছে থাকতে চায় না। একটু সুখের আশায় বা কারো মুখে হাসি ফুটানোর জন্য আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিতেও প্রস্তুত। আমার জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়।

২৬ বছর পূর্বে ১৯৯৬ সালের ৫ মার্চ বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা ভার্সিটিতে মাস্টার্স এ অধ্যয়নরত একজন ছাত্রী নিলুফার ইয়াসমীন আমার শারীকে হায়াত হয়ে ঢাকার কাঁটাবনে অবস্থিত টুংকিং চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট হতে সরাসরি যখন আমার আঙিনায় প্রথম পা রেখেছিলেন তখন আমার কাছে কিছুই ছিলো না। তাকে নিয়ে এক সাথে শোয়ার মত আমার কাছে একটি খাটও ছিলো না। পুরান ঢাকার ২৮/১ গনকটুলী লেনের জেঠাতো ভাই জনাব মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্ (রাহি.) সাহেবের বাসার ছাদের উপর ছোট্ট একটি রুমই ছিলো আমার জগৎ। তাই বিয়ের রাতে ভাই-ভাবি তাদের এক দ্বীনী বন্ধু মরহুম তোয়াহা ভাইয়ের বাসা হতে একটি ডবল খাট এনে নিজেদের ড্রয়িংরুমে সেটি বিছিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে আমার বাসর রাত উদযাপনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

অতঃপর কিছু দিন পর ঢাকার আজিমপুরে তার ভাইদের ভাড়া বাসায় একটি রুমে তাকে নিয়ে থাকার সুযোগ পেয়ে নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে করেছিলাম সেদিন। যে দিকেই চোখ যায় সেই দিকেই শারীকে হায়াতকে দেখতে পাই। তাই দ্রুত একটি ডবল খাট কিনে নিয়েছিলাম। কি সুন্দর ছিলো আমার সেদিনের সংসার। কত সুখি একজন মানুষ ছিলাম আমি। তার ভাইদের দৃষ্টিতেও ভগ্নিপতি হিসেবে আমি ছিলাম খুব সৌখিন একজন পুরুষ। তাই তাদের বোনও আমার কাছে ছিলেন অনেকে হ্যাপি।

এখানে কিছু দিন থাকার পর আরো বেশি সুখ এবং নিজেদের মত করে সংসার সাজানোর আশায় সেপারেট থাকার জন্য আমরা চলে গেলাম ঢাকা উত্তরার হাউজ বিল্ডিং কলোনীতে। সেখানে এগারশ টাকা দিয়ে একটি রুম ভাড়া নিয়ে সাবলেট থাকতে লাগলাম। কি সুখের সংসার আমাদের। যেন স্বর্গীয় সুখ। শারীকে হায়াত সারাক্ষণ সাজগোজ করে আমার চোখের সামনে থাকতেন। যেখানে দূরত্ব নামক কোনো শব্দ

আমাদের অভিধানে ছিলো না। বাহ্ কি আনন্দের এক জীবন কাটছিলো। এখানে মান–অভিমান বা রাগ-অনুরাগ যাই হোক না কেন, হয় খাটের উপর না হয় খাটের নিচেই ছিলো আমাদের অবস্থান। এর বাইরে কেউ কারো কাছ থেকে দূরে সরে থাকার কোনো সুযোগ ছিলো না।

কিন্তু ধীরে ধীরে অর্থনীতির চাকা যত ঘুরতে লাগলো তত নিজেদের মাঝে দূরত্বও সৃষ্টি হতে লাগলো। অর্থের অংক যত বাড়তে লাগলো দূরত্বও পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগলো। এরই মধ্যে বড় ছেলে জারীর নাদভীও একটু আধটু এদিক সেদিক দৌড়াতে দৌড়াতে রুমটি আলোকিত করতে লাগলো। আমার সাথে বাসার বাইরে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করতে থাকায় তাকে নিয়ে এখানে সেখানে আমার যাওয়া শুরু হলো। অর্থাৎ দূরত্বের দ্বিতীয় ধাপ এখানেই শুরু হলো। পরবর্তীতে আরো সুখের আশায়, একটু বড় বাসার প্রয়োজন যতই অনুভব করলাম এবং বাসা পাল্টাতে লাগলাম, ততই নিজেদের মাঝে দূরত্ব আরো বাড়তে লাগলো।

আগে যেখানে একজন অপরজনকে খাটের উপরে না পেলে খাটের নিচে অবশ্যই পেতাম, এখন আর খাটের নিচে নয়, অন্য রুমে গিয়ে খুঁজে বের করতে হয়। এভাবেই চলছিলো আমাদের সংসার। আরো সাচ্ছন্দ্যে থাকার জন্য ঢাকা ছেড়ে চট্টগ্রাম চলে আসলাম। এখানেও সেই একই অবস্থা। দূরত্ব না কমে শুধু বেড়েই চলছে। সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য কতদূর চলে গেলাম। আপনজনকে পাওয়ার আশায় নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। এরপরও মানুষ আমাকে দেখে বলে আপনার মুখে সারাক্ষণ হাসি লেগে থাকে। অথচ ব্যথা লুকিয়ে রাখতে রাখতে আমি আজ বড্ড ক্লান্ত।

সম্প্রতি গত এপ্রিল ২০২১ এ এসে নিজেদের মাঝে অকল্পনীয় এক দুরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। চট্টগ্রামের হার্ট খ্যাত ও. আর. নিজাম এর ৭ নং রোডের ৮১ নং বাড়ির ৪র্থ তলা হতে বাসা পাল্টিয়ে ৩য় তলায় নেমে আসলাম। ইয়া রাব্ব! এই বাসা তো আরেক জগৎ। ২৪০০ স্কয়ার ফিটের বিশাল এক বাসা। প্রতিটি রুম যেন খেলাম মাঠ। এখানে আর

কেউ কাউকে খুঁজে পায় না। একবার এই রুম আরেকবার ঐ রুমে গিয়েও খুঁজে না পেয়ে অতঃপর ডাকাডাকি করে খুঁজে নিয়ে আসতে হয়। অর্থাৎ আরো চাই, আরো চাই। এমন মনোভাব আমাদেরকে দিন দিন দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

এটি শুধু আমার একার কাহিনি নয়; বরং আজকের প্রতিটি মানুষের। একটি সুখের পেছনে দৌড়াতে গিয়ে আরেকটি সুখ কখন যে হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে এটি কেউ বুঝতেই পারছে না। ব্যক্তি জীবন হতে পারিবারিক জীবন, পারিবারিক জীবন হতে সামাজিক জীবন, সামাজিক জীবন হতে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত আজ সবার মাঝে একই অবস্থা বিরাজ করছে। সবার জীবনে সুখের নামে দূরত্ব সৃষ্টির একটি প্রাচীর তৈরি হয়েছে। যেই প্রাচীর ডিঙিয়ে কেউ কারো সান্নিধ্যে ইচ্ছেমত যখন তখন যেতে পারছে না। কেউ কাউকে নিজের চাহিদা মত কাছে পাচ্ছে না। পেলেও কেউ কাউকে সময় দিতে চায় না। অর্থ এবং সুখের পেছনে দৌড়াতে গিয়ে জীবন ও যৌবন শেষ করে বাসায় ফিরে এসে কেউ কাউকে আর সময় দিতে চায় না।

আরো চাই, আরো চাই এমন এক অপূরণীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণের Roadmap অতিক্রম করতে গিয়ে হঠাৎ করেই কারো সামনে **মালাকুল মাউত** এসে চিলের মত থাবা দিয়ে তার রূহটাকে নিয়ে উড়াল দেয়। যাকে নিয়ে সুখে থাকার জন্য এত সব আয়োজন, তাদের কেউ তখন নাই হয়ে যায়। অতঃপর উভয়ের মাঝে তখন এমন এক দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়, যে দূরত্ব কখনো শেষ হবার নয়। তখন একজন অন্যজনকে হারিয়ে শুধু আপসোস করতে থাকে। কার জন্য এত সব আয়োজন করলাম। আল্লাহ্ না করুন আখেরাতের ফায়সালায় যদি দুই জনের ঠিকানা দুই জায়গায় হয়, তাহলে তো সবই বৃথা।

অতএব মু'মিনের সামনে দাম্পত্য জীবনে শারীকে হায়াতের মাঝে দূরত্ব কমিয়ে আনার একটিই পথ খোলা রয়েছে, সেটি হলো অল্পে তুষ্ট থাকতে হবে। আল্লাহ্ যখন যাকে যেভাবে এবং যে অবস্থায় রাখেন, তখন সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট থেকে নিজেদের মাঝে **আল্ হামদু লিল্লাহ্** বলার মানসিকতা সৃষ্টির মাধ্যমে এই জীবন পার করে দিতে পারলে

আখেরাতের জীবনে এমন এক অকল্পনীয় জগতের মালিক হওয়া যাবে যেখানে শারীকে হায়াতের মাঝে কোনো দূরত্বই থাকবে না। আল্লাহ্ আমাদেরকে বিষয়টি উপলব্ধি করে দাম্পত্য জীবন সাজানোর তাওফীক্ব দান করুন, **আ-মী-ন**।

তাই পাঠকদেরকে বলতে চাই, বাসায় শান্তির পরিবেশে কখনো বিঘ্ন সৃষ্টি করবেন না। মনে রাখবেন, আপনি যদি কোটিপতি না হয়ে থাকেন এবং আপনার বাসায় দুই চার জন কাজের লোক না থাকে তাহলে বাসায় Towel Stand যতই থাকুক না কেন? আপনি গোসল করতে যাওয়ার সময় বা ওয়াশ রুম হতে অযু করে বের হয়ে আসার পর তোয়ালে কখনো দরজার উপর অথবা কখনো চেয়ারের উপর, আবার কখনো মশারীর স্টান্ডের উপরই খুঁজে পাবেন। এটিই সত্য এটিই বাস্তব। কি বুঝলেন?

আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অধিকাংশ সময়ে অযথা ছোট-খাটো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। বড় কিছু নিয়ে সমস্যা সৃষ্টির আগে স্বামী-স্ত্রী উভয় ভাবে। ছোট ছোট বিষয়ে হঠাৎ হৈ হুল্লোড় শুরু হয়ে যায়। আমার আপনার জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। অতএব কোনো কিছু খুঁজে না পেলে রা'য়াদ ও বারক্ব, তর্জন ও গর্জনসহ হৈ চৈ না করে শারীকে হায়াতকে ডেকে মায়াবি কণ্ঠে বলে উঠুন, তোমার অবর্তমানে আমার যে কি হবে আমি সেই চিন্তায় অস্থির। কারণ সকাল হতে লুঙিটা খুঁজে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে গোসল না করেই আজ অফিসে চলে যেতে হবে। অফিসের চাবি যে কোথায় রেখেছি মনেই পড়ছে না।

মোবাইলটি মনে হচ্ছে কাল অফিসেই রেখে চলে এসেছি। অযু-গোসলের পর তোয়ালে খুঁজে না পাওয়া তো এখন নিত্য দিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে তোমার অবর্তমানে আমার জীবন তেজপাতা হয়ে যাবে। তখন আমার কী হবে? এসব বলে সোফায় গিয়ে বসে পড়ুন। দেখবেন আপনার শারীকে হায়াত নিজের নাওয়া খাওয়া, আয়েশ ও আরাম হারাম করে একটি খুঁজতে গিয়ে খাটের নিচে পড়ে থাকা আপনার প্রয়োজনীয় আরো দশটি বের করে

নিয়ে আসবে। এরই নাম স্বর্গীয় সুখ। তাই বলছিলাম, স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের তালাটিকে রাগের মাথায় হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হৈ চৈ করে না খুলে প্রেম-ভালোবাসা এবং ইয্যাত-সম্মান দিয়ে খুলুন। কারণ হাতুড়ি দিয়ে খোলা তালা আর কখনো কাজে আসবে না। এই হলো আমার সুখে থাকার গোপন রহস্য।

আপনিও চেষ্টা করুন **ইন্ শা আল্লাহ্** সুফল পাবেন। তারপরও দেখবেন আমার আপনার পরিবারে এমন কিছু লোক আছে যারা সব সময় শুধু সমস্যার কথা বলেন, জীবনের প্রতিটি মোড়ে ও বাঁকে অভাব অভাব নিয়ে বেঁচে আছেন। যাদের মুখ দিয়ে জীবনে কখনো **আল্ হামদু লিল্লাহ্** বের হয় না, আল্লাহ্র কোনো নিয়া'মাত যাদের কখনো চোখে পড়ে না, জীবনে কখনো সুখের ছায়া দেখেন নি বলে মনে হয়, তাদেরকে যখনই জিজ্ঞেস করা হয় কেমন আছেন? তারা উত্তর এভাবে দেন, যেন আজরাঈল এখনই তাদের সামনে ফাইল নিয়ে ঘুরছে, যে কোনো মুহূর্তে Sign করে ফেলতে পারে।

অতএব যারা এমন তারা মনে রাখবেন, সমস্যা হলো মানব জীবনের Part of Life আর এটিকে Tension free হয়ে হাসি মুখে মুকাবেলা করে এখান হতে বের হয়ে আসতে পারা হলো Art of Life. কি বুঝলেন? পানিতে লাশ ভাসে কেন জানেন? কারণ ডুবে যাওয়ার জন্য জীবনের প্রয়োজন হয় তাই। তারপরও সমস্যায় পড়ে আপনি Depression এ ভুগে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চান? যারা বেকুব তারা সুখে থাকার জন্য Depression এ ভোগে। প্রত্যেক ব্যক্তির দুঃখ-কষ্ট Depression বা বিষন্নতা ও অস্থিরতা তার সাহস ও যোগ্যতা অনুযায়ী হয়ে থাকে।

মনে রাখবেন, যে Creator ডালিমের দানার Setting এর কুদরত রাখেন তিনি আপনার ভাগ্য পরিবর্তনেরও ইখতিয়ার রাখেন। তারপরও মানুষের বোকামি দেখুন, প্রত্যেকে সুখে থাকার জন্যই Depression এ ভোগে। অতএব গোলাপের মত পুষ্প জীবন উপভোগের রহস্য কি জানেন? পুষ্প জীবন উপভোগ করতে হলে Depression এর চাদর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের জন্য দো'য়া করুন।

অন্যকে দো'য়া দিন এবং নিজের জন্য দো'য়া নিন। আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে গেলে আপনার সমস্যা দূর হয়ে ভাগ্য পাল্টাতে সময় লাগবে না। কারণ যিনি চাওয়ার পদ্ধতি বাতলিয়েছেন তিনি দেয়ার যোগ্যতাও রাখেন। এখন সিদ্ধান্ত আপনার।

এপ্রসঙ্গে পাঠকদেরকে দাম্পত্য জীবনে আমার সুখে থাকার আরো একটি কাহিনি না বলে পারছি না। তা হলো, গত কয়দিন হতে আমার বাসায় বিদ্যুত খুব বেশি আসা যাওয়া করছে। গতরাতেও বিদ্যুত চলে যাওয়ায় মোমবাতি জ্বালাতে হলো। তবে একটু পরে বিদ্যুত চলে আসলো। অতঃপর মোমবাতিটি নেভানোর জন্য ফুঁ দিতে লাগলাম। বহুবার ফুঁ দেয়ার পরও যখন বাতিটি নেভাতে পারলাম না, তখন খুব টেনশনে পড়ে গেলাম। অস্থির হয়ে ভাবতে লাগলাম, অক্সিজেনের লেভেল কম হয়ে গেলো না তো?

এটি ভাবতেই পুরো শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে গেলো। মাত্র দুইগজ দূরত্বে থেকে শারীকে হায়াত আমাকে এমন দেখে কাছে আসলেন এবং বললেন, আগে মাস্ক তো খুলে নাও। এটি শোনামাত্র মনে হলো, আমি প্রাণ ফিরে পেয়েছি। তখন তাকে বললাম, মাত্র দুইগজ দূরত্বে তুমি ছাড়া আমি অচল। প্রতিটি পুরুষ যদি নিজ নিজ স্ত্রীকে এভাবে মূল্যায়ন করে তাহলে তারা আল্লাহ্র কত বড় নি'য়ামাতে ধন্য তা টের পাবে ষোলাআনা।

আমার শারীকে হায়াত নিলুফার ইয়াসমীন গাছ-গাছালি পছন্দ করেন। তাই তিনি চলাচলের পথে ফুল ফলের চারা যখন যা পান তা নিয়ে আসেন। আর আমাদের বেডরুমের সামনে ছাদের উপর তার পছন্দের বাগান সাজানোর দায়িত্ব আমি খুব সানন্দে আঞ্জাম দিয়ে যাই। কয়দিন পর পরই কাঁচা মরিচ, পুঁইশাক, কলমি, কুমড়া ও পাটশাকসহ ধনিয়াপাতা বাগান হতে নিয়ে তাজা তাজা খেয়ে থাকি। পেয়ারা তার খুব পছন্দ। তাই একটি পেয়ারা গাছও লাগানো হয়েছে। বরই ও পেঁপে গাছও আছে। আরবের খেজুরের গাছও আছে কয়েকটি। যেহেতু ছাদের উপর খেজুর গাছ হবে না তাই আমি গ্রামের বাড়ি নিয়ে আমার আব্বার জায়গায় লাগিয়ে দিয়ে এসেছি।

প্রতি বিকেলে আমরা পেয়ারা গাছের পাশে চেয়ার দিয়ে বসে চা খেতে খেতে গল্প করি। বাচ্চারাও এসে এখানে বসে থাকে। লেবুর চাষ তো দেখার মত। লেবুর পাতা তরকারিতে দিলে যে ঘ্রাণ বের হয়, সেই ঘ্রাণেই ওয়াইফের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে আমাকে বাধ্য করে। তাই খেতে বসে বলে উঠি, তুমি আছো বলেই তো আমার বাগান এত সুন্দর। পোলাউর পাতা ও স্যুপের পাতা তো মোটামুটি সব সময়ই সব তরকারিতে ব্যবহার হচ্ছে। একটি লেবু গাছে অনেকগুলো লেবু ধরেছে। এক একটি লেবু কমলার মত বড়। চায়ের সাথে খাওয়ার যে তৃপ্তি তা ভাষায় বলা যাবে না। আমি যখনই তাঁর বাগানের মালি হয়ে কাজ করি, তখনই লেবুর রস দিয়ে গরম গরম চা নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। এটিকেই বলে দাম্পত্য জীবনের সুখ। আর এই কারণেই আমাদের দাম্পত্য জীবন স্বর্গীয় সুখের।

আমাদের মাঝে কখনো গন্ডগোল হয়নি। যা হয় তাও অন্যদের চেয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তেমনই একটি ঘটনা শুনুন। আমি ঢাকা গেলে প্রতিবারেই কলাবাগানের ডলফিন গলিতে আমার শারীকে হায়াতের মেজ ভাই ইসলামী ব্যাংকের প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব বশির আহমাদ সাহেবের বাসায় উঠলেও একবার তার বড় ভাই জনাব ফরিদ আহমাদ সাহেবের আজিমপুরের বাসায় উঠলাম। এখানে থেকে সব কাজ সারলাম। কিন্তু ফেরার সময় হয়ে গেলেও বেশ কয়েকজায়গায় এখনো যাওয়া হয়নি।

বিশেষ করে আমার বড়ভাই জনাব মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের ফার্মগেইটের বাসা এবং আমার শ্যালক ফিরদাউসের শ্যামলীর বাসায় যাওয়া হয়নি। আমার বড় ভাইয়ের বাসায় শেষ দিন গিয়ে দুপুরে ভাত খাবো বলে তাঁকে জানিয়েছিলাম। তাই সেখানে যাওয়ার জন্য আজ যখন তাড়াহুড়ো করছিলাম এবং বাকি কাজগুলো সারতে চাইলাম তখনই পেয়ে গেলাম বড় বোনের জামাই হিসেবে শ্বশুরালয়ের আরো বাড়তি সম্মান। তখন বুঝলাম, শ্বশুরালয়ে জামাইবাবুরা কখনো পুরান হয় না। তাদের বয়স যত বাড়ে সম্মানও তত বাড়তে থাকে। আমার বেলায়ও তাই হয়েছে।

আমার চলে যাওয়ার কথা শুনে বড়ভাবি আমার শ্বশুরের গ্রামের এক লোককে ফোন করে তাকে তার গাড়িসহ দ্রুত চলে আসার জন্য বললেন। তাকে আমি যেখানে যেতে চাই সেখানে নিয়ে যেতে এবং আমার সাথে সারাক্ষণ থাকার জন্যও বলে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটি গাড়ি নিয়ে চলে আসলো। অতঃপর তাকে নিয়ে প্রথমে তেজকুনিপাড়া আমার বড় ভাইয়ের বাসায় গেলাম। সেখানে ড্রাইভারসহ দুপুরের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে কলাবাগানের ডলফিন গলিতে শারীকে হায়াতের মেজ ভাইয়ের বাসায় পৌঁছলাম। আমরা দুইজন এখানে নেমে সেই একই গাড়িতে করে আমার মেয়েগুলোকে মিরপুর দুই নম্বরে অবিস্থিত মেজর সাইফ সাহেবের বাসায় পাঠিয়ে দিলাম।

মেজর সাইফ সাহেবের মেয়েরা আমার মেয়েদের সাথে চট্টগ্রামে আল হিদায়াহ্ ইন্টান্যাশনাল স্কুলে পড়াশোনা করেছিলো। ও. আর. নিজামের ৬ নং রোডে তাঁর বাসা ছিলো। তাই আমাদের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক রয়েছে। তিনি চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে গেলেও এখনো সম্পর্ক রয়েছে। তারা যখনই চট্টগ্রাসে আসেন তখনই মেয়েদেরকে নিয়ে আমার বাসায় আসেন। তাই আমরা ঢাকায় এসে তাঁদের বাসায় না গেলে তারা কষ্ট পাবেন বলে নিজেরা যেতে না পারলেও মেয়েদেরকে তাঁদের বাসায় পাঠিয়ে দিলাম। শারীকে হায়াতের সাথে গন্ডগোল এখানেই শুরু হলো। বাসায় এসে শারীকে হায়াতকে বললাম, **মা শা আল্লাহ্! আল্ হামদু লিল্লাহ্!** এবার শ্বশুরালয়ের হক্ব শুধু ষোলাআনা নয়; বরং বত্রিশআনা উসূল হয়ে গেছে। তাই আগামিতে আর এখানে আসা যাবে না। আমাকে নতুন কোনো আঙিনা খুঁজতে হবে। ভাবছি আরো ভালো গাড়িওয়ালার বাসায় কলিংবেল টিপ দিবো। কোনো ভাবে সেখানের জামাই হতে পারলে আগামিতে ঢাকায় আসলে তখন ঢাকায় আরো হাইফাই গাড়ির সুবিধা পাওয়া যাবে।

এটি শোনামাত্র তিনি রেগে গিয়ে বলে উঠলেন, তোমাদের একটিই দোষ, সেবা করলেও দোষ, না করলেও দোষ। চোখ ভরে তো মন ভরে না। মন ভরে তো চোখ ভরে না। এভাবে আমরা দাম্পত্য জীবনে সময় সুযোগ পেলেই হালাল বিনোদন ও হাস্যরসে মেতে থাকতে জানি বলেই

আমরা সুখি। আমি আল্লাহর এই নি'য়ামাতের মূল্যায়ন করতে পারি বলে শারীকে হায়াতের সব কিছুতে আনন্দ খুঁজে পাই। তার কোনো কথা ও কাজে আমার মুড অফ হয় না। কারণ **স্বামীর সাথে শারীকে হায়াতের অর্থভ্রম বা মতবিরোধ হওয়া এবং রাত-দুপুরে অভিমান করা সুন্নাতে আয়েশাহ্। আর তার মান-অভিমান ভাঙানো সুন্নাতে রাসূল**। যারা এটি করতে জানে তারাই সুখি। দাম্পত্য জীবনের সুখ এখানেই নিহিত। দাম্পত্য জীবনে সুখি হতে হলে স্বামী-স্ত্রীকে মনে রাখতে হবে, একজন আরেক জনের মত হওয়া কখনো জরুরী না। তবে একজন অন্য জনের জন্য শয়নে স্বপনে হওয়া জরুরী।

গতকালও তার একটি কাজ দেখে খুশিতে আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম। তার কাজটি দেখে ভাবলাম, বহির্বিশ্বের মানুষ করোনার হাত হতে বাঁচবে না মরবে সেই চিন্তায় অস্থির। আর গ্রামের বাড়ি হতে আমার জেঠাতো ভাই জনাব হাফেয মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেবের গাছ হতে আমার ছেলে-মেয়েদের জন্য পাঠানো আম দিয়ে আমার শারীকে হায়াত নিলুফার ইয়াসমীন আগামী বছর পরিবারের সবার খাওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকারের আমের আচার বানাতে ব্যস্ত সময় পার করছেন। অফিস হতে বাসায় ফিরে এসে তাকে এই কাজে ব্যস্ত দেখে বুঝলাম, এটিকে বলে আত্মবিশ্বাস। এরপরও আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরা আমার দাম্পত্য জীবনে সুখি হওয়ার রহস্য জানতে চায়!!

পুরুষকে বুঝতে হবে কখনো কখনো নারী অর্থাৎ আপনার শারীকে হায়াত শারীরিক, মানসিক, রাগ-অনুরাগ এবং বুদ্ধি বিবেচনার দিক দিয়ে অনেক বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন তাকে পরামর্শ ও সান্তনা দেয়ার পরিবর্তে যে নিজের কাঁধের উপর মাথা রেখে তাকে কান্না করার সুযোগ করে দেয়, এবং যার কাছে নিজের দুঃখ-কষ্ট প্রকাশের সুযোগ পায়, তেমন একজন সঙ্গীর প্রয়োজন হয়। আর এই কাজটি স্বামী ছাড়া নারী জীবনে অন্য কেউ করতে পারে না। স্বামীকে বুঝতে হবে, একটি মেয়ে যখন বাবার ছায়া ছেড়ে আপনার স্ত্রী হয়ে আসে, তখন তার বাবার দো'য়া থাকে যে, তার মেয়েটি যেন আরো মজবুত ও আরো নিশ্চিত একটি ছায়ার আশ্রয়ে পুরো জীবন থাকতে পারে। তাই দাম্পত্য

জীবনে স্বামীকে বুঝতে হবে, নারী ও সাগরের মাঝে একটি রহস্য লুকায়িত রয়েছে। তারা কারণে অকারণে গর্জে উঠে আবার কারণে অকারণে শান্ত হয়ে যায়।

যারা নিজেদের Joint family system এ স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টির উপায় খুঁজে বেড়ান তারা মনে রাখবেন, এর মূল চাবি-কাঠি কিন্তু আপনার হাতে। তা হলো Joint family system এ অনেক সময় আপনার স্ত্রীও ঠিক বলছেন এবং আপনার আম্মাও সঠিক রয়েছেন। তারপরও আপনার সংসারে অশান্তি বিরাজ করে কেন? এর সঠিক কোনো কারণ খুঁজে পান না। তাই সব সময় চিন্তিত থাকেন! আর আপনাকে দেখে আপনার কলিগরা যার যার মতো করে রোগ নির্ণয় করে।

কারণ হিসেবে আমি বলবো, আপনি কারো স্বামী বা কারো ছেলে হয়ে বিষয়টি বুঝতে ভুল করেন বলেই এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াজ উদ্দীনের মতো। তিনি কখন তত্ত্বাবধায়কের প্রধান আর কখন রাষ্ট্রের প্রধান, তা বুঝতে ভুল করেছিলেন বলেই আজ দেশের এই অবস্থা। প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানদেরও একই অবস্থা। তারা কখন কমিটির প্রধান, আর কখন প্রতিষ্ঠানের প্রধান তা মনে রাখতে পারেন না। তাই তাদের নেতৃত্বে যখন কোনো কমিটি হয়, তখন সঠিক সমাধান হতে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত হয়।

কারণ যেখানে কমিটির প্রধানের ক্ষমতা দেখানোর কথা, সেখানে তারা প্রতিষ্ঠান প্রধানের ক্ষমতা দেখান। এমন ঘটনা আমাদের সকল প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিয়ত ঘটছে বললে অসত্য হবে না বলে আমি হলফ করে বলতে পারি। আর কমিটির সদস্যরা একমাঘে শীত যায় না বলে তার কথার সাথে সুর মিলিয়ে জ্বী হুযুর! জ্বী জাহাপনার পলিসি অবলম্বন করে তার সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যস্ত থাকে। পরিশেষে দুন্ইয়ার কার্যবিবরণীতে প্রতিষ্ঠান প্রধানের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটলেও কিন্তু আসমানি কাতিবের কলমে লিখিত Statement of work এ ধরনের গাইও না বলদও না টাইপের কমিটির সদস্যরা সবাই গুনাহ্গার হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। আপনাকে এমন হলে চলবে না। আপনি কখন মা-বাবার সন্তান আবার কখন আমানাত হিসেবে গ্রহণ করা একটি মেয়ের স্বামী এটি মনে

রাখতে হবে। কারণ নিজের ছেলে কারো স্বামী হয়ে তার পক্ষ নিলে, আর কারো ছেলে হয়ে মায়ের পক্ষ নিলেই সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে। এখানেই মূল সমস্যার উৎপত্তি। তবে পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, নারীকেও কিন্তু এখানে ভূমিকা পালন কতে হবে। তাই আম্মু তোমাকে বলছি, শ্বশুর শাশুড়িকে নিয়ে এক সাথে থাকার ইচ্ছা থাকলে এবং তাদেরকে সম্মান করতে জানলে ধারালো বাঁকা শিং কখনো বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

এই যুগের বিবাহ প্রত্যাশী প্রত্যেক পুরুষকে মনে রাখতে হবে, আপনি আপনার হৃদয়ের রাণী বানানোর জন্য যেই কন্যা খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেই কন্যা কিন্তু কখনোর আপনার Joint family system এ থাকার স্বপ্ন দেখে না। টুর্ণামেন্টের প্রত্যেক টপ টিম যেমন পাকিস্তানের মুখোমুখি না হওয়ার জন্য দো'য়া করে, ঠিক তেমনিভাবে এই যুগের মেয়েরাও শাশুড়ির সাথে না থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে। অতএব যে পুরুষ এটি বুঝতে পারে সে পরিবারে বউ-শাশুড়ির নিজ নিজ স্থানে মর্যাদা অপরিবর্তিত থাকে। তবে এটিও সত্য যে, শাশুড়ি পরিচালিত বহু Joent Family তে সমস্যার মিথ্যা বাহানা এমন একটি স্পীকার, যা পুত্রবধূর বিরুদ্ধে সারাক্ষণ বাজতে থাকে। তার ব্যাটারীর পাওয়ার এত বেশি যা কখনো শেষ হয় না। তাই যৌথ পরিবারে দুর্বল চিত্তের পুরুষ এটি বুঝতে না পারার কারণেই সমস্যা লেগে থাকে। সে এক পক্ষের কথা শুনে Emotional হয়ে উঠার কারণে শাশুড়ি-বউয়ের মাঝে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে শান্তিও পালিয়ে যায়।

মনে রাখবেন মা-বউ, বোন-ভাবির সাথে ঝগড়া লেগে থাকার পেছনে কারো স্বামী বা কারো ছেলে এবং কারো ভাইয়ের ভূমিকা বেশি। তার কারণে এটি জিইয়ে থাকে। এটিকে জিইয়ে রাখা অথবা দাফন করে ফেলার চমৎকার ভূমিকা রাখতে পারে একজন পুরুষ। বিশেষ করে ঈদে চাঁন্দে যখন সবাই একত্রিত হয় তখন পারিবারিক সকল অনুষ্ঠানের আনন্দ ষোলআনা উপভোগ করতে হলে বউ-শাশুড়ির মাঝের দূরত্ব কমিয়ে ফেলতে হবে। এই সময়ে বউ-শাশুড়ি শুধু মা-মেয়ের মত নয়; বরং দুই বান্ধবীর রূপ ধারণ করতে পারল ঈদের মজাই আলাদা। মূলত

পুরুষের ভূমিকায় এ সময়ে সবার মাঝে যেমন হাসি ফুটবে তেমন ডবল ঈদের স্বাদও পাওয়া যাবে। যৌথ পরিবারে স্বর্গীয় পরিবেশ বজায় রাখতে হলে স্ত্রীকে প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে বুঝিয়ে বলুন, দেখ প্রেয়সী! আমার মা আমার জান্নাত। তিনি এখন বুড়ি হয়ে গেছেন। বয়সের ভারে এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে এখন ধৈর্য সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। কখন কাকে কি বলেন তিনি তা বুঝতে পারেন না। তাই তার কথা কর্কশ হলেও আমার জান্নাত হওয়ার কারণে আমি তাকে ছেড়ে যেমন কোথাও যেতে পারবো না, তেমন তার কথা আমি কখনো ফেলেও দিতে পারবো না। এটি তোমাকে মনে রাখতে হবে।

নারীর সবচেয়ে সুন্দর রূপ হলো মায়ের রূপ। এই দুন্ইয়ার প্রত্যেক সম্পর্ক এবং ভালোবাসার কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায়। কিন্তু মায়ের ভালোবাসা **না কাবেলে বয়ান** অর্থাৎ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। হয়ত এই জন্যই রাসূল (স.) মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত বলে তাঁর মূল্যায়নের জন্য সন্তানকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আমি মনে করি মায়ের ভালোবাসা প্রকাশের চেষ্টা করার অর্থ হলো সাগরকে কুয়ার মধ্যে বন্দি করার চেষ্টা করা। তাই তুমি আমার ভালোবাসার প্রতীক হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ তাকে সহ্য করে নিও। তার কোনো কথার উত্তর দিও না।

অনুরূপভাবে মায়ের কাছে গিয়ে তার সামনে মাথা ঝুকিয়ে বলুন আম্মা! আপনি যেমন আমার জান্নাত আপনার বউও আমার সন্তানদের জান্নাত। আপনিই কিন্তু তাকে পছন্দ করেই আমার জন্য বউ বানিয়ে এনেছেন। আর সে আমার স্ত্রী হয়ে নিজের মা-বাবা, ভাই-বোনকে ছেড়ে আপনার কাছে মায়ের আদর যত্ন পাওয়ার আশায় এখানে চলে এসেছে। তাই তার ভুলগুলো না দেখলেই পারেন। যদিও সে আপনার দৃষ্টিতে সকল কথা ও কাজে ১০০% যোগ্য হতে পারছে না। তবুও আপনার ছেলের খুশি ও প্রশান্তির কথা ভেবে তার ছোট-খাট ভুলগুলো না দেখে তাকে মাফ করে দিয়ে নিজের মত করে শিখিয়ে নিতে পারেন। আপনার হাতেই এই ঘরের শান্তির মূল চাবি-কাঠি। আপনার অবস্থানই কিন্তু এই ঘরের রওনক এবং স্বর্গীয় পরিবেশ বিরাজ করে। যারা Joint family system এ না পারছেন থাকতে, না পারছেন ছাড়তে, তারা একবার মা

এবং স্ত্রীর সাথে এমন ব্যবহার করে দেখুন **ইন্ শা আল্লাহ্** সমস্যা দূর করার রাস্তা খুঁজে পাবেন। মোটকথা, জীবনের সর্বাবস্থায় মা-বাবাকে সম্মান করা নিজের কর্তব্য মনে করুন। সেই মা নিজের হোক বা নিজের সন্তানের হোক। বাবা নিজের স্বামীর হোক বা নিজের সন্তানের হোক, তাদেরকে সম্মান দিতেই হবে। এটি করতে পারলেই যৌথ পরিবারের জীবন হয়ে উঠবে স্বর্গীয় জীবন।

নারীকে বলছি মনে রাখবেন, কয়েদীদেরকে সরকারই খাবার সরবরাহ করে। আপনার স্বামীও আপনার কাছে একজন কয়েদী। বিয়ের পর হতে আপনার কথার বাইরে সে কিছুই করতে পারে না। এটিও সত্য যে, এমন কয়েদী বাসায় বন্দি থাকলে স্ত্রীর সব আরাম হারাম হয়ে যায়। Home Quarantine & Lock down এর কারণে স্বামী ও বাচ্চারা সবাই এখন ঘরে বন্দি। তাই কিছুক্ষণ পর পরই কেউ ঘুরে মায়ের পেছনে আর কেউ ঘুরে শারীকে হায়াতের পেছনে। একবার এই রুমে যায় আরেকবার ঐ রুমে যায়। বার বার কিচেনে গিয়ে শারীকে হায়াতের পেছনে দাঁড়িয়ে খাবারের কিছু তৈরি হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য উঁকি ঝুঁকি মারে।

মোটকথা, সবাই বার বার খেতে চায়। স্ত্রী অতিষ্ঠ হয়ে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন আমি আর পারছি না। Home Quarantine & Lock down এর কারণে পুরো বাসাটা এখন ট্রেনের মত মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর পর ওয়াশ রুমে যাও আবার ফিরে এসে নিজের সীটে মোবাইল নিয়ে বসে যাও। এটি আবার কোন্ আইন? তোমাদেরকে বার বার এটি সেটি খাওয়াতে হবে? স্বামী অত্যন্ত শান্ত গলায় বলে উঠলেন, এটি International Law কয়েদীদেরকে সরকারই খাবার সরবরাহ করে। তুমি এই বাসার সরকার।

তাই বলছিলাম, যে দম্পতির মাঝে এমন সম্পর্ক বজায় থাকে তারাই স্বর্গীয় সুখে নিজেদের জীবনতরী নিয়ে আনন্দের সাগরে ভেসে বেড়ায় সকাল-সন্ধ্যায়। দাম্পত্য জীবনে স্বর্গীয় সুখ চাইলে মোহর হিসেবে শারীকে হায়াতকে হাজ্জে নিয়ে যান, আর যৌতুক হিসেবে স্বামীকে হযরত আয়েশার ভালোবাসা দিন। কি বুঝলেন?

যৌথ পরিবারে দেয়া টাকার হিসাব নেবেন না

মা-বাবার সন্তান হিসেবে আপনার আগামী জীবনে উন্নতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো Joint family system এ মা-বাবার জন্য দেয়া টাকার হিসাব কখনো তাদের কাছে যেমন চাইতে যাবেন না তেমনিভাবে অন্যদেরকেও বলতে যাবেন না। কারণ আপনার মা-বাবা, ছোট ভাই-বোনের জন্য আপনাকে টাকা দিতেই হবে। এটি আপনার চলমান দায়িত্ব। আপনার কাছে এটি তাদের অধিকার ও পাওনা। তাদের প্রতি এটি আপনার দয়া বা এহ্সান নয়। আখেরাতে এই সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। অতএব এটিকে সাময়িক মনে করলে ভুল করবেন। এই দায়িত্ব ষোলআনা নয়; বরং বত্রিশআনা আদায় করতে পারলে রাহ্মাতে এলাহী আপনার উপর বৃষ্টির মত বর্ষিত হতে থাকবে।

আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় খাজাবাবা হলেন আপনার মা-বাবা। বাবার সম্পত্তি নয়; বরং সন্তানের জীবনে তার ছায়াই যথেষ্ট। তাই শ্বশুর-শাশুড়িকে মা-বাবার উপরে যেমন রাখতে পারবেন না, তেমন শ্যালক ও শালিকাদেরকে নিজ ভাই-বোনের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে যাবেন না। সময় মত দেখবেন কে আপনার আপন আর কে পর? এটি যদি না বোঝেন দুন্ইয়া ও আখেরাতে পস্তাতে হবে। মানুষ কখন অসুখী থাকে জানেন? যখন নিজের সুখ অন্যের মাঝে খুঁজে বেড়ায় তখন। কারণ তখন সুখের পরিবর্তে নিজে যে টুকু সুখে ছিলো তাও বরবাদ হয়ে যায়।

একটু পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তখন পরিষ্কার দেখতে পারবেন আপনারা মধ্যম পরিবারের সন্তান। আপনার আব্বার কাছে অঢেল কোনো সম্পত্তি ছিলো না। শুধু একটি জীবনই ছিলো। সেটিও তিনি আপনাদের জন্য শেষ করে দিলেন। আর এখন সেই বাবার জন্য খরচ করার সময় নিজের অর্থ খরচ করছেন মনে করেন!! তাই বলছিলাম,

এদেরকে কষ্টে রেখে কাকে আপন ভেবে কার সেবা করে কোন্ গর্দভকে পীর মেনে সেবা করে তার কাছে গিয়ে আল্লাহ্র রাহ্মাতের আশা করছেন? আপনি এত বোকা? মা-বাবাকে বিবস্ত্র রেখে পীরের কবরে চাদর চড়ান?

আপনার মা-বাবা, ভাই-বোনকে দেয়া টাকা পয়সার ব্যাপারে আপনার স্ত্রীকেও মুখ বন্ধ রাখতে হবে। কারণ বিয়ে দিয়ে দেয়া বোন ও তাদের ছেলে-মেয়েদের সাহায্য আপনার সামর্থ অনুযায়ী আপনাকেই করতে হবে। রাত-দুপুরে ফোন করে অথবা সময় সুযোগমত সুখে দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে অশ্রু ঝরালে কেউ আপন হয় না। আর যারা আপন তারা কাঁদতেই দেয় না, অশ্রু ঝরানো তো বাহুত দূর কী বাত।

নিজ বংশের রক্তের সম্পর্কসহ ছেলে-মেয়ের বিয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার জন্যই হয়ে থাকে। পরীক্ষা করার জন্য নয়। আর যিনি যত বেশি এই সম্পর্ক রক্ষা করতে পারবেন তিনি সকল আঙিনায় তত বেশি মহান হবেন। অতএব কারো জন্য কিছু না করে শুধু শুধু নিজের প্রতি সকল আত্মীয়কে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করার অর্থ হলো Ready Made Tree লাগিয়ে তার মধ্যে সকাল-সন্ধ্যা পানি দেয়া এবং সেই গাছ হতে ফল খাওয়ার আশা করা। এখন ভেবে দেখুন, কয়জন আত্মীয়ের আপনি খবর রাখেন?

আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কের মাঝে অনেক তফাত থাকে। তাই এটি সুন্দর দেখায় না। তবে যিনি সব ভেদাভেদ ভুলে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে জানেন তিনি এটিকে সুন্দর করে রাখেন। রায্যাক্ব যখন আপনার চাকরি-বাকরি ও ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে রিয্ক্বের দরজা খুলে দেন, তখন আত্মীয়-স্বজনদের জন্য দস্তরখান লম্বা করুন, দেয়াল নয়। রক্তের ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের চোখ হতে গড়িয়ে পড়া অশ্রুকে পানি মনে করবেন না। কারণ এই পানি হলো সেই রক্ত, যে রক্ত আমার আপনার অবহেলার কারণে দুঃখে-কষ্টে পানিতে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। মনে রাখবেন ওয়াদা করে বা ক্বাস্ম খেয়ে আত্মীয়তা রক্ষা করতে হয় না। কারণ যিনি রক্ষা করতে চান তিনি ক্বাস্ম না

খেয়ে এবং ওয়াদা না করেও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন। আর যে করে না সে ক্বাস্ম খেয়েও আত্মীয়-স্বজনের খবর রাখে না।

তবে আমি আমার ব্যাপারে আমার-আত্মীয়-স্বজনদেরকে পেলাম সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। একবার সপরিবারে কয়েকদিন ঢাকায় থাকলাম। এই সুবাধে আত্মীয়-স্বজনদের সবার একই কথা আমার বাসায় আপনাকে আসতেই হবে এবং ডাল-ভাত খেতে হবে। ডাল-ভাত পরিভাষাটি বলতে সহজ হলেও খেতে এবং প্রস্তুত করতে অনেক সময় এবং অর্থের প্রয়োজন পড়ে। তাই আপনি যার বাসায় যাবেন দেখবেন তিনি বাজারে পাওয়া খাদ্য সামগ্রীর বাইরে নিজের কলিজাটিও বের করে আপনার প্লেটে রেখে দিতে চান। যেমনটি করলো গত রাতে আমার মামাতো বোন আইরিন। আমি ঢাকায় আসার পর হতে সে বার বার ফোন করে আমাকে তার বাসায় যেতে বাধ্য করেছে।

তাই শারীকে হায়াতকে নিয়ে আইরিনের লালবাগের বাসায় গিয়ে ডাল-ভাতের পরিবর্তে খেয়ে এলাম চিংড়ি মাছ, শিংমাছ, ডিম এবং আস্ত একটি মুরগির রোষ্ট। সাথে ছিলো হরেক রকম চাটনি ও সালাদ। খাবার শেষে মিষ্টি আর চা তো ছিলোই। এত কিছু ডাইনিং টেবিলে রেখে দিয়েও বোনটি ক্ষান্ত হয়নি। ডাইনিং এর পাশে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। আর একটি শেষ হওয়ার আগে আরেকটি ঝড়ের গতিতে প্লেটে দিয়ে যাচ্ছিলো। সব কিছু খেয়ে যখন শেষ করতে পারলাম না, তখন বাকি খাবারগুলো একটি বড় বক্সের মধ্যে রেখে দিয়ে ফেরার পথে আমার হাতে তুলে দিলো।

এখানেই শেষ নয়, আমার শারীকে হায়াতের জন্য কাপড়ের একটি প্যাকেট হাতে তুলে দিয়ে অত্যন্ত অসহায়তার সাথে বলে উঠলো ভাবী! আপনাকে কিছুই দিতে পারলাম না। ভাইয়া আমাদের মাথার তাজ। তাই আপনাকে এই সামান্য কাপড় দিতে আমার খুব লজ্জা লাগছে। আপনি কিছু মনে করবেন না। সাথে সাথে আমার দুই মেয়ে নাবেগাহ্ নাদভী ও নাদেজাহ্ নাদভীসহ বড় ছেলে জারীর নাদভীর বউ তাকরিমাহ্ বিনতে মূসার জন্যও কাপড় দিলো। যদিও ছেলে ও বউ ঢাকায় যায়নি, চট্টগ্রামেই রয়েছে।

অতঃপর জালীস নাদভীর হাতে কচকচে নতুন ২০০ টাকার পাঁচটি নোটও একটি প্যাকেটের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ দিলো যে, **বাবার বোনরা শুধু ভাইদের সন্তানদের ফুপি নয়, তাদের আরো পরিচয় আছে**। আর সেই পরিচয় তারা সময় সুযোগ পেলে এভাবেই দিয়ে থাকে। আরো একটি কথা না বললেই নয়; ভাইয়ের সন্তানদের বেলায় তাদের হাতে যাদুও রয়েছে। আমার বোনটি সেই যাদুরও প্রকাশ ঘটালো। তা হলো, আমার ছোট ছেলে জালীস নাদভী তার বাসায় যাওয়ার পরই বললো, তার দাঁতে ব্যথা করছে। এটি শোনামাত্র সে গরম পানি এনে তাকে নিয়ে ওয়াশরুমে গিয়ে কুলি করালো। কুলি করানোর সাথে সাথে তার ব্যথা কমে গেলো।

এটি দেখে আমি মনে মনে বললাম, ইয়া রাব্ব! একই রক্তের মাঝে এমন এক যাদুকরী সম্পর্ক তুমি রেখে দেয়ার পরও আমাদের পরিবার ও সমাজে আজ আত্মীয়তার সম্পর্ক মাকড়সার জালের মত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে চলছে। সেই যাদুর খেলা আমরা ইচ্ছা করেই দেখতে চাই না। মূলত বোনরা ভাইদেরকে এভাবেই ভালোবাসে। ভাইয়েরা বোনদের খবর না রাখলেও তারা ঠিকই ভাই-ভাবি ও তাদের সন্তানদের জন্য সুযোগ পেলেই নিজের সব কিছু দিয়ে শান্তি খুঁজে বেড়ায়। তাই দেখলাম ২৬ বছর পরও আমার শারীকে হায়াতের গুরুত্ব ও সম্মান এখনো কমেনি তাই এখনো তিনি কাপড় পান।

বাসায় এসে আমার মেয়েরা প্যাকেট হতে কাপড়গুলো বের করে খুশিতে নেচে উঠে তাদের আম্মুকে জিজ্ঞেস করলো, উম্মী! আমার আবিকে আত্মীয়-স্বজন এত ভালোবাসে কেন? তাঁকে কেউ ভুলতে চায় না কেন? সবাই তাঁকে তাদের বাসায় গিয়ে ভাত খাওয়ার দা'ওয়াত দেয় কেন? তিনি এত সময় কোথায় পাবেন? এসব খাওয়ার জন্য আমরা কি এবার ঢাকায় থেকে যাবো? আপনাকে এবং আমাদেরকে ফুপি এত টাকা খরচ করে কাপড় কেন দিলেন? আমার শারীকে হায়াত নিরুত্তর থাকলেন। কিছু বলতে পারলেন না। শুধু বললেন, এটিকে বলে আত্মীয়তার বন্ধন। তাই বলছিলাম, লাভ চাইলে আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করুন। সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়ান। নিজের সামর্থ

থাকলে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করে এমন ভাবে ভুলে যেতে হবে যেমন নেতারা সাধারণ জনগণকে নির্বাচনের পরে ভুলে যায়।

অতএব আত্মীয়দের পাশে আপনাকে দাঁড়াতে হবে। মনে রাখবেন তাদেরকে না দিয়ে যে অর্থ জমানোর চেষ্টা করছেন সেই অর্থ কুমিরে খাবে। তা নিজেও খেতে পারবেন না এবং কবরেও নিয়ে যেতে পারবেন না। তাই তাদের জন্য ব্যয় করা আপনার অর্থের কাহিনিও কাউকে শুনানোর চেষ্টা করবেন না। এমন করলে হয়ত আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রসারিত আসমানী নি'য়ামাতের সকল দরজা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। নিজ রক্তের কাউকে সহযোগিতা করার সময় মনে রাখবেন, এই খবর যেন কেউ না জানে। জানলে অনেক সময় আপনার রক্তেরই কেউ আপনার সেই সহযোগিতার এমন কারণ খুঁজে বের করবে যা কল্পনাকেও হার মানাবে।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আমার মনে পড়েছে। আমি আল্লামাহ্ আবুল হাসান আলী নাদভী (রাহি.) এর সরাসরি ছাত্র। তার কাছে তাফসীর পড়ার সময় তিনি ইফ্‌কের ঘটনা বুঝাতে গিয়ে বলেছিলেন যে, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে হিন্দুদের নেতা ছিলেন মহাত্মাগান্ধী। আর মুসলমানদের নেতা ছিলেন মাওলানা মোহাম্মাদ আলী ও মাওলানা শাওকত আলী। বৃটির বিরোধী আন্দোলনে হিন্দুরা মহাত্মাগান্ধীকে লাখ লাখ রুপি দিয়েছিলো। কিন্তু কোনো একজন হিন্দুও তাঁর কাছে হিসাব চায়নি।

অন্যদিকে মাওলানা মোহাম্মাদ আলী ও মাওলানা শাওকত আলীকে মুসলমানরা এক রুপি দেয়েছে তো শত বার হিসাব চেয়েছে। এই অর্থ কোথায় গেলো? ঐ অর্থ কোথায় গেলো? এমন এমন কাল্পনিক প্রশ্ন করে তাঁদেরকে কাঁদিয়ে ছেড়েছে। সকাল-সন্ধ্যা যেখানে সেখানে তাদের বদনাম ছড়িয়েছে। মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে এমন কিছু অপবাদ দিয়েছে যা কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর নিজের একটি ঘটনা বলেছেন। তাঁর বর্ণিত ঘটনাটি আমি আমার একটি লেখা 'আল্লামাহ্ নাদভীকে যেমন দেখেছি এবং তাঁর মুখে যেমন শুনেছি'

শিরোনামে ২০০১ সালে জাতীয় দৈনিকে এ লিখেছিলাম। ঘটনাটি হলো, তাঁর সাথে একবার ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাই আল্লামাহ্ নাদভী দিল্লীতে তাঁর সাথে দেখা করতে একা একা না গিয়ে All India Muslim personal law board এর ওলামাদের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকের পর ফেরার সময় প্রধানমন্ত্রী বললেন, আপনার সাথে আমি প্রাইভেট কিছু কথা বলতে চাই। তবে আল্লামাহ্ নাদভী তাঁর সাথে গোপন কোনো বৈঠকে বসতে রাজি হন নি। তাপরও প্রধানমন্ত্রী যখন খুব বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন, তখন তিনি বললেন, আমি লাক্ষ্ণৌ যাওয়ার জন্য ট্রেনের টিকেট নিয়ে ফেলেছি। তাই এখন আমি আর সময় দিতে পারবো না। তিনি প্রধামন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রটোকল অফিসারকে একথাটি জানিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। এটি শুনে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হতে তাঁকে জানানো হলো, প্রধানমন্ত্রী চাইলে আপনার জন্য পুরো দিন দিল্লী স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকবে। আপনাকে ছাড়া ট্রেন যেতে পারবে না।

অতঃপর তিনি বাধ্য হয়ে বললেন, ঠিক আছে প্রধানমন্ত্রীর সাথে যখন বসবো তখন আমার সাথে আমার সেক্রেটারি মোহাম্মাদ রাবে হাসানী নাদভীও থাকবেন। তাকে ছাড়া আমি একা বৈঠকে বসতে পারবো না। এখানে উল্লেখ্য যে, রাবে হাসানী নাদভী বর্তমানে নাদওয়ার রেক্টর। (আমি তাঁরও ছাত্র। তাঁর কাছেও পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে) এটি শুনে প্রধানমন্ত্রী বললেন, ঠিক আছে। অতঃপর তাদের বৈঠক হলো। সেখানে কি আলোচনা হয়েছে তা তিনি আর আমাদেকে বলেন নি। সেই বিষয়ে না বলে আল্লামাহ্ নাদভী বললেন, প্রধানমন্ত্রীর সাথে আমি যখন বৈঠকে বসলাম তিনি যত কথাই বললেন এবং জানতে চাইলেন সব কথা ও প্রশ্নের উত্তর রাবে হাসানী নাদভী দিয়েছেন। আমি একটি কথাও বলিনি।

যাক আমাদের বৈঠক যথা সময়ে শেষ করে আমরা লাক্ষ্ণৌ চলে আসলাম। পরের দিন দিল্লির মুসলমানদের সকল প্রত্রিকায় খবর

প্রকাশিত হলো, আলী মিয়া ইচ্ছা করেই প্রধানমন্ত্রীর সাথে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। তিনি সরকারকে বাবরী মাসজিদ দিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। এটি বলে তিনি সেদিন আমাদের ক্লাসে কেঁদে দিয়ে বলেছেন, এই হলো বর্তমান সময়ের মুসলমানদের চরিত্র। এরপর তিনি আমাদেরকে সূরাতুন নূর এর নিম্নের আয়াতটির তাফসীর পড়ালেন। যেখানে আল্লাহ্ বলেছেন:

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ ৫৭

'যখন তোমরা এক মুখ থেকে আর এক মুখে এই মিথ্যা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিলে এবং তোমরা নিজেদের মুখে এমন সব কথা বলে যাচ্ছিলে যা সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিলো না।'

এটি শুধু সেই যুগের কথা নয়, এই যুগেও তাই দেখা যাচ্ছে। সমাজে এমন কিছু মানুষ রয়েছে, যারা যুগ যুগ ধরে সাউদীতে থাকছে। সময় সুযোগ হতেই বায়তুল্লায় গিয়ে তাওয়াফও করছে। মাদীনায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.) রাওদ্বায় হাজেরী দিয়ে প্রতিনিয়ত ঈমানের নবায়ণও করছে বলে বেড়াচ্ছে। তবে বাস্তবতা হলো নিজেদের চরিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারছে না। আমার এসব কথা কোনো কল্প-কাহিনি নয়। এগুলো ১০০% সত্য ঘটনা। নিজেদের চারিদেকে শুধু নয়, আত্মীয়-স্বজনদের আঙিনায় তাকিয়ে দেখুন, কাকতালীয়ভাবে নয়; বরং সূর্যের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে যাবে।

তারপরও যাদের বুঝতে কষ্ট হবে তাদেরকে বলছি, একবার একলোক তার এক আত্মীয়কে সহযোগিতা করা নিজের দায়িত্ব মনে করে সহযোগিতা করেছিলো। তবে তখন তিনি বলে দিয়েছিলেন যে, কাউকে এটি জানানো যাবে না। কিন্তু কিছু লোক তাকে এটি হযম করতে দেয়নি। বার বার তাকে জিজ্ঞেস করছে অমুকে কি দিয়েছে? তমুকে কি দিয়েছে? সে এমন প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছে, আশা করছি কিছু তো দেবে। কিছু না দিয়ে তো আর কেউ যাবে না। কিছু দিলেও

৫৭- সূরাতুন নূর, আয়াত নং- ১৫

তাকে বলতে নিষেধ করেছে এটিও তাদেরকে জানাতে পারছে না। কিন্তু তাদের পীড়াপীড়িতে যখন দেখলো, এখন তাদেরকে না জানালে নিজেরও সমস্যা হতে পারে, তারা তাকে খারাপ মনে করতে পারে। তাই সেই লোকটিকে ফোন করে বললো ভাই, এখন আমি কি করি? আমি তো মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম।

আমার আত্মীয়-স্বজন বার বার জানতে চাচ্ছে আপনি কি দিয়েছেন। আপনি নিষেধ করায় এখন তাদেরকে আপনার সম্পর্কে কিছু বলতে পারছি না। কি করবো তাও বুঝে উঠতে পারছি না। এখন আপনি অনুমতি দিলে আপনি কি দিয়েছেন তা জানিয়ে দিতে পারি। এটি শুনে লোকটি বললেন, ঠিক আছে কি আর করবেন, তাদেরকে জানিয়ে দিন। যেই তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হলো সাথে সাথে তাদের গায়ে আগুন লেগে গেলো। আর সেই আগুন নেভানোর জন্য বলে উঠলো, অমুককে দেখানোর জন্যই সে তোদেরকে এমন সহযোগিতা করেছে। আমার মনে হয় এমন মনগড়া ও কাল্পনিক তথ্যে আরশে আযীমও সেদিন কেঁপে উঠেছে।

কাউকে সাহায্য করার সময় বিশেষ করে আত্মীয়-স্বজনদেরকে কিছু দেয়ার সময় কখনো বলা যাবে না। ডান হাত দেয়ার সময় যেন বাম হাতেরও খবর না থাকে। কারণ আপনার রক্তের যারা কাউকে কিছু দিয়ে বলে বেড়াতে চায়, তারা আপনার সহযোগিতার পেছনে এমন কিছু আবিষ্কার করে ফেলবে যা কল্পনাকেও হার মানাবে। তাই বলছিলাম, বর্তমান সময়ে সব পরিবারে আপনজনই আপনার ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত রয়েছে। তবে দরজা খুলে দিলে কিন্তু কেউ একবারও জিজ্ঞেস করতে আসবে না কেমন আছেন? কি বুঝলেন?

আপনার মা-বাবার জন্য খরচ আপনাকে করতেই হবে। তাদের চিকিৎসার দায় দায়িত্বও আপনাকেই বহন করতে হবে। অন্যকে নয়। তাছাড়া আপনার জন্মের পর আপনার বাবা সু-স্বাস্থ্যের জন্য যে সব সাদাক্বাহ্ করেছেন তা জানেন? আপনাকে মানুষ করার জন্য স্কুল কলেজ মাদরাসাহ্ ও ভার্সিটিতে পড়ানোর পেছনে তিনি যে অর্থ অকাতরে ঢেলে দিয়েছেন তার হিসাব তার কাছ থেকে কখনো

নিয়েছেন? পরিশেষে আপনার চাকুরির জন্য তিনি কতজনকে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করেছেন তা কখনো ভেবে দেখেছেন?

এমন কি আপনার পছন্দের মেয়েকে বউ বানানো এবং আপনার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য আপনার বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম সম্পর্ককে মেনে নিয়ে নিজের সামাজিক আত্মমর্যাদা ও ধর্মীয় নীতি-নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়েছেন তা একবারের জন্যও আপনার মনে পড়লো না? আর এখন মাস শেষে মোটা অংকের বেতন পেয়ে বউ-বাচ্চা নিয়ে বাবার সব অবদান ভুলে গেলেন? তবে মনে রাখবেন, যারা ভদ্রলোক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করে তারা মনে করে উপরিউক্ত কাজের বিনিময়ে ও অবদানে শুধু বাবাকে ভালোবাসলে হবে না; তার জুতাকেও ভালোবাসতে হবে। এই সব কারণে আমি প্রতিদিন ২/৪ বার ফোন করে আমার আব্বার খবর নেই।

গতকাল সশরীরে গিয়ে আব্বার সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসলাম। ঢাকা হতে ফেরার পথে ফেনীতে ছোটবোন সানজিদা রাহমান তাহমিনার বাসায় গিয়ে আব্বাকে দেখে আসলাম। আব্বার জীবনের এখন শেষ সময় চলছে। তিনি আমাকে চিনতে পারছেন না। আমার সাথে তিনি কোনো কথাও বলতে পারেন নি। কি বলছেন তাও বুঝতে পারিনি। তাঁর এই অবস্থা দেখে আমাদের অতীত মনে পড়ে গেলো। আমরা মধ্যম পরিবারের সন্তান। আমার আব্বার কাছে অঢেল কোনো সম্পত্তি ছিলো না। জীর্ণশীর্ণ একটি শরীরের মধ্যে শুধু একটি জীবনই ছিলো। তবুও নিজের আয়েশ আরামকে বিসর্জন দিয়ে সেটিও আমাদের জন্য শেষ করে দিলেন।

সত্য কথা হলো, সন্তানের জন্য দুন্‌ইয়ার জীবনে বাবা এমন বিরল ও দুষ্প্রাপ্য এক আসমানি তোহ্‌ফাহ্‌ এবং এমন এক Credit card যার Balance কখনো শেষ হয় না। বাবা সন্তানের জীবনে এমন এক Pharmacy যেখানে সন্তানের সকল রোগের ঔষধ পাওয়া যায়। যে ঔষধের কর্মক্ষমতার কোনো Exp. Date নেই। অথচ আমরা সেই বাবাকে কিছুই দিতে পারলাম না। এখানেই বাবা এবং সন্তানের মাঝে পার্থক্য।

দুঃখের সাথে আমরা লক্ষ্য করছি, এই যুগের কিছু অপদার্থরা নিজেদের মা-বাবার ঔষধের Prescription হারিয়ে ফেললেও কিন্তু নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় বাবার অসিয়াতের Ducuments ঠিকই সারা জীবন সংরক্ষণ করে। মনে রাখবেন, প্রত্যেক কাঁধ যদি বাবার কাঁধের মত হতো, তাহলে সুখে শান্তিতে বসবাসের জন্য এই দুন্ইয়া খুবই সুন্দর জায়গা হতো। তাই বলছিলাম, মা-বাবার সন্তুষ্টির জন্য নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিতে পারা সন্তানের শক্তি ও সাহসিকতার তথ্য পৃথিবীর কোনো সায়েন্স কখনো দিতে পারবে না। এখন নিজের অবস্থান কোথায় নিজেই ভেবে দেখুন।

আমি আমার আব্বার কাছে শুনেছি, জন্মের পর হতেই আমি খুব রোগা ছিলাম। এই মরি এই বাঁচি অবস্থা। বাঁচবো বলে কেউ তখন আশাও করেনি। আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে আমার আম্মা মরহুমা মেহের আফজুন বেগম বাত রোগে আক্রান্ত হয়ে পুরো জীবন চেয়ারে বসেই কাটিয়েছেন। কোনো দিন নিজ হাতে কোনো কাজ করতে পারেন নি। বাথরুমে পানির বদনাটাও তাকে দিয়ে আসতে হতো। কাপড়টিও পরিয়ে দিতে হতো। আব্বাকে পুরো জীবন আম্মার কাপড় ধুইতে দেখেছি। আব্বা স্কুল হতে বাড়ি এসে রান্না করে আমাদেরকে খাইয়েছেন। পরবর্তীতে আমরা বড় হওয়ার পর আমরাও আম্মার কাপড় ধুইয়ে দিতাম। হয়ত এই কারণেই আল্লাহ্ আমার আব্বার হায়াত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

একদিন সেই অসুস্থ মা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন। ১৯৮২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি শনিবার দুপুর ১ টায় আমার আম্মা মারা গেলেও আল্ হামদু লিল্লাহ্ আমার আব্বা জনাব এ. বি. এম. আব্দুর রায্যাক্ব মাস্টার আজও বেঁচে আছেন। তিনি বলেছেন, আমার চিকিৎসার জন্য তিনি যে টাকা খরচ করেছেন সে টাকা এক পাল্লায় রাখলে এবং আমাকে এক পাল্লায় রাখলে নাকি টাকার ওজন বেশি হবে।

সত্য কথা হলো আমার আপনার মা যে কষ্ট করে আমাদেরকে জন্ম দিয়েছেন এবং মানুষ হওয়ার জন্য আল্লাহ্র কাছে কত বার হাত তুলে কেঁদেছেন তার প্রতিদানস্বরূপ পুরো জীবন আমরা মায়ের গোলামি

করেও পরিশোধ করতে পারবো না। তারপরও এখন বর্তমান সমাজের বহু ধনী ও শিক্ষিতদেরকে দেখা যায় যে, তারা একদিকে নিজে হয়েছেন অপদার্থ সন্তান, অন্যদিকে বউয়ের প্রেমে পড়ে মা-বাবাকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন বৃদ্ধাশ্রমে!!

মনে রাখবেন, আপনার আচরণে যদি মা-বাবার চোখ হতে একবার পানি গড়িয়ে পড়ে সেটিকে শুধু পানি মনে করলে দুন্ইয়া ও আখেরাত দু'টিই হারাবেন। কারণ পানি সাগরের হোক বা মা-বাবার চোখের হোক, সব পানির মাঝে একটি রহস্য এবং গভীরতা লুকিয়ে আছে। সাগরের পানি দুন্ইয়া ডুবিয়ে ফেললেও চোখের পানি প্রজন্মের পর প্রজন্মের দুন্ইয়া আখেরাত দু'টিই ডুবিয়ে ফেলবে। অতএব সাবধান!! তাই রাসূল (স.) বলেছেন:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ).[৫৮]

'আবু হুরায়রাহ্ (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, ঐ ব্যক্তির নাক ধূলিমলিন হোক, যে তার পিতামাতাকে (বা তাদের একজনকে) বৃদ্ধাবস্থায় পেলো কিন্তু তাদের খেদমত করার মাধ্যমে সে জান্নাতী হতে পারলো না।'

যারা ভদ্রলোক তারা মাকে আসমানি তোহ্ফা মনে করেন। তেমনই একজন আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর দা'ওয়াহ্ ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আমীনুল হক। ভদ্রলোকদের দৃষ্টিতে মায়েরা হলেন নিজেদের জান্নাত আর তাদের স্ত্রীরা হলেন তাদের সন্তানদের জান্নাত। ড. আমীন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাউদী আরবের কিং সাউদ ইউনিভার্সিটি অর্থাৎ দেশের এবং বিদেশের শ্রেষ্ঠ দু'টি ভার্সিটি হতে পিএইচ. ডি ডিগ্রী অর্জনের পরও নিজেকে মা-বাবার চাকর মনে করেন। তাই প্রতিদিন সকালে মায়ের

٥٨- الترمذي، رقم الحديث : ٣٥٤٥، قال العلامة الألباني رحمه الله : (حسن صحيح / صحيح الترغيب:١٦٧٩)

জন্য নিজ হাতে রুটি বানিয়ে তাকে খাইয়ে দিয়েই অফিসের উদ্দেশ্যে বের হন। যার সন্তানরা প্রতিদিন সকালে বাবাকে তাদের মা ও দাদীর জন্য রুটি বানাতে দেখে বড় হবে তারাও আগামী দিনে তাদের মায়ের জন্য এভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেবে বলে আমার বিশ্বাস।

মনে রাখবেন, যার মা জীবিত আছে এবং সেই মাকে জান্নাত লাভের মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে মনে করে, আর স্ত্রীর খেদমাতকে সীরাতে রাসূলের অনুকরণের Roadmap বানিয়ে ফেলে তিনিই পৃথিবীতে সবচেয়ে সম্পদশালী এবং মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, মা-বাবার সম্মান ফেসবুকে যত দেখানো হয়, তার অর্ধেকও যদি বাস্তব জীবনে দেখা যেতো তাহলে দো'য়া করার জন্য জীবনে কাউকে কখনো বলতে হতো না।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়েছে। একবার এক কবরস্থানের পাশ দিয়ে একলোক যাচ্ছিলো। কবরস্থানের দিকে দৃষ্টি পড়তেই কবরবাসীদের কথা মনে পড়লো। তাই দাঁড়িয়ে সূরা ফাতেহাহ্ পড়ে তাদের জন্য দো'য়া করে বললো, তোমরা কত ভাগ্যবান মানুষ! এখানে কত শান্তিতে ঘুমিয়ে আছ!! এটি বলে লোকটি যেই চলে আসতে চাইলো, হঠাৎ বিকট একটি আওয়াজ শুনতে পেলো। যে আওয়াজটি তাকে ডেকে বলছে, হে পথিক দাঁড়াও! শোনো, তোমাকে বলছি। শান্তিতে আমরা ঘুমিয়ে থাকছি না; বরং তোমরা মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে বউ-বাচ্চা নিয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে আছ। আমরা মা-বাবাকে ভুলে তোমাদের মত বউ-বাচ্চা নিয়ে ঘুমিয়ে থাকার জন্য এখানে এসে এখন শাস্তি ভোগ করছি।

অতঃপর লোকটি পাশের একটি মাসজিদে গিয়ে অযু করে দুই রাক'আত সালাহ্ আদায়ের পর তাওবাহ্ ইস্তেগফার করে আল্লাহ্র কাছে দু'হাত তুলে আবেদন পেশ করে বললেন, **ইয়া রাব্ব!** মৃত্যুর পূর্বে মা-বাবার খেদমাতের মাধ্যমে International Housing Society তে বিনামূল্যে পাওয়া প্লট ও ফ্ল্যাট অর্থাৎ কবরের জন্য Decoration এর ব্যবস্থা গ্রহণের তাওফীক্ব দাও। পাঠকদেরকে অনুরোধ করবো এটি কাল্পনিক বা লেখকের বানানো গল্প মনে করে মা-বাবার মত মূল্যবান

সম্পদ নষ্ট করে ফেলবেন না। সমাজের দিকে তাকালে দেখবেন, যে যত বড় শিক্ষিত তার মা-বাবা তত বেশি নিগৃহীত ও দুর্বিষহ জীবন পার করছে। অতএব এই সম্পদ নষ্ট করে ফেললে আমার আপনার অবস্থাও ঐ সব কবরবাসীদের মত হবে। তখন আর কিছুই করার থাকবে না। আমার কথায় রাগ করবেন না, আমি বাস্তবতার আলোকে এসব কথা বলছি।

সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখুন আপনিও দেখতে পাবেন, আজকের শিক্ষিত লোকেরাই তাদের মা-বাবাকে অবহেলা করছে সবচেয়ে বেশি। তাদের মা-বাবা, ভাই-বোনরাই বেশি কষ্টে আছে। তারা শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবতে শেখেছে। অশিক্ষিতরাই মা-বাবার জীবদ্দশায় সেবা যত্ন বেশি করছে। মৃত্যুর পরও তাদের কথা মনে রাখছে। তাদের কষ্টের কথা মনে করে তাদের জন্য দো'য়াও করে। তেমনই একটি ঘটনা বলছি, চোখ খুলে যাবে। যেমন এক রিক্সাওয়ালা আমার চোখ খুলে দেয়নি শুধু; বরং আমার রিযক্বের মাধ্যমও হয়েছে।

গত রামাদ্বানে প্রায় প্রতিদিন আমি আমার শারীকে হায়াতকে আজ বাজার করবো, কাল বাজার করবো বলে বহু দিন ভুলিয়ে রেখে ছিলাম। এরই মাঝে ঈদ এসে হাযির হয়ে গেলো। তাই বাসার পরিবেশ একটু ব্যতিক্রম হয়ে উঠলো। বাসার আবহাওয়া একটু গরম বুঝতে পেরেই মায়াবি কণ্ঠে তাকে কাছে ডেকে বললাম, তোমাকে আর কত কষ্ট দেবো? আর কষ্ট করতে হবে না। আমি এখনই বাজারে যাচ্ছি। প্রয়োজনে আজ ইফতার বাজারে হবে তবুও তোমার সব Requirement fulfil করবো ইন্ শা আল্লাহ্। কি কি লাগবে এখনই লিস্ট দাও।

ইফতার বাজারে করবো বলে তার রাগ দমানোর চেষ্টা করলাম। অতঃপর ঠাণ্ডা করার জন্য তার বলার আগেই আমি নিজেই অপ্রয়োজনীয়ও অনেক কিছু লিখতে লাগলাম। তাছাড়া আমার মেয়েরা রাতেই বিশাল এক লিস্ট আমার টেবিলে রেখে দিয়েছে। শারীকে হায়াতও বুঝতে পারলেন যে, বাসার পরিবেশ ব্যতিক্রম হওয়ায় এখন তার সাহেব সত্যিই বাজারে যাবেন। তিনিও শান্তভাবে অনেক কিছুর

কথা জানালেন। শেষে এটিও বললেন তোমার বাজারে ইফতার করতে হবে না। ইফতারের আগেই বাসায় চলে এসো। তার মুখে এটি শুনে বুঝলাম কেল্লা ফাতেহ। পরিবেশ শান্ত হওয়ার আলামত পেয়ে বললাম ঠিক আছে প্রয়োজনে ঈদের পরে আবার বাজারে যাবো।

অতঃপর ব্যাগ নিয়ে আমি বাজারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। রিয়াজ উদ্দীন বাজারের তিনপুলের মাথায় গিয়ে সব কিছুই কিনলাম। আসার সময় একটি রিক্সা ঠিক করলাম। আমার অভ্যাস অনুযায়ী বাজার হতে ফেরার সময় আমি কখনো রিক্সাওয়ালার সাথে দামাদামি করি না। কারণ আমার জিনিসগুলো তাকে তিন তলায় উঠিয়ে দিতে হবে। তাই রিক্সা ঠিক করার আগে আমি শুধু তার চেহারা দেখে বুঝে নেই, কে আমার কথা মত সব কাজ করতে পারবে আর কে পারবে না। তাই পছন্দ হলে শুধু বলি ও. আর. নিজাম রোড যেতে হবে। চলুন বলে তার রিক্সায় উঠে বসি। আজও তাই হলো।

বাজার নিয়ে বাসায় আসলাম। রিক্সা হতে নেমে তাকে বললাম ভাই! কষ্ট করে জিনিসগুলো তিন তলায় উঠিয়ে দিয়ে আসেন। সেও কোনো কথা না বলে দুই বস্তা বাজার উঠিয়ে দিয়ে আসলো। আমি নিচে তার রিক্সার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম। সে নিচে নেমে আসার সময় তার সাথে আমার ছোট ছেলে জালীস নাদভীও নেমে আসলো। রিক্সাওয়ালাকে বিদায় দেয়ার সময় ১০০ টাকার একটি নতুন নোট তার হাতে দিয়ে চলে যেতে বলতেই সে খুশি হয়ে গেলো। সে যখন ফিরে যাচ্ছিলো জালীস আমাকে দেখালো যে, রিক্সার পেছনে একটি বস্তার মধ্যে কি যেন রয়ে গেছে। ছেলেটি মনে করেছিলো এগুলো আমার জিনিস।

অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করলাম ভাই বস্তার মধ্যে এসব কি? তখন লোকটি বললো স্যার! আমার মা-বাবা তো মারা গেছে। আমাকে অনেক কষ্ট করে তারা বড় করেছেন। কিন্তু তারা আমার কামাই খেতে পারলেন না। আজ রামাদ্বানের শেষ দিন, তাই মা-বাবার মাগফিরাতের জন্য আজ ২০ জন রেযাদারকে ইফতার করাবো। সেই জন্য রিয়াজ উদ্দীন বাজার হতে ২০টি নাস্তার প্যাকেট কিনে নিয়েছি। বাসায় ইফতারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ইফতারি ভরে

রোযাদারদেরকে দেবো। এটি শুনে মনে পড়লো যে, কারো প্লেট খালী দেখে ভিক্ষা করতে চলে এসেছে বলে মনে করার সুযোগ নেই। কারণ হতে পারে সে নিজের সব বিলিয়ে দিয়ে পাত্র খালী করে ফেলেছে। তাই সবার ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখা চাই।

একজন রিক্সাওয়ালার মুখে নিজ মা-বাবা সম্পর্কে এমন কথা শুনে আমি কিছুক্ষণের জন্য হুশ হারিয়ে ফেললাম। আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলাম। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলাম, এই রিক্সাওয়ালা বলে কি? আমি এসব কি শুনছি? কে উত্তম সে না আমি? সে গাধার খাটুনি খাটে আর আমি এসি রুমে বসে কলমের খোঁচায় মাস শেষে বিশাল অংকের বেতন পকেটে ভরি। তারপরও আমার অভাবের শেষ নেই। শুধু সমস্যা আর সমস্যা। এসব নিয়ে যখন ভাবছিলাম, তখন সাথে সাথে আমার মন বলে উঠলো, রিক্সাওয়ালাই উত্তম, আর আমি অধম। অতঃপর বুঝতে পারলাম যে, জীবনের সকল মোড়ে ও বাঁকে যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থেকে **আল্ হামদু লিল্লাহ্** বলতে পারলে মনে করতে হবে লক্ষ কোটি মানুষের চেয়েও আমি উত্তম। কারণ যে এটি বলতে পারে সে Depression মুক্ত ঘুমাতে পারে।

অতঃপর চারিদিকে চোখ বুলালাম, তখন দেখলাম, এই দলে শুধু আমি একা নই, আমার দলে এমন অধমের অভাব নেই। আজ বহু শিক্ষিত এবং চাকুরীজীবি ছেলেরা তাদের মা-বাবার খবর নেয় না। এমন কি মা-বাবা অসুস্থ হলেও ১৫/২০ দিনেও একবার ফোন করে জানতে চায় না যে, অসুস্থ মা-বাবা বেঁচে আছেন না মরে গেছেন? তাদের ঔষধের কি ব্যবস্থা? টাকা কোত্থেকে আসছে? কে দিচ্ছে তাদের চিকিৎসার খরচ? আর যারা বছরের পর বছর অসুস্থ মা-বাবার সেবা করে চলছে শুধু দায়িত্ব কি তাদের? কোন্ স্বার্থে তারা বছরের পর বছর বৃদ্ধ মা-বাবার খেদমত করে চলছে?

একবারের জন্যও তারা এসব ভাবে না। শুধু নিজে খাই নিজে বেঁচে থাকি। এমন অপদার্থ, স্বার্থপর, অধম ও হতভাগা সন্তানদের দূরে কোথাও খুঁজতে যেতে হবে না, আমার আপনার আশ-পাশেই আছে। এসব কথা যখন ভাবছিলাম তখন সত্যিই আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম।

অতঃপর অন্যদের কথা বাদ দিয়ে আমি আমার নিজের অবস্থানকে খুব কাছ থেকে মূল্যায়ন করে যা বুঝলাম তা হলো, শুধু কয়েকটি শ্বাস ছাড়া আর কিছুই না। সেটিও আবার রাব্বুল ইয্যাতের হাতে বন্দি। তারপরও আমি কৃপণতা করেই চলছি।

তাই সেই উত্তম রিক্সাওয়ালা ভাইটি কিছু বুঝে উঠার আগে তাকে কিছু আর্থিক সহযোগিতা করে বিদায় দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিজ বাসা তিন তলায় উঠলাম। বাসায় উঠতে হয়ত তিন মিনিটও লাগেনি। তখনই সীতাকুন্ড হতে আমার এক প্রিয় ছাত্র ফরহাদের ফোন আসলো। সে বললো স্যার! আমি কিছু টাকা পাঠাতে চাচ্ছি। স্যার! আপনার কোনো বিকাশ নম্বর দেয়া যাবে? আমি আমার বড় ছেলে জারীর নাদভীর বিকাশ নম্বর দেয়ার সাথে সাথে সে টাকা পাঠিয়ে দিলো। ফরহাদের টাকার হিসাব মেলাতে মেলাতে ইফতারের আগ মুহূর্তে ক্বোরআন তিলাওয়াত করছিলাম। এরই মধ্যে কলিংবেল বেজে উঠলো। ছোট ছেলে জালীস নাদভী গিয়ে দরজা খুলে ইফতারির একটি প্যাকেট নিয়ে আসলো। তখন জানতে পারলাম ৬ নং রোডের সাগর ভাই তাঁর ড্রাইভারকে দিয়ে ইফতারি পাঠিয়েছেন। গতকালও তিনি ইফতারির সাথে সাথে ঈদের সেমাইও পাঠিয়েছেন।

অতঃপর বাসায় ইফতার করে মাসজিদে গিয়ে সালাতুল মাগরিব আদায় করে বাসায় আসার সাথে সাথে পাবনার সিরাজগঞ্জ হতে মাওলানা আরিফ বিল্লাহ্ সিরাজী সাহেব ফোন করে বললেন স্যার! আপনার জন্য টাকা পাঠাতে চাচ্ছি, আপনার নম্বরটি বন্ধ পাচ্ছি। অন্য কোনো নম্বর থাকলে যদি পাঠাতেন তাহলে আমি এখনই টাকা পাঠাতে পারতাম। তখন আমি তাকে বললাম, সেই বন্ধ নম্বরেই টাকা পাঠিয়ে দিন, আমি পেয়ে যাবো **ইন্ শা আল্লাহ্।** সত্যিই পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি তার পাঠানো টাকা পেয়ে গেলাম।

এরপর শারীকে হায়াতসহ চা খেতে খেতে আল্লাহ্র দেয়া এসব নি'য়ামাত এবং রামাদ্বানের রাহ্মাত ও বরকতের কথা বলছিলাম। এরই মাঝে আবারো কলিংবেল বেজে উঠলো। তিনি গিয়ে দরজা খুলে দেখেন, সেই সাগর ভাই আমার ছোট ছেলে জালীস নাদভী এবং

আমার জন্য অনেক দামি একটি পায়জামা পাঞ্জাবী কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এসব দেখে তখন ওয়াইফকে বললাম, আমি সব সময় বলে থাকি যে, আমি একটাকা দিলে দশ টাকা পেয়ে যাই। আজও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

তাই পাঠকদেরকে অনুরোধ করবো, হাত খুলে ফেলুন। দান করতে থাকুন। যে টাকা পকেটে নিয়ে নিজের মনে করছেন রাব্বে কা'বার ক্বাস্‌ম, এই টাকা আপনার নয়। তাই মা-বাবার জন্য খরচ করুন। আত্মীয়-স্বজনকে সহযোগিতা করুন। সুখে থাকতে চাইলে দাতা হোন গ্রহীতা নয়। কারণ গ্রহীতাকে দুন্‌ইয়াবাসী দেয়, আর দাতাকে আল্লাহ্‌ নিজে দেয়। তাই বাচ্চাদেরকে Take it বলতে শেখান। Give me শেখাবেন না। মনে রাখবেন আজ টাকা খরচের ভয়ে তাদের খবর নিতে না পারলে আপনার টাকা একদিন কুমিরে খাবে। তখন দুন্‌ইয়াও হারাবেন আখেরাতও হারাবেন।

মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করুন। আপনার সন্তানরাও আপনার সাথে ভালো আচরণ করবে। এটিকে আপনি ইতিহাসের প্রতিদানও বলতে পারেন। এখানে একটি উদাহরণ দিই বুঝতে পারেন কিনা ভেবে দেখুন। আমার ছেলে জারীর নাদভী আমাদেরকে করোনার টিকা দেয়ানোর জন্য রেজিস্ট্রেশন করে অস্থির হয়ে যাওয়ায় আমার অতীত মনে পড়েছে। তাই শারীকে হায়াতকে বললাম দেখলে! সন্তানেরা এখন নিজেদের মা-বাবাকে করোনার হাত হতে বাঁচানোর চেষ্টা স্বরূপ করোনার ভ্যাক্সিন দেয়ার জন্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। এটিকেই বলে ইতিহাসের প্রতিদান।

তাই বলছিলাম, রিক্সাওয়ালা তার মা-বাবার গুরুত্ব বুঝলো আর আপনি কত বড় অপাদার্থ শিক্ষিত হয়ে চাকুরী করে শহরে বন্দরে বাসা বাড়ি বানিয়ে বউ বাচ্চা নিয়ে আয়েশ আরামে থাকেন, কিন্তু তাদের খবর রাখেন না। মনে রাখবেন আপনারও কেউ খবর রাখবে না। এমন কি আপনার সন্তানরাও আপনার খবর রাখবে না। মা-বাবা, ভাই-বোনকে না দিয়ে যাদের জন্য টাকা জমিয়ে রাখছেন সেই টাকা তারাও খেতে পারবে না এবং আপনিও পারবেন না। এটি কোনো বদ্‌ দো'য়া নয়;

বরং এটি বাস্তবতা। আপনি কোন্ জগতে আছেন? আপনার করুন পরিণতি দেখার জন্য খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হবে না। এটি সময়ের ব্যাপার মাত্র।

মনে রাখবেন আত্মীয়-স্বজন শুধু কবরস্থানে দাফন হচ্ছে বিষয়টি এমন নয়; বরং আমার আপনার দৃষ্টির অগোচরে পরিস্থিতির চোরাবালী ও জলাভূমির দলদলেও রাত-দুপুরে দাফন হয়ে যাচ্ছে। তাই নিজের আত্মীয়-স্বজনদের কোনো একজনের হলেও হাত ধরে টেনে বের করে নিয়ে আসুন। এটি করতে পারলে রাব্বে কা'বার ক্বাস্‌ম! নিজের বেঁচে থাকার লুৎফ বা মজা পেয়ে যাবেন। আর এই ভাবে আমরা যদি সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব আদায় করা শুরু করে দিই আমাদের নিজেদের অধিকারের বিষয়টি Automatically সমাধান হয়ে যাবে। কারণ আমার যা দায়িত্ব সেটি অন্যের হক্ব।

বিশ্বাস না হলে কবরস্থানে গিয়ে দেখে আসুন। যারা হালাল-হারাম পার্থক্য না করে শুধু সম্পদের পাহাড় বানিয়ে ছিলো, আর সে পাহাড়ে বসে শুধু আমার আমার বলে কথা বলেছিলো তাদেরকে আজ খামোশ দেখে নিজের করণীয় সম্পর্কে খুব সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এখানে পাঠকদেরকে আরো একটি ঘটনা না বলে পারছি না। আমার মনে হয় আমি যেন সব নি'য়ামাত দুন্‌ইয়াতেই পেয়ে যাচ্ছি। ঘটনাটি হলো, গত রামাদ্বানে বাইরের সব কাজ সেরে ইফতারের আগ মুহূর্তে বাসায় এসে দেখি ইফতারির প্রস্তুতির কোনো সাড়া শব্দ নেই। তাই চিন্তায় পড়ে গেলাম। কারণ একটু পরেই ইফতার করতে হবে। অথচ কারো মাঝে কোনো প্রস্তুতি দেখছি না।

তাই শারীকে হায়াতকে তাড়াতাড়ি করতে বললাম। কিন্তু না তার মাঝেও কোনো পরিবর্তন দেখলাম না। যেমন কোথাও যাওয়ার পূর্বে পাঁচ মিনিটের মধ্যে নারীর রেডি হওয়া আর পুরুষের পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাসায় আসছি বলা সমান কথা, তারপরও শুধু নারী বদনাম। তাই আমিও আর কিছু বললাম না। তবে ইফতার করতে ডাইনিং এ বসে দেখি মায়েদাহ্ ভর্তি ইফতারি নিয়ে সবাই বসে আছে। তখন আশ্চর্য হতে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে তো কিছু করতে

দেখলাম না। এসব মান্না সালওয়া কোত্থেকে এসেছে? উত্তরে তিনি বললেন, যিনি রায্যাক্ব তিনিই এসবের ব্যবস্থা করেছেন। এরপর বললেন চারিদিক হতে শুধু ইফতারি এসেছে। প্রতিবেশীরা ছাড়াও অন্যদের বাসা হতেও ইফতারি এসেছে। এসব দেখে এবং শুনে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলাম না। তাই বলছিলাম, খেতে বসে যদি একবার ভেবে দেখেন আপনার হাতে খাবারের লোকমাটি কীভাবে আসলো? তাহলে খাবারের লোকমাটি মুখে দেয়ার আগেই সাজদায় লুটে পড়তে মন চাইবে। অতঃপর ইফতারির পূর্ব মুহূর্তে দো'য়া করতে গিয়ে বললাম ইয়া রাব্ব! তুমি কি আমাকে সব দুন্ইয়াতেই দিয়ে দিচ্ছ?

আমাদের স্বভাব হলো আমরা একটি মুচকি হাসি দিয়েও প্রতিদান চাই। অসহায় ও ইয়াতীম, বিধবা ও ডিভোর্সি এবং রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উদ্দেশ্যহীন সম্পর্ক রাখা ও তাদের সুখে-দুঃখে খোঁজ-খবর নেয়া এটি সবার বসটি বাত নেহী। এটি সবার দ্বারা সম্ভব নয়। তবে Believer বা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসীদেরকে উদ্দেশ্যহীন এসব কাজ করতে হবে। এখানে প্রতিদানের আশা ১০০% ছেড়ে দিতে পারলে রাব্বে কা'বার ক্বাস্ম! এর উত্তম ও অকল্পনীয় প্রতিদান আপনি দুন্ইয়া ও আখেরাতে পাবেন। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

শর্ত হলো, আপনি লক্ষ টাকা Invest করে যেমন লাভের মুখ দেখার জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে পারেন, ঠিক তেমনিভাবে এই প্রতিদানের জন্যও আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। যে প্রতিদান হবে আসমানি প্রতিদান। যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ আমরা আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য কোনো Invest না করে শুধুমাত্র মুচকি একটি হাসি দিয়েও সাথে সাথে তার প্রতিদান চাই। এটিই আমাদের স্বভাব।

তাই একবার একটি মাছ তার মাকে জিজ্ঞেস করেছিলো মা! আমরা জমীনে বাস করি না কেন? মা উত্তরে তাকে বললো, বাবা! আমরা তো Fish যারা যামীনে বাস করে তারা Selfish. কি বুঝলেন?

যৌথ পরিবারে কলহ সৃষ্টির কারণ কী?

যৌথ পরিবারে স্বর্গীয় সুখ সৃষ্টির উপায় নিয়ে আমাকে অনেকে ফোন করেন। তাদেরকে আমি যা বলি তা হলো, পারিবারিক জীবনে কলহের কথা আপনার মনে আছে, কিন্তু কলহ সৃষ্টির কারণ নিয়ে কখনো ভেবে দেখেছেন? ভেবে না থাকলে আমার কাছে শুনুন! আমাদের সমাজের পুরুষ শুধু নারীর কথা জানে এবং বলে, নারী দুই হাতে টাকা উড়ায়। সারাক্ষণ শপিং করে বেড়ায়। যখন যা মন চায় তা কিনে ফেলে। কিন্তু স্বামী যে নিজের বেতন ও বোনাসের কথা স্ত্রীর কাছে গোপন রাখে এবং তার জন্য খরচ করতে গেলে যেন রূহ বের হয়ে যায়, এই কথাটি কি কেউ কখনো বলে? কয়দিন এবং চাকরি জীবনে কবে অফিস হতে বাসায় গিয়ে স্ত্রীকে মায়াবি কণ্ঠে বলেছেন, কাছে এসো! **আল্ হামদু লিল্লাহ্ বল**, আজ আমার বেতন হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ঈদের বোনাসও হবে ইন্ শা আল্লাহ্। সেই বোনাস তোমার হাতে এনে দেব। স্ত্রীকে এমন কথা বলার সাহস করতে পারলে দেখবেন সে একটি টাকাও আপনার খরচ করবে না।

স্ত্রীর বাপ-ভাইয়ের জন্য এক বার খরচ করলে দশ বার খোচা মারা আমাদের অভ্যাস। যত অভাব স্ত্রীর জন্য খরচ করতে গেলেই দেখা দেয়। যত কাঞ্জুসি স্ত্রীর ক্ষেত্রেই দেখা মেলে। এটি বুঝেও সমাজ চুপ থাকে। তেমনই এক কাঞ্জুসের স্ত্রী একবার অসুস্থ হয়ে পড়লো। বাসায় বিদ্যুত না থাকায় সে মোমবাতি জ্বালিয়ে ছিলো। অতঃপর কাঞ্জুস লোকটি যখন তার স্ত্রীর জন্য ডাক্তার আনতে যাচ্ছিলো, তখন স্ত্রীকে ডেকে বললো শুনো! তুমি যদি মনে কর, তুমি আর বাঁচবে না তাহলে দয়া করে মোমবাতিটি নিভিয়ে দিও। কি বুঝলেন?

মনে রাখবেন অর্থের ধনী সমাজে বহু রয়েছে, কিন্তু অন্তরের ধনী আল্লাহ্ খুব কম মানুষকে বানায়। আর যারা অন্তরের ধনী তারাই মূলত অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং যাকাত আদায় করে। নারী-পুরুষকে

বুঝতে হবে, দাম্পত্য জীবনের সুখ ও নারীর ভাগ্য তার ঠোঁট বা চোখ, অথবা সুগঠিত শরীর কিংবা শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে তার জীবন ইতিহাসে যুক্ত হওয়া পুরুষটির উপর। নারী হেসে খেলে জীবন কাটিয়ে দেবে, না কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাবে সেটিও নির্ভর করে সম্পূর্ণ স্বামীর উপর।

শ্বশুর বাড়ির যৌথ পরিবারে নারীর জীবন পয়সায় চলে না। ভালোবাসার সাথী পেয়ে গেলে শুকনো রুটি খেয়েও নারী রাজরানি সেজে স্বামীর হৃদয়ের সিংহাসন রাত-দুপুরে আলোকিত করতে পারে। এই বিষয়টি যে পুরুষ বুঝতে পারবে সেই পুরুষ স্ত্রীর প্রেমের সিংহাসনে বসে তার রাজত্বে ইচ্ছে মতো যখন খুশি তখন বিচরণ করতে পারবে শুধু তাই নয়; বরং শ্বশুর-শাশুড়ির কাছেও আদর যত্নসহ বিরল সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত থাকবে পুরো জীবন। বিপরীত হলে কী হবে জানেন? না জানলে শুনুন।

এক লোক সারাক্ষণ শুধু স্ত্রীর ভুল ধরে বেড়ায়। কথায় কথায় সন্তানদের সামনে তাকে ভর্ৎসনা দেয়। এমন কি গায়ে হাতও ওঠায়। এখানেও সে থেমে থাকেনি। তাই একবার শাশুড়িকে কাছে পেয়ে বললো আম্মা! আমি আর পারছি না। আপনার মেয়ের মধ্যে অনেক সমস্যা আছে। তার বদ অভ্যাসের শেষ নেই। এসব আমার আর সহ্য হচ্ছে না। শাশুড়ি এমন কথা শুনে বললেন, বাবা! এই কারণেই তো তার জন্য ভালো পাত্র পাই নি। কি বুঝলেন?

তাই বলছিলাম, সব সময় সব জায়গায় সব কথা বলতে নেই। নিজের অবস্থান এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির আলোকে কথা বললে নিরাপদে থাকা যায়। তবে নীরবতাও কিন্তু সব সময় এবং সব জায়গায় মানায় না। মানব জীবনের কিছু কিছু সম্পর্ক এমন আছে যা আপনার নীরবতা ভঙ্গের যেমন অপেক্ষায় থাকে তেমন আপনার আবেগ ও উচ্ছ্বাসের নিরসনও কামনা করে। যারা এটি বুঝতে অক্ষম তাদেরকে বলছি, খুব বেশি নীরবতা কখনো কখনো সম্পর্ক ছিন্নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব সেই স্বামীই হলো সত্যিকারের বাহাদুর, যে নিজের বাড়ির যৌথ পরিবারে তার স্ত্রীর উপর পরিবারের অত্যাচার নীরবে সহ্য না করে।

কারণ এই নারী শুধু তার জন্যই এই বাড়িতে আছে। আর সেই নারীই হলো শ্রেষ্ঠ নারী যে বাবার বাড়িতে নিজ স্বামীর সম্মান কখনো ভুলুণ্ঠিত হতে দেয় না। এমন দু'টি বুঝ যে দম্পতির মাঝে বিদ্যমান তাদের জীবন হলো স্বর্গীয় সুখের জীবন।

তিক্ত হলেও সত্য, দাম্পত্য জীবনে সুখি হতে হলে আমাদেরকে একটি কথা মনে রাখতে হবে, তা হলো মানুষের পেট এবং অহংকার বেড়ে গেলে আপনজনের সাথেও গলা মেলানো কঠিন হয়ে যায়। অতএব শরীর ও মনকে স্বাধীন ছেড়ে দেবেন না। তাই স্বামীকে বুঝতে হবে তার একটি বাক্য স্ত্রীর মুখে হাসি ফোটানোর টনিক হিসেবে কাজ করে। স্বামী যখন আদর করে স্ত্রীকে কাছে ডেকে বলে **'তুমি আজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, কাছে এসো.....'** এমন একটি বাক্য স্ত্রীর পুরো দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

স্বামীর মুখে এমন কথা স্ত্রী যেমন শুনতে চায়, তার কাছে তেমন আদরও পেতে চায়। আর স্বামীর মুখে ভালোবাসার এমন কথা শুনে স্ত্রীর মুখের একটি মুচকি হাসি স্বামীর সংসারে স্বর্গীয় Environment এর সু-বাতাস বয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। এমন Environment বা পরিবেশে জীবন কাটানোর জন্য মূলত মা-বাবা ছেড়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি ছাদের নিচে আশ্রয় নেয়ার জন্য নারীর এই দীর্ঘ সফর ও অতুলনীয় ত্যাগ। তাই স্ত্রীর খেয়াল স্বামীকেই রাখতে হবে। তা না হলে বাবার বাড়িতেও তার থাকার জায়গা ছিলো।

স্বামী-স্ত্রীকে মনে রাখতে হবে, শারী'য়াতের মাধ্যমে গৃহীত আসমানি সনদে স্বীকৃত ভালোবাসার রোগে আক্রান্ত স্ত্রীর আরোগ্য লাভের জন্য শুধু স্বামীর সাক্ষাতই যথেষ্ট। হাজার Prescription এর চেয়ে স্বামীর দৃষ্টিই স্ত্রীর সুস্থতা লাভের একমাত্র উপায়। যারা এটি বুঝতে পারে তাদের উভয়ের মাঝে দাম্পত্য জীবনের পড়ন্ত বেলায়ও স্বর্গীয় বাতাস বইতে থাকে।

তারপরও কিছু কিছু গর্দভ আছে যাদের কখনো কখনো এই দুন্ইয়া ছেড়ে নাকি চলে যেতে মন চায়। তবে মায়ের খেদমাতের জন্য কে বউ নিয়ে আসবে এটি ভেবে নাকি তারা থেকে যায়। যারা ভদ্রলোক তারা

সব সময় স্ত্রীকে ভালোবাসার চাদরে ঢেকে রাখেন। তাই স্ত্রীর অনুপস্থিতি তাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠে। তেমনই এক ভদ্রলোকের স্ত্রী একবার ঢাকায় তার ভাইদের বাসায় বেড়াতে গেলেন। তাই তিনি স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজের কল্পনায় তার চিত্র আঁকছেন।

কীভাবে আঁকছেন জানেন? না জানলে শুনুন! তিনি লিখছেন ঈদের দীর্ঘ ছুটির পর আমার অফিস খুলবে। তাই আবার সালাতুল ফাজ্‌রের পর অফিসের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র নিয়ে সকাল সকাল নাস্তার টেবিলে বসে অর্ধেক চা কাপে রেখে প্রিয়তমাকে কাছে ডেকে তোমার জন্য রেখে দিয়েছি বলে ভালোবাসা প্রকাশ করে মূলত গাড়ির সময় হয়ে যাওয়ায় অফিসের উদ্দেশ্যে দৌড় দেবে। এদিকে দাম্পত্য জীবনের চির অম্লান ফুলটি তার মূল বাগানের রস ও কষ আহরণের জন্য চলে যাওয়ায় একা একা বিছানায় শুয়ে রাত গভীর হওয়ার পরও যখন ঘুম নামক জিনিসটির দেখা মেলছে না, তখন অফিস খোলা হয়ে যাওয়ার কথা ভাবতেই হঠাৎ শরীর মন ও মস্তিষ্কে প্রচন্ড একটি ধাক্কা লাগলো। যার আঘাতে ঘুম আরো দূরে সরে দাঁড়ালো।

এই নিয়ে যখন ভাবছিলেন তখন নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। প্রেম করে বিয়ে করার পর, অথবা প্রেমে ছ্যাঁকা খেয়ে উদাসীনতা কেটে উঠতে এবং ঈদের ছুটির পর প্রত্যেক মানুষকে অফিসের জন্য স্বাভাবিক হতে কয়েকদিন সময় লাগে এটি বাস্তব সত্য। অতঃপর এই কথাগুলো যখন কাগজে লেখা হলো তখন ঘুম নামক জিনিসটি কাশ্মীরি শালের মত নরম আর বিড়াল ছানার মত গরম হয়ে তাকে আলিঙ্গন করে নিলো। পুরো রাত কখন কীভাবে কেটে গেলো বুঝতেও পারলেন না।

সালাতুল ফাজ্‌রের জন্য ঘুম হতে জেগে উঠে দেখলেন কলম ও কাগজটি তার পিঠের নিচে পড়ে আছে। এই লেখাটি যখন প্রযুক্তির মাধ্যমে সেই প্রিয়তমা স্ত্রীর চোখে পড়লো আরেকটি রাত আসার আগেই অর্থাৎ বিকেলেই তিনি এসে স্বামীর সংসারের হাল ধরলেন। একেই বলে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা। স্বামীর সুখই নিজের সুখ। এমন দাম্পত্য জীবনই হলো স্বর্গীয় সুখের জীবন।

ভদ্রলোকদের সংসারে স্ত্রীর মূল্যায়ন

ভদ্রলোকদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক কেমন হয় জানেন? না জানলে আমি আপনাকে কাছ থেকে দেখা একটি ঘটনা বলছি। এক লোকের আব্বার একটি অভ্যাস তার আম্মা মরহুমার খুব পছন্দ ছিলো। তা হলো, তার আম্মা যা কিছু রান্না করতেন তার আব্বা খুব আগ্রহের সাথে খেতেন। আর যখন খুব বেশি মজাদার কোনো খাবার রান্না করতেন, তখন ভালো করে খেয়ে আম্মুর প্রশংসা করে পকেট হতে পাঁচ/দশ টাকার একটি নোট হাতে দিয়ে একটি চুমু খেতেন। আর বলতেন আজকের ভালো রান্না করার জন্য তোমার পুরষ্কার। আম্মা এই পুরষ্কার পেয়ে আনন্দে নেচে উঠতেন এবং এই টাকাগুলোকে খুব সতর্কতার সাথে জমা করে দেখে দিতেন।

মৃত্যুর পূর্বে তার মায়ের Alzheimer's disease বা স্মৃতিভ্রংশ দেখা দিয়েছিলো। তাই তিনি কোনো কথা মনে রাখতে পারতেন না। কিন্তু প্রায় সময় জমানো কিছু টাকা সম্পর্কে কথা বলতেন। তার কথায় মনে হতো, তিনি কোথায় সেই টাকাগুলো রেখেছেন এখন তা মনে করতে পারছেন না। এগুলো সেই পুরষ্কারের টাকা যেগুলো আব্বা তাকে খুব সুস্বাদু রান্না করার কারণে দিয়েছিলেন।

এবার ঈদে দীর্ঘ ছুটি পেয়ে তিনি ভাবলেন ঘরটি পরিষ্কার করা দরকার। যেখানে অনেক বড় বড় এবং বেশ পুরাতন কয়েকটি আলমিরা ছাড়াও বহু ধরনের মাল-পত্র পড়ে আছে। যা তার আম্মার স্মৃতি বহন করছে। অতঃপর আলমিরা হতে সব কিছু বের করে পরিষ্কার করার সময় হঠাৎ একটি ব্যাগ দেখতে পেলেন। ব্যাগটি হাতে নিয়ে খুলে দেখতেই তার পশম দাঁড়িয়ে গেলো। কারণ সেই ব্যাগে অনেকগুলো ৫/১০ টাকার নোট স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, প্রত্যেকটির সাথে তারিখও লিখা রয়েছে। টাকাগুলো হাতে নিয়ে যখন দেখতে লাগলেন, তখন তার সম্পূর্ণ অজান্তে দু'চোখ হতে অশ্রু গড়িয়ে

পড়লো। কারণ সেই টাকার মাঝে তার মা-বাবার হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার গভীর এক ঘ্রাণ অনুভব করছিলেন। আম্মার হৃদয়ে আব্বার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের জন্য নির্মিত স্মৃতিসৌধের মিনারের উচ্চতা শুধু আম্মা নিজেই দেখতেন আর নিজেই আন্দোলিত হতেন।

মনে হচ্ছিলো আম্মার কাছে এই টাকা ছিলো তার জীবনের অমূল্য সম্পদ। আব্বার মৃত্যুর পর আম্মা সেই টাকাগুলো দেখে দেখে হয়ত তাঁর শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে তাঁর রেখে যাওয়া সংসারকে আঁকড়ে ধরে তাঁর সন্তানদেরকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার সাহস পেতেন। বিশ্বাস করুন, আব্বার মৃত্যুর পর আম্মা আর কখনো সেই রকম সুস্বাদু খাবার রান্না করতে পারেন নি। এই জন্যই আম্মাকে অনেকে বলতেন মনে হচ্ছে **'আপনার সাহেবের মৃত্যুর সময় আপনার হাতের রান্নার স্বাদও নিয়ে গেছেন।'**

এই প্রসঙ্গে আমার ছোট বয়সের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। আমি আমার পুরো গোষ্ঠীর হৃদয়ে কেন যেন এক মূল্যবান সম্পদ। বাবা ও মায়ের পক্ষের কেউ আমাকে ভুলে না। আমার বেলায় সবাই এক। আমাকে না খাইয়ে না দিয়ে কেন যেন তাদের মন ভরে না। আমার খবর না নিলে কেন যেন তারা ভালো থাকতে পারে না। তাই কয়দিন পর পরই ঢাকা-চট্টগ্রাম শুধু নয়; দেশ-বিদেশ হতেও মামাতো-খালাতো ভাইয়েরাসহ আত্মীয়-স্বজনদের ফোন বেজে উঠে। জানতে চায় আমি কেমন আছি? কারো কোনো চাহিদা নেই। শুধু আমার খবর জানতে চায়।

ছোটকালে দেখেছি আমার জেঠিআম্মা (মাওলানা আব্দুর রাহমান (রাহি.) এর সহধর্মীনী) আমি যখন ঢাকা হতে বাড়ি আসতাম তখন তিনি আমার জন্য শীতের পিঠা তৈরির সরঞ্জাম নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন। আমি আমার খুশি মত যখন ঘুম হতে উঠতাম তখন আমাকে ডেকে নিয়ে চুলার পাশে পাটির উপর বসিয়ে গরম গরম পিঠা গোস্তের ঝোল দিয়ে খেতে দিতেন। সেপারেট পরিবারে থাকার পরও দেবরের ছেলের প্রতি এমন মমতা আমাদের পরিবার ও সমাজে বিরল বললেও কম হবে।

আমার প্রতি তাঁর মায়া এখানেই শেষ নয়। প্রতিবারেই বাড়ি হতে ঢাকা যাওয়ার আগে তিনি মাছ-গোস্ত দিয়ে রান্নাঘরে পাটি বিছিয়ে গরম গরম ভাত খেতে দিতেন। কখনো ভাত না খেলে তিনি আমার আম্মার কাছে গোস্ত-মাছ পাঠিয়ে দিতেন। এমন কি বিদায় বেলায় হাতে কয়েকটি টাকাও তুলে দিতেন। তাদের হৃদয়ে আমার জন্য কী এক মমতা লুকিয়ে রাখতেন!! বাড়ি হতে বের হওয়ার সময় আমার আম্মার সাথে দাঁড়িয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতেন।

আজ কত বছর হয়ে গেলো আমার কাছে কোনো হিসেব নেই সেই জেঠিআম্মাও মাটির নিচে। হয়ত আজ তাঁর হাড্ডিও নেই। কিন্তু আমার হৃদয়ে রয়ে গেলো তাঁর মায়ার ছোঁয়া। চোখের উপর ভাসছে তাঁর আদরের সেই অকল্পনীয় দৃশ্য। ইয়া আল্লাহ্ তুমি তাঁর উপর রহম কর। **ইর্জ'আল ক্বাবরাহা রাওদ্বাতাম মিন রিয়াদ্বিল জান্নাহ্। ওয়ালা তার্জ'আলহু হুফরাতাম মিন হুফারিন্না-র।** ইয়া রাব্ব! তাঁর কবরকে তুমি জান্নাতের টুকরায় পরিণত কর। সেটিকে তুমি আগুনের কুণ্ডলী বানিও না।

সেই শিশুকাল হতে ছাঁইয়্যাপিঠা আমার খুব প্রিয়। প্রতি বছর শীতকাল আসলে আমি আমার শারীকে হায়াতকে বলতে থাকি এবছর কে খাওয়াবে সেই ছাঁইয়্যাপিঠা? তখন তিনি বলেন অপেক্ষায় থাকো, আকাশ হতে চলে আসবে। তাই দেখলাম সত্যিই আকাশ হতেই নিয়মিত চলে আসছে। প্রতি বছর আমার জেঠাতো ভাই জনাব হাফেয মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব আমার জন্য সেই পিঠার ব্যবস্থা করে আসছেন। হয়ত তিনি এত গুরুত্ব দিয়ে নিজের পরিবারকেও খাওয়ান না। তার বাচ্চারাও হয়ত এই পিঠা খাওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। তবে আমার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ দেখলে মনে হয় আমাকে খাওয়াতে পারলে যেন তাদের সবার খাওয়া হয়ে যায়। আমার জন্য কী মমতা আমার আত্মীয়-স্বজনদের হৃদয়ে? ইয়া রাব্ব! তুমি তাদের রিয্ক্ব বাড়িয়ে দাও।

আজ সকালে সেই চাউলের গুড়ায় ছাঁইয়্যাপিঠা তৈরি করে আমার শারীকে হায়াত যখন আমার রিডিং রুমে সেই ছাঁইয়্যাপিঠা ও খেজুরের

রসের তৈরি রাব নিয়ে হাসতে হাসতে হাজির হলেন, তখন চিৎকার দিয়ে বলে উঠলাম মা শা আল্লাহ্, তাবারাকাল্লাহ্! এমন শারীকে হায়াত যার ঘরে আছে তার সংসার জান্নাতের টুকরা বললেও কম বলা হবে। ইয়া রাব্ব! তাঁর চেহারাকে কখনো তুমি মলিন করো না। আমার সংসারের জন্য তার ছায়াকে দীর্ঘায়িত কর **আ-মী-ন, ইয়া রাব্বাল আ-লামী-ন।**

উপরিউক্ত কথাগুলো পড়ে এবার একটু ভেবে দেখুন, দেখবেন আমরা মূলত কারো প্রশংসা করতে জানি না। অথবা ইচ্ছা করেই কারো কোনো অবদান স্বীকার করতে চাই না। আর স্ত্রী তো নিজের। তার আবার প্রশংসা করতে হবে কেন? এই হলো আমাদের মনোভাব। আপনি পরিবার ও সমাজে কয়জন পুরুষ পাবেন, যারা নিজের স্ত্রীকে মূল্যায়ন করে এবং তার রান্না করা খাবারের প্রশংসা করে? যারা করে তাদের প্রশংসার ধরন কেমন জানেন? না জানলে শুনুন, ওয়াইফ যখন বাসায় কোনো সুস্বাদু খাবার রান্না করেন তখন তার রান্না করা খাবার মজা করে তৃপ্তিসহকারে পেট ভরে খেয়ে এই বলে প্রশংসা করতে থাকি যে, মনে হচ্ছে চাইনিজ রেষ্টুরেন্টর খাবার খাচ্ছি। এরপরও ওয়াইফ কী করে খুশি থাকবে।

আজ আমি নিজে পারিবারিক জীবনে পা রেখে বুঝতে পারছি যে, স্ত্রীর কাজে পরিচ্ছন্নতা এবং তার চেহারায় ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করতে হলে তাকে তার কাজে উৎসাহ দিতে হবে। এভাবে কাজের সাথে সাথে স্ত্রীও লাবণ্যময়ী হয়ে উঠবে। আর আপনার দেয়া উৎসাহ চিরস্থায়ী ভালোবাসার রূপ ধারণ করে আপনার অবর্তমানে আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে।

এই প্রসঙ্গে নিজেদের দাম্পত্য জীবন শেয়ার না করে পারছি না। হয়ত আমার ছাত্র-ছাত্রী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাজে আসবে। আত্মীয়-স্বজনও আমার সুখে থাকার গোপন রহস্য জানতে পারবেন। আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ প্রায় সাতাশ বছর হতে চলছে। এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের মাঝে কখনো উচ্চস্বরে কথাও হয়নি, ঝগড়া হওয়া তো বাহুত দূর কী বাত। আমার ছাত্রীরা যখন বাসায় আসে তারা আমাদের সম্পর্ক দেখে

অবাক হয়ে যায়। আবার অনেকে চলে যাওয়ার সময় বলে আন্টি! আপনারা কে কাকে বেশি সম্মান করেন তা বোঝা এবং আপনাদের মাঝে ভালোবাসার গভীরতার অনুমান করা মুশকিল। এটি বুঝতে হলে আপনার কাছে থেকে যেতে হবে।

অনেকে একান্তে আমার কাছে এসে বলে স্যার! আপনার পারিবারিক সুখের কথা জেনে ঈর্ষা হয়। আফসোস হয় আমাদের মা-বাবার মাঝে সম্পর্ক দেখে। বছরের পর বছর কেউ কারো সাথে কথা বলে না। যখন তখন ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। মেয়ে না হলে ঘর হতে বের হয়ে যেতাম। আমার আব্বা-আম্মা যদি এমন হতেন! অথবা আমি যদি আপনার মেয়ে এবং আপনি যদি আমার বাবা হতেন! অনেক ছাত্রও অনেক সময় তাদের মা-বাবার মাঝে ঝগড়ার কারণে নিজেদের পারিবারিক সমস্যার কথা বলে পরামর্শ চায়।

অনেকে বলে স্যার! আপনার বইগুলো আমার মা-বাবাকে পড়াতে পারলে ভালো হতো। এসব কথা শুনে তাদের মা-বাবার মাঝের সম্পর্কের অবনতির কথা বুঝতে আর বাকি থাকে না। তাই কষ্টে অনেক সময় চোখের ঈশাণ কোণ হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। কারণ মা-বাবার মাঝের সম্পর্কের অবনতির কারণে তাদের সন্তানরা কেমন দুঃখ-কষ্টে আছে এসব আলাপের মাধ্যমে বোঝা যায়।

উপরের কথাগুলো মাথায় রেখে এবার আমার দাম্পত্য জীবনের ডায়েরি পড়ুন। সুখের সন্ধান পাবেন। শারীকে হায়াতকে নিয়ে নিজেদের দাম্পত্য জীবনকে সুখের নীড় বানানোর Mechanism জেনে যাবেন। তাই একদিনের একটি ঘটনা বলছি। সেদিন সকাল হতে পরের দিন সকালে ভার্সিটি ক্যাম্পাসে যাওয়ার প্রস্তুতির কথা ভাবছিলাম। তবে যে পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলাম সেটির মধ্যে একটু কাজ করাতে হবে। যে কাজটি আমার শারীকে হায়াতই ঠিক মতে ভালো ভাবে করতে পারবেন। তাই তার হাতের সব কাজে রেখে আমার কাজটি কীভাবে তাকে দিয়ে করানো যায় সেই নিয়ে পরিকল্পনা করছিলাম। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সকাল হতে সুখি সংসারে সাহেবের প্রতিটি মোড়ে ও বাঁকে স্পাউজের সহযোগিতার কাহিনি

নাদভী স্টাইলে বার বার তাকে শুনাচ্ছিলাম। আর তিনি প্রতিটি কথার পর মুচকি একটি হাসি দিয়ে মৃদু স্বরে বলতেন, লাগতা হ্যায় দাল মে কুচ কালা হ্যায়।

তবে আমি তার এসব কথা ও ব্যস্ততা না দেখার এবং না শোনার ভান করে আমার পায়জামা ও পাঞ্জাবীটি তার হাতে দিয়ে কোম্পানীর বদনাম শুরু করে দিলাম। আর তাকে বললাম দেখো, এত দামী কাপড়ের মধ্যে কত সমস্যা! এটিতে তোমার হাত না লাগলে গায়ে দেয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না। ভার্সিটি যাওয়া তো বাহুত দূর কি বাত। তুমি আছ বলেই আমি নিশ্চিন্তে বসে থাকি। কাপড়ের মধ্যে এসব ত্রুটি দেখেও নিয়ে আসি।

অন্যদের কী হবে? তারা কী করবে? এটি বলেই তার সেলাইয়ের মেশিনের উপর পায়জামা ও পাঞ্জাবীটি রেখে দিলাম। তিনিও সাথে সাথে নিজের হাতের সব কাজ ফেলে রেখে আমার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আর আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, আর কত দিন এভাবে মানুষ ফ্রি ফ্রি খাবে?

এটি শুনে আমিও আর দেরি না করে শারীকে হায়াতকে তার কাজের বিনিময় হিসেবে একশত টাকার একটি নতুন নোট সেলাইয়ের মেশিনের উপর রেখে দিয়ে বলে উঠলাম, আমরা ফ্রিতে কাজ করানো পছন্দ করি না। এটি নাদভীদের স্বভাব বিরোধী। তাছাড়া আমি একজন প্রফেসর। তাই বিনিময় দিয়ে দিলাম নাও। ঘাম শুকানোর আগেই পারিশ্রমিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর হুকুম নাদভীদের শিরোধার্য তার প্রমাণও দিলাম।

তিনি খুশিতে কাজটি করে দিয়ে প্রতি উত্তরে বললেন, কথা সত্য, তবে যিনি এখন টাকা দিচ্ছেন তার উদ্দেশ্য খারাপ। কারণ তিনি বিকেলে এসে বলবেন বউ তাড়াতড়ি এসো, আমাকে ১০০ টা টাকা দাও তো। তোমাকে আবার রাতে দিয়ে দেবো। এসব বলে কত টাকা নিয়েছো এবং তোমার কাছে কত টাকা পাবো এর কোনো হিসাব রেখেছো? এভাবে শারীকে হায়াতের সাথে হাসি-তামাশা করাও সুন্নাহ্। একবার এমন সুন্নাহ্ পালন করে নিজেদের মাঝের গভীর সম্পর্কের প্রমাণ দিন

দেখবেন স্বর্গীয় সুখের সাগরে আপনাদের জীবনতরী ভাসছে। স্বামীর কাছে স্ত্রীর এটিই সবচেয়ে বড় পাওনা। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের অনেকেই এটি বুঝতে চায় না।

আরো একটি কথা না বলে পারছি না। তা হলো, অনেক সময় ফাজরের সালাতের জন্য মাসজিদে যাওয়ার আগেই আমার জন্য চা রেডি থাকে। আজ সকাল ভোরে প্রফেসর ড. আবু রেজা নাদভী এমপি সাহেবের সাথে আমরা কয়েকজন নাদভীর ঢাকা যাওয়ার কথা ছিলো। তাই রাত চারটায় বাসা হতে বের হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে জনাব আমীন নাদভী সাহেব ফোন করে আমাকে সকাল ছয়টায় রওয়ানা হওয়ার কথা জানালেন।

আমীন নাদভী সাহেবের ফোন পেয়ে ভাবলাম তাহলে এখনই সালাতুল ফাজরের জন্য মাসজিদে চলে যাই। তাই যখনই মাসজিদের উদ্দেশ্যে বের হবো তখনই আমার শারীকে হায়াত বললেন, চা খাবে না? তোমার জন্য চা রেডি করে রেখেছি। চা খাওয়ার জন্য ডাইনিং এ বসে দেখি শুধু চা নয়; বরং পরোটা, মিষ্টি ও আমও রাখা হয়েছে। এভাবেই প্রায় সময় ফাজরের সালাতের জন্য মাসজিদে যাওয়ার আগেই তিনি আমার জন্য ২৭ বছরের দাম্পত্য জীবনে অসংখ্যবার চা রেডি করে আসছেন।

এমন এক সময়ে তিনি আমার জন্য চা রেডি করেছেন যে সময়ে পৃথিবী ঘুমে বিভোর। তাই তার মুখে এটি শুনে আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলাম। তখন তাকে বললাম, আল্লাহ্‌র কোন্ নি'য়ামাতের অস্বীকার করবো? আমার ঘরেও সুখ, বাইরেও সুখ। জীবনটাই সুখে কাটিয়ে দিলাম। যার মূল তুমিই, আল্ হামদু লিল্লাহ্। অতঃপর সালাতুল ফাজর আদায় করে বাসায় এসে কিছুক্ষণ লেখালেখি করার পর বড় ছেলে জারীর নাদভী আমাকে এমপি সাহেবের বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসলো। সেখানে যাওয়ার পরই শুরু হলো সব নাদভীদের মাঝে কোনো ভেদাভেদ ছাড়াই নাদওয়ার লাইফ স্টাইল নিয়ে আড্ডা। কোন্ উস্তায কীভাবে পড়াতেন? রেগে গেলে কীভাবে ছাত্রদেরকে ধমকাতেন? আমাদের ছাত্র জীবন কেমন ছিলো? আমরা কি করতাম?

মোটকথা, যেন আমরা সবাই এখনও নাদওয়ার ছাত্র। এক পর্যায়ে আমাদের ঢাকা যাওয়ার প্রোগ্রাম ক্যান্সেল হয়ে গেলো। আড্ডার মাঝে দুই দুই বার গোস্ত পরোটাও চলে আসলো। দুই বার করে চা-কফিও আসলো এবং ফুরুৎ ফুরুৎ আওয়াজ উঠলো। আমি যেহেতু গোস্ত খাওয়ার পাগল তাই খেলামও পেট ভরে ও মন ভরে। এরপর বাসায় ফিরে আসলাম। বাসায় ফিরে এসে যখন কলিংবেল টিপ দিলাম তখন শারীকে হায়াত এসে দরজা খুলে আমাকে দেখে অবাক! কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করতেই আমার ঝটপট উত্তর তোমার হাতের চা মিস হয়ে যাবে বলে ঢাকা না গিয়ে বাসায় ফিরে এসেছি। সেখানে আমাকে চা কে দেবে? মামুনুল হকের কথা আমার মনে আছে। এভাই চলছে আমাদের মুখের সংসার।

তাই বলছিলাম, শারীকে হায়াতকে ঘড়ি না দিয়ে সময় দিন। জীবনের destination পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য আমরা পুরুষরা সকাল-সন্ধ্যা দৌড়ের উপর থাকি। তাই নিজের শারীকে হায়াতকে উপহার হিসেবে দামি ঘড়ি তো দিতে পারছি, কিন্তু তাকে সময় দিতে পারছি না। অথচ তার কাছে স্বামীর দেয়া ঘড়ির চেয়ে স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া সময়ের মূল্য অনেক বেশি। তাই স্ত্রীর মুড যতই অফ হোক না কেন! স্বামীর একটি বাক্য তার মুখে হাসি ফুটানোর টনিক মনে করতে হবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে ঘড়ি না দিয়ে সময় দিয়ে বলে উঠে তুমি আজ খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছো। তোমাকে প্রতিদিন এভাবে কাজ করতে হবে কেন? কাছে এসো.....।

অধিকাংশ ডিভোর্সের কারণ হলো! নারী যেমন নিজ স্বামীর কাছে সময় চায়, স্বামীও নিজ স্ত্রীর কাছে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি চায়। যেখানে উভয়ে নিজেদের জীবনে এই দু'টি পেয়ে যায় সেখানেই তারা থেকে যায়। অতএব নারীকে বিয়ে করে প্রেম-ভালোবাসা দিন। তা না হলে গোস্তের পেছনে তো শুধু কুকুর দৌড়ায়। আপনি তো কুকুর না, আপনি মানুষ। মনে রাখবেন সারা দিন কি কর? এই একটি প্রশ্ন আপনার শারীকে হায়াতের হৃদয়কে বিনা আওয়াজে কাঁচের পেয়ালার মত ভেঙে চুরমার করে ফেলে। আপনি তা কি জানেন? অথচ নারী সারা দিন

আপনার সংসারের পেছনে আরামকে হারাম করে ফেলছে। তাই নারী জীবনের সব দুঃখ ভুলতে পারলেও প্রতিবেশীর বাসায় দেয়া প্লেট-বাটি কখনো ভুলে না। তবুও স্বামীর মুখে তুমিই মূলত এই সংসারের সকল অশান্তি ও যত নষ্টের মূল, কথাটি তাকেই পুরো জীবন শুনতে হয়।

অতএব এমন কথা না বলে স্বামী হিসেবে নিজ শারীকে হায়াতকে কাছে ডেকে বলে দিন, আমরা মিডেল ক্লাসের লোক। মধ্যম পরিবারে আমাদের জন্ম। তাই আমাদের ভাই বোনের মাঝে কোনো কিছু নিয়ে কখনো সমস্যা দেখা দিলে বা তিক্ততা সৃষ্টি হলে sorry বলার কোনো রেওয়াজ নেই। কারণ আমাদের মুড দশ মিনিট পর automatically ঠিক হয়ে যায়। অতএব তুমি তো আমার জীবন, দ্বীনের অর্ধেক এবং এই সংসারে রাণী। তোমার সাথে কোনো কিছু হলে sorry বলার কোনো অর্থ হয়? এরপর শারীকে হায়াতের যাদু দেখুন।

মনে রাখবেন, তিক্ত হলেও সত্য! ভাইয়ের আঙিনায় স্থান হবে না জেনেই বর্তমান সমাজে বহু নারী বছরের পর বছর নিজ স্বামী ও শ্বশুরালয়ের যুল্‌ম অত্যাচার সহ্য করে জীবন কাটিয়ে দেয়। তাই স্বামীর মুখের প্রেম-ভালোবাসার একটি বাক্য স্ত্রীর পুরো দিনের ক্লান্তি দূর করার টনিক এবং নিজেদের মাঝে সৃষ্ট সকল অবাঞ্ছিত ঘটনা automatically delete হওয়ার যাদু। সত্য কথা হলো আপনি যদি এমন করতে পারেন তাহলে নারী এমন স্বামীর সংসার সাজাতে সাজাতে জীবন পার করে দেবে। কী পেয়েছে আর কী পায়নি তার হিসাব মেলাবে না কোনো দিন।

এমন পরিবেশে জীবন কাটানো এবং স্বামীর সংসার সাজানোর জন্যই মূলত তার এই দীর্ঘ সফর ও ত্যাগ, উৎসর্গ ও প্রদর্শন, নিবেদন ও আবেদন, বিসর্জন ও অর্পণ। মনে রাখবেন, মুহাব্বাত বা ভালোবাসার ব্যবসায় সুদ জায়েয। যে ব্যবসার দোকানি হলেন আপনি, আর গ্রাহক হলেন আপনার শারীকে হায়াত। তাই সংসার সুখের করতে হলে ওয়াইফের সামান্য প্রেম-ভালোবাসার বিনিময়ে ডবল দিয়ে দেখুন, এখানে সুদী লেন-দেন করে দেখুন আপনার সংসার শুধু স্বর্গীয় সুখের হবে না; বরং তার মা-বাবাকেও পেয়ে যাবেন। আপনি তার জন্য খরচ

না করে এবং তাকে ভালোবাসা না দিয়ে কার জন্য এসব সংরক্ষণ রেখে চলছেন? কবরে নিয়ে যাবেন? আপনি মনে করছেন নারীরা এসব বোঝে না। মনে রাখবেন বিষয়টি এমন নয়; তারা সবই বোঝে। সময় সুযোগ মত আপনার স্ত্রী আপনাকে ষোলআনা বুঝিয়ে দেবে। এই নিয়ে আপনার কোনো সন্দেহ থাকলে শুনুন।

এক কৃপণের শারীকে হায়াত প্রতিদিন ম্যাসেজ পাঠিয়ে তাকে বাসায় ফেরার পথে তার জন্য এটি সেটি নিয়ে আসতে বলতো। কিন্তু কৃপণ লোকটির কোনো দিন নিজ স্ত্রীর জন্য কোনো কিছু কেনা হয় না। খালী হাতে বাসায় ফেরার পর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলে খুব সহজেই বলে দেয়, তোমার ম্যাসেজটি তো দেখেনি। একদিন স্ত্রী চালাকি করে ম্যাসেজের শেষে লিখলো শুনো জ্বী! সাকীনাহকে আমার সালাম বলে দিও। স্বামী এটি পড়ার পর সাথে সাথে স্ত্রীকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলো সাকীনাহ্ আবার কে? স্ত্রী বললো! আমা ইয়ার কোঈ নেহী! তুমি ম্যাসেজ পড়েছো কিনা তা জানার জন্য লিখলাম। আপনাকে কে বলছে নারীরা বেকুব?

মনে রাখবেন! আত্মীয়-স্বজনের জানাযার গিয়ে তার লাশ কাঁধে নেয়ার আগে আরো অনেক জাগায় তার জীবদ্দশায় আপনার কাঁধের প্রয়োজন ছিলো, তখন আপনি কোথায় ছিলেন? এটি বুঝতে পারলেই এবং তার জীবদ্দশায় তাকে কাঁধ দেয়ার মানসিকতা থাকলেই আপনি সত্যিকারের আত্মীয়। অতএব জানাযায় গিয়ে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে হবে না। কি বুঝলেন?

তাই বলছিলাম, নিজের আত্মীয়-স্বজনদের জন্যও খরচ করুন। সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়ান। তাদের সাথে এমন আচরণ করে দেখুন, সবার দো'য়ায় কারো নাম আসুক আর না আসুক, আপনার নাম অবশ্যই আসবেই। আত্মীয়-স্বজনদের মুখে রাত-দুপুরে আপনার যিকরে খায়ের হতেই থাকবে। অতএব মনে রাখতে হবে যে, Delete যত দ্রুত হয় Download কিন্তু তত দ্রুত হয় না। অর্থাৎ গড়তে সময় লাগে ভাঙতে নয়। চাই সেটি আত্মীয়তার সম্পর্ক হোক বা নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক হোক। কি বুঝলেন?

ভদ্রলোকেরা স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে না

যারা ভদ্রলোক তারা স্ত্রীর সাথে রাত-দুপুরে জোরে কথা বলার সময়ও সতর্ক থাকে। বয়স যত বাড়তে থাকে তাদের নিজেদের মাঝে কথা-বার্তার সুর তত নরম হতে থাকে শুধু তা নয়; বরং প্রেম ভালোবাসাও বাড়তে থাকে। সন্তান গর্ভে আসার পর স্ত্রীর গুরুত্ব বেড়ে যায়। আর সন্তান জন্মের পর তার মর্যাদাও বেড়ে যায়। এখন তারা নিজেরা আচার আচরণে আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করে। কারণ মায়ের সাথে বাবার ঝগড়া করাটাকে সন্তানরা কখনো পছন্দ করে না। আর মায়ের গায়ে হাত উঠালে তারা আত্মহত্যা করতে চায়।

ওয়াইফের সাথে ঝগড়াকে বাচ্চারাও কখনো পছন্দ করে না। তেমনই একটি ঘটনা বলছি, একদিন সকাল ৭.৪৫ মি. চট্টগ্রামের জিইসি মোড়ে আমি ভার্সিটি যাওয়ার জন্য শিক্ষকদের এসি গাড়ির অপেক্ষা করছিলাম। মাস্টার্স এর পরীক্ষা চলছে এবং পরীক্ষার হলে আমার ডিউটি আছে তাই যেতে হচ্ছে। তবে আমার আগেই ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের একজন সহকারী অধ্যাপকও পঞ্চম শ্রেণী পড়ুয়া তাঁর ছেলেকে নিয়ে একই গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

আল্ হামদু লিল্লাহ্ কলিগদের কাছে আমি একজন হাসি-খুশি এবং মিশুক মানুষ হিসেবে পরিচিত। তবে আজ চুপচাপ দূরে দাঁড়িয়ে থাকায় তিনি নিজেই আমার কাছে এসে কথা বলা শুরু করে দিলেন। তারপরও আমি কোনো কথা বলছি না এবং তার কোনো কথার উত্তরও দিচ্ছি না। বিষয়টি যখন তিনি বুঝতে পারছেন না, তখন তাকে ইশারা করে নিজের অসুস্থতার কথা জানালাম এবং বুঝালাম যে, খুব ঠান্ডা লেগেছে তাই আওয়াজ বসে গেছে। কথা বলতে পারছি না। তিনি ভালো করে না বুঝে বলে উঠলেন, ভাবির সাথে রাতে খুব ঝগড়া করছেন মনে হয়। এটি বলে ঠাট্টার একটি হাসি দিলেন। কিন্তু এই কথাটি তাঁর ছেলে শুনেছে এবং বাবা যদি আরো মারাত্মক কিছু বলে বসেন তাই এমন

কথায় লজ্জা পেয়ে ছেলেটি মুচকি একটি হাসি দিয়ে একটু দূরে সরে গেলো। একটু পরে বাবার কাছে এসে বললো, বাবা আংকেল না মাওলানা? তিনি বললেন শুধু মাওলানা না, অনেক বড় মাওলানা। অতঃপর ছেলে এবার জিজ্ঞেস করলো তাহলে তিনি আন্টির সাথে ঝগড়া করলেন কেন?

বাচ্চার মুখে এটি শুনে বুঝলাম যে, সব কাজ সবার সাথে মানালেও কিছু কিছু কাজ মাওলানাদের সাথে মানায় না। বিশেষ করে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করাটা বাচ্চাদেরও অপছন্দ। অতএব যারা স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করেন তারা মনে রাখবেন, আপনার সন্তানরাও কিন্তু আপনাকে ভালো মানুষ মনে করে না। তাদের মায়ের সাথে ঝগড়ার কারণে তারা আপনাকে অপছন্দ করে। তবে এটি কখনো তারা আপনাকে বলে না। স্বামী-স্ত্রীকে মনে রাখতে হবে, শব্দ ও ভাষার অপপ্রয়োগের কারণেও কখনো কখনো দাম্পত্য জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হয়। তা কীভাবে জানেন? না জানলে শুনুন।

বর্তমান করোনাকালীন সময়ে দীর্ঘ Quarantine & lock down এ স্বামী বাসায় আটকা পড়ায় এক নারী তার শিক্ষিত স্বামীকে কাছে পেয়ে ভাবলো, এই সুযোগে স্বামীর কাছ থেকে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত সহজ কিছু ইংরেজী শেখে নেবো। যাতে সেইগুলো প্রয়োগ করে ছেলে-মেয়েদেরকে শাসন করা যায়। তাই তিনি ইংরেজী শেখার জন্য রাতে ঘুমানোর সময়কে নির্ধারণ করেছেন। কারণ এই সময় বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়বে। তারা তাদের মা যে ইংরেজী জানেন না, সেটি বুঝতে পারবে না।

এক রাতে তিনি স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন Complete & Finish এর মাঝে পার্থক্য কি? স্বামী বললো, যেমন তুমি আমাকে স্বামী হিসেবে পেয়ে তোমার Life Complete হয়ে গিয়েছে। আর আমি তোমাকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে আমার Life Finish হয়ে গিয়েছে। এমন ইংরেজী শেখানোর কারণে পরিণতি কি হলো জানেন? সকালে স্বামী বেচারা নিজেকে খাটের নিচে আবিষ্কার করলেন। শুধু যে পুরুষ অত্যাচারী এবং স্ত্রীকে নিজেরে কন্ট্রোলে রেখেছে বিষয়টি এমন নয়; বরং বহু পরিবারে

পুরুষও বড় অসহায় হয়ে জীবন কাটাচ্ছে। স্ত্রীর সামনে কোনো কথা বলার সাহস রাখে না।

তেমনই একটি ঘটনা শুনুন একবার এক লোকের বিরুদ্ধে তার স্ত্রী অত্যাচারের অভিযোগ নিয়ে মামলা দায়ের করলো। পুলিশ যখন লোকটিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে বিচারকের সামনে উপস্থিত করলো, বিচারক তখন আসামীকে বললেন, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, তুমি তোমার স্ত্রীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত নিজের কন্ট্রোলে রেখেছ। বিচারকের মুখে অভিযোগ শুনে আসামী বললো, স্যার! কিন্তু .....! বিচারক বললেন, আত্মপক্ষ সমর্থন নয়; বরং পদ্ধতি জানাও। পদ্ধতি জানার পর বিচারক বললেন, শব্দ যদি আমার কলমে থাকতো তাহলে রায়ের মধ্যে কি কি লিখে ফেলতাম তা বলতে পারছি না। তবে এই টুকু বলছি, তুমি আমার জীবনের শুরু ও শেষ। কি বুঝলেন?

তাই বলছিলাম, জীবনে একবার হাতে আসা ডাক্তারের লেখা Prescription যেমন Pharmacy তে কর্মরত স্বল্প শিক্ষিত ছেলেটি বুঝতে পারে, সেভাবে যদি স্বামী তার স্ত্রীকে বুঝতে পারতেন, যে স্ত্রী তার সাথে পুরো জীবন কাটিয়ে দেয়ার জন্য তার মা-বাবা, ভাই-বোনকে ছেড়ে চলে এসেছে, তাহলে রাব্বে কা'বার ক্বাস্ম স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কখনো কোনো উচ্চবাচ্যও হতো না। ঝগড়া হওয়া তো বাহূত দূর কী বাত।

আমার ওয়াইফের বান্ধবীদের অনেকে আমাদের মাঝের গভীর সম্পর্কের সাথে সাথে ইযযাত-সম্মান দেখে আমাকে কন্ট্রোল করার যাদু এবং সেই যাদুর পাসওয়ার্ড জানার জন্য তাকে নিয়ে হাসি তামাশা জুড়িয়ে দেয়। বলে উঠে আপনাদের মাঝের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা দেখলে মনেই হয় না যে, আপনাদের বয়স হয়েছে। পরস্পরের জালে আটকা পড়ার তথ্যও অনেকে জানতে চায়। কারণ আমার বাড়ি ফেনী আর তার বাড়ি মাগুরা! তবে দু'জনই ঢাকা ভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রী থাকাকালে বিয়ে হয়েছে জেনে বহু কিছু নিজেরাই বলে ফেলে। তারা মনে করে প্রেম ছাড়া এটি কি করে হলো? প্লিজ! পাসওয়ার্ডটি একটু বলুন। তখন তিনি

বলেন, আমাদের মাঝে সম্পর্কের গভীরতার পাসওয়ার্ড হলো দাম্পত্য জীবনের সকল মোড়ে ও বাঁকে আল্লাহ্‌র ভয় এবং রাসূলের সুন্নাহ্‌র অনুকরণ।

যারা আমার পারিবারিক জীবনের সুখ দেখে আনন্দের লাফিয়ে উঠেন এবং সেই সুখের পাসওয়ার্ড জানতে চান তাদেরকে বলছি, শুনুন! নিজের জীবনের সব কিছু নিয়ে স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করুন। স্ত্রীই হলেন আপনার জীবনের একমাত্র বিশ্বস্ত ব্যক্তি, যিনি আপনাকে সব সময় সৎপরামর্শ দেবেন এবং আপনার স্বার্থ রক্ষা করবেন। বাকিরা সবাই আগে নিজের স্বার্থ নিয়ে ভাববে অতঃপর ভালো পরামর্শ দিতেও পারে আবার না ও দিতে পারে।

যেমন আপনার মেয়ের বিয়ের জন্য যদি কোনো ভালো পাত্র আসে, আর তখন সেই পাত্র নিয়ে যখন আপনার মায়ের পেটের আপন ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করবেন সে ভাইও কিন্তু আগে নিজের উপযুক্ত মেয়েটিকে উক্ত পাত্রের কাছে বিয়ে দিতে চাইবে। তা না হলে এই সেই বলে বিয়েতে বাঁধা সৃষ্টি করবে। আর একই বিষয়ে আপনার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে দেখুন, যাকে আপনি অন্যের মেয়ে মনে করছেন সে কিন্তু আপনার মেয়েটাকেই বিয়ে দিতে চাইবে। তাই কোনো ভদ্রলোক যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে বলে আমি ভেবে চিন্তে জানাবো। তাহলে বুঝে নেবেন, তিনি নিজ স্পাউজের সাথে পরামর্শ করে আপনাকে জানাবে। পার্থক্য বুঝলেন?

মনে রাখবেন, পরামর্শ প্রকৃতির এক দার্শনিক মূলনীতি। পরামর্শ অন্যের সাথে করা হলে ফলাফলের দিক থেকে তার যে অর্থ দাঁড়ায় তা হলো, নিজের মনের মাঝের নির্জন স্থানগুলো খোলার চেষ্টা করা। অর্থাৎ নিজের Mind কে Active করা। তাই পরামর্শ একপক্ষীয় কোনো কর্ম নয়। বাস্তবতার আলোকে Mutual discussion এর নাম হলো পরামর্শ। যার মূল উদ্দেশ্য হলো, নিজের চিন্তার গণ্ডিকে বাড়িয়ে একাকীত্বের প্রাচীর হতে বের করে বিশ্বজনীনতার সীমানায় পৌঁছে দেয়া। অতএব এই পরামর্শ যখনই স্ত্রীর সাথে করবেন তখনই উপকৃত হবেন। সুখি দম্পতিদের প্রেমালাপ কেমন জানেন? না জানলে শুনুন।

একবার এক ভদ্রলোকের স্ত্রী নিজেদের একান্ত সময়ে স্বামীকে কাছে পেয়ে বললো, তুমি একজন নিঃস্ব মানুষ এই কথাটি বিয়ের আগে আমাকে জানাও নি কেন?

স্ত্রীর মুখে এমন কথা শুনে স্বামী বললো, বিয়ের আগে তোমার কাকা, মামা ও ভাইদেরকে আমি বহুবার বলেছিলাম যে, আমার কাছে ঘর-বাড়ি, চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য বলতে কিছুই নেই। জেঠাতো ভাইয়ের বাসার ছাদের উপর একটি চিলেকোঠার মধ্যে আমার বাস। আর বিয়ের পর তুমিও তা দেখেছো এবং তোমাকে আমি হাজার বার বলেছি, আমার কাছে তুমি ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন তুমি আমার এমন কথা শুনে পাগল হয়ে যেতে এবং আনন্দে লাফিয়ে উঠতে।

বর্ষা মওসুমের নতুন পানির স্রোত হতে মাছ যেমন লাফিয়ে ডাঙায় উঠে যায় তুমিও তেমন আনন্দে লাফিয়ে আমার আঙিনায় এসে পড়েছো। তবে ডাঙায় উঠে মাছ মরে গেলেও তুমি এখানে উঠে এসে আসমানি সনদের আলোকে এক নবজীবন লাভ করেছো। যে জীবনের স্বপ্ন তুমি দেখতে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব শারী'য়াত আমার কাঁধে তুলে দিয়েছে। তাই তোমার বাগানের সঠিক পরিচর্যায় Watering করতে গিয়ে একটু এদিক সেদিক হলে আখেরাতের একক ট্রাইবুন্যালে আমাকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। কারণ তোমার ইযযাত-সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার সকল ব্যবস্থা গ্রহণের দায়-দায়িত্ব আমার। অতএব সম্পদ দিয়ে তুমি কী করবে?

এক লোকের স্ত্রী ছিলো **ওয়ারদাহ্ মাফতুহাহ্** বা ফুটন্ত গোলাপ। কিন্তু লোকটি ছিলো প্রচন্ড ধরণের কালো। যার জন্য কোনো নারীই তাকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারে না। তাই এই নারী এমন কুচকুচে কালো মানুষটিকে স্বামী হিসেবে পেয়ে সাব্‌র বা ধৈর্য ধারণ করেছে। আর লোকটি এমন সুন্দরী নারীকে বউ হিসেবে পেয়ে সারাক্ষণ আল্লাহ্‌র শুক্‌র আদায় করেছে। অতঃপর সাব্‌র ও শুক্‌র তাদের দুই জনকেই জান্নাতের পথিক বানিয়ে দিয়েছে।

তাই বলছিলাম, নারীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, খুব বেশি হলে একজন নারী শুধু বিয়ের প্রথম বৎসরই নিজের সৌন্দর্য এবং আকর্ষণীয়

শারীরিক গঠনের উপর ভরসা করে কাটিয়ে দিতে পারে। বাকি জীবন তাকে হুসনে আখলাক্ব বা উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী, সাবরে জামীলের মাধ্যমে আচার-ব্যবহার, বুদ্ধিমত্তা এবং আষাঢ় মাসের বন্যায় ভেসে চলা কলা গাছের ভেলায় বসে থাকা এখন ডুবে তখন ডুবে লোকটির মত ধৈর্যশীল হতে পারলে স্বর্গীয় বাতাস বইতে থাকবে। অতঃপর সেই বাতাসের কারণে হৃদয় শীতল থাকবে। এমন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে জান্নাতে যাবে।

প্রতিটি ঈমানদারকে বুঝতে হবে, ধৈর্যও একটি ইবাদাত। দাম্পত্য জীবনে ধৈর্য যদি আপনার স্বভাবের অংশ না হয়, তাহলে মনে রাখবেন শুক্‌র ও আপনার কাছ হতে দূরে পালাবে। কারণ শুক্‌র শুধুমাত্র ধৈর্যের উর্বর জমিতেই গজায়। স্বামী-স্ত্রীকে বুঝতে হবে, প্রত্যেক তুফান দাম্পত্য জীবনে নির্মিত সুখের নীড়ের খুঁটি ফেলে দেয়ার জন্য আসে না কোনো কোনো তুফান নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথের কাঁটা উপড়ে ফেলার জন্যও আসে।

তাই যে পুরুষ স্ত্রীর চাহিদাকে নিজের চাহিদা হিসেবে মেনে নিতে পারে স্ত্রীও এমন স্বামীর চাহিদা পূরণে নিজের জীবন ও যৌবনকে সব সময় স্বামীর জন্য 'কুন' অর্থাৎ হয়ে যাও বলে উঠে নিজেদের দাম্পত্য জীবনের সুখকে স্বর্গীয় সুখে পরিণত করে স্ত্রী হওয়ার ষোলআনা হক্ব আদায় করে। আমরা যদি পবিত্র ক্বোরআনের পাতা উল্টাই তাহলে দেখতে পাই, আল্লাহ্ নারীর সাথে আচরণের একটি রোডম্যাপ দিয়ে বান্দাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি নারীকে কষ্ট দেয়া কখনো পছন্দ করেন না। তাই তিনি ক্বোরআনে বলেছেন:

﴿أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ﴾ ৫৯

'তাদের চক্ষু শীতল থাকবে এবং তারা দুঃখিত হবে না।'

﴿كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ﴾ ৬০

'যেন তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন।'

৫৯- সূরাতুল আহযাব, আয়াত নং- ৫১

৬০- সূরাতল ক্বাসাস, আয়াত নং-১৩

﴿وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ﴾ ৬১

'এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না।'

﴿فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾ ৬২

'ফেরেশ্‌তা পায়ের দিক থেকে তাকে ডেকে বললো, দুঃখ করো না, তোমার রাব্ব তোমার নিচে একটি নহর প্রবাহিত করেছেন।'

তাই নিজের স্বার্থে স্ত্রীকে সব সময় Soft language এ ভালো এবং সুন্দর পরামর্শ দিন। তাকে মানুষের সামনে কখনো লজ্জা দিবেন না। বিশেষ করে আপনার পরিবারের লোকজনের সামনে তাকে লজ্জা দিলে বা অপমান করলে এই পরিবারে সে আর কোনো দিন কারো কাছে সম্মান পাবে না। আর তার বাপ-ভাইয়ের সামনে তাকে লজ্জা দিলে আপনি কখনো মেয়ের জামাই হয়ে তাদের হৃদয়ের শুন্যস্থান পূরণ করতে পারবেন না। ক্ষতি আপনারই হবে। পরিশেষে কলা গাছের সাথেই কাটাতে হবে দাম্পত্য জীবন।

যারা ভদ্রলোক তারা শুধু দরজা নক করে, কখনো সেটি ভেঙে ফেলে না। দরজা নক করে ধৈর্য ধরতে পারলে দরজাও খুলবে মেহমানদারিও পাবেন। যে সব দম্পতিদের মাঝে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে এবং তারা সারাক্ষণ ঝগড়ায় লিপ্ত রয়েছে আপনি চোখ-কান খুলে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখলে দেখতে পাবেন, দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝের ১০% ঝগড়া নিজেদের কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণের কারণে হয়। আর বাকি ৯০% দ্বিমত পোষণে ব্যবহৃত ভাষা ও শব্দের কারণে হয়ে থাকে। অতএব স্বামী-স্ত্রীকে মনে রাখতে হবে নিজেদের মাঝে তর্কে জড়িয়ে পড়ার সময় ব্যবহৃত অভদ্র ভাষা পুরাতন বন্দুকের মত। এটি যে চালায় সেও ভয়ে কাঁপে, আর যে তার সামনে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখে সেও কাঁপে। সত্যিকারের সম্পর্ক হলো সেটি, যা সময়, পরিস্থিতি, চাহিদা এবং মেযাজ পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও স্থায়ী হয়। আর সেটি হলো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। কি বুঝলেন?

৬১- সূরাতল ক্বাসাস, আয়াত নং-৭

৬২- সূরাতু মারয়াম, আয়াত নং-২৪

আম্মু তোমাকে বলছি মনে রেখো! পুরুষের মনের কথা কিতাবে লেখা থাকে না। কখন তোমার হাত ধরবে আর কখন ছেড়ে দেবে, তা বলা যায় না। এ কারণে তুমি তাকে অনুভূতিহীন বা তার আঙ্গিনায় তোমার অবমূল্যায়ন বলতে পার। তবে অনেক পুরুষ নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী চলে যাওয়ার পরই চিনতে এবং বুঝতে পারে। তাই স্বামীকে এমন ভাবে এবং এমন নিয়্যাতে চাও, তুমি তাকে পাও বা না পাও, তবে যখনই তার প্রেম-ভালোবাসার প্রয়োজন হবে তখনই যেন তোমার কথা তার মনে পড়ে।

তোমাকে আরো মনে রাখতে হবে, প্রযুক্তির এই যুগে E. Mail যতই উন্নতি করুক না কেন স্বামীর হৃদয়ের গভীরে ভালোবাসা দ্রুততম সময়ের মধ্যে পৌঁছনোর শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম এখনও কিন্তু Female অর্থাৎ তুমি। অতএব বিয়ের পিঁড়িতে বসার পূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দেখানো Roadmap বাদ দিয়ে অন্ধ ভালোবাসা ও অন্ধ বিশ্বাসকে আসল ভাবলে এটিও মনে রাখতে হবে যে, এই দুটি ইনসানকে গভীর গর্তে ফেলে দেয়। তাই সাবধান! যারা বলছে তোমাকে কখনো ভুলবো না। তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না, তারা কিন্তু দোকানে গিয়েই ভুলে যায়, তার মা তাকে ধনিয়ারপাতা নিতে পাঠিয়েছেন না পুদিনারপাতা?

তাই যার তার কথায় পাগল হয়ে নিজেকে তার হাতে তুলে দিও না। কারণ আগে দুষ্টরা ভালোবাসার মানুষের দরজার Bell বাজিয়ে পালিয়ে যেত। এখন Messenger এ Massage পাঠিয়ে Delete করে দেয়। কাজ কিন্তু একই। তবে পদ্ধতি ভিন্ন।

ভালোবাসা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হোক বা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, সন্তানের প্রতি মা-বাবার হোক বা মা-বাবার প্রতি সন্তানের, এটি হলো বোবা মানুষের মত। যে মানুষটি গুড় খায় তবে তার টেস্ট বলতে পারে না। অনেক সময় কিছু পুরুষকে দেখা যায় তারা নিজেকে অন্যদের কাছে কিছু একটা বোঝানোর জন্য বা অন্যকে খুশি করার জন্য বিশেষ করে মা-বাবা অথবা ভাই-বোনের জন্য নিজ স্ত্রীকে ঘরভর্তি মেহমানদের সামনে বকাঝকা শুরু করে দেয়। তবে এ ধরনের কাপুরুষরা রাতে কিন্তু ঠিকই দরজা বন্ধ করে স্ত্রীর কাছে মাফ চায়। যারা এমন করেন তারা মনে

রাখবেন, মুখ দিয়ে খাওয়া বিষ মানুষকে একবারই মেলে ফেলে। কিন্তু ঐ মুখ হতে বের হওয়া বিষ অন্যের হৃদয়ের গভীরে আঘাত করে তাকে না বাঁচতে দেয় না মরতে দেয়।

স্ত্রীর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়ার এবং তার উপর অত্যচার করার আগে মনে রাখবেন, যে নারীর পায়ের নীচে জান্নাতের জ্ঞাণ ছড়ানো মাটি রয়েছে সে নারী কখনো কারো পায়ের জুতা হতে পারে না। এমন দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে মূল্যয়ন করলে সংসার হবে স্বর্গীয় সুখের। তাই সব অশ্রু প্রবাহিত পানির ফোটা মনে করলে ভুল করবেন; বরং কিছু কিছু ফোটা কষ্টে থাকা মযলুমের লেখা একটি দীর্ঘ দাস্তান যার রহস্য উদঘাটন করতে জ্ঞান-বিজ্ঞান অপারগ। রাসূল (স.) বলেছেন:

(عنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) [৬৩]

'আয়েশাহ্ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের জন্য উত্তম। আর আমি তোমাদের তুলনায় আমার পরিবারের জন্য উত্তম।'

এবার রাসূলুল্লাহ্ (স.) এর ঘোষণার আলোকে একটু ভেবে দেখুন, আজকের মর্ডান ফ্যামিলির দাবীদাররা কখনো এমন ঘোষণা দিতে পারবেন কি? এমন একটি তিক্ত বিষয়ে তর্কে না গিয়ে বলবো, যদি তারা এমন ঘোষণা দিতে পারতেন তাহলে আজ যৌতুকের আক্রমণে শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ ও দেবরের সামনে স্বামীর হাতে আমাদের বোন ও মেয়েদেরকে কখনো প্রাণ দিতে আবার কখনো নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আত্মহত্যার পথ ধরতে হতো না।

আজকের অসংখ্য পরিবারের আঙ্গিনায় বাসর রাত্রিতেই নববধূরা যৌতুকের জন্য নির্যাতনের শিকার হওয়াটা এখন একটি Tradition হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তাই নারী উন্নয়ন ও প্রগতির যুগেও একজন নারীকে মরে যাওয়ার জন্য সামান্য বিষই যথেষ্ট কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য

৬৩- أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ

গ্লাসে গ্লাসে পুরো জীবন বিষ পান করতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারপরও তারা একেলের আর আমরা সেকেলের। এ সব দেখে কবির ভাষায় বললে বলতে হয়:

"আমি শুনে হাসি, আঁখি জলে ভাসি, এই ছিলো মোর ঘটে,
তুমি মহারাজ, সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।"

কিছু কিছু অপদার্থ পুরুষ এমনও আছে যারা রাস্তা-ঘাটে, অথবা মার্কেট এবং শপিংমলেও স্ত্রীকে প্রকাশ্যে ধমকাতে থাকে। যারা এমন আচরণ শুরু করে তখন তার স্ত্রী কী মনে করে জানেন? স্ত্রী তখন মনে মনে বলতে থাকে, পাথরের আঘাতে আমি ব্যথা পাইনি। ব্যথা পেয়েছি তখন, যখন দেখলাম যাকে আমি পদে পদে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এসেছি পাথর নিক্ষেপকারী হাতটি তারই ছিলো।

তাই বলছিলাম, যারা এমন করে তাদেরকে মনে রাখতে হবে, তারা নিজেদেরকে যা-ই কিছু মনে করুক না কেন, এমন মানুষকে কেউ কিন্তু তখন ভালো মানুষ বলে না। যদিও তাদের এমন আচরণে মা হয়ত মনে করবে বউ তার ছেলের কন্ট্রোলে আছে। ভাই ও বোনরা মনে করবে তাদের ভাই তার বউকে পাত্তা দেয় না। এটি দেখে তারা হয়ত আনন্দে লাফিয়ে উঠবে। তবে এমন পুরুষ কখনো ভালো স্বামী হতে পারবে না, এটি হলফ করে বলা যায়। কারণ যার স্ত্রী নিজ স্বামীকে ভালো বলবে না তাকে পুরো দুন্ইয়া ভালো বললেও সে মূলত একজন অপদার্থ পুরুষ। পারিবারিক জীবনে অভদ্র ও অসভ্য একজন লোক।

পরিশেষে পুরুষদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, মেয়েরা যখন স্বামীর ঘরে সুখে থাকে তখন মা-বাবা শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। আর যদি এর উল্টো হয় তখন মা-বাবার জীবন বিষণ্ন হয়ে উঠে। সত্য কথা হলো, আপনার কারণে যদি কেউ কষ্ট পায়, তিনি যেই হোন কেন তাহলে আপনার সব সাজদাহ্ বেকার। আল্লাহ্ আমাদেরকে বিষয়টি উপলব্ধি করার তাওফীক্ব দান করুন।

আ-মী-ন।